ঘুরে এলাম ইরান

হাফেজা আসমা খাতুন

ঘুরে এলাম ইরান

হাফেজা আসমা খাতুন

সাফওয়ান পাবলিকেশন ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

ঘুরে এলাম ইরান

হাফেজা আসমা খাতুন

প্রকাশক
মোঃ নিয়াজ মাখদুম
সাফওয়ান পাবলিকেশন ঢাকা
৪৪৫/১ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৩৭৪৩, ৪১৩২৯০

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০১

প্রচ্ছদ
মোবাশ্বের মজুমদার

সম্পাদনায়
আবুল কালাম আজাদ

কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার অয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Ghure Elam Iran by Hafeza Asma Khatun Published by Md. Niaz Makhdum, Safwan Publication, 445/1 Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Phone : 9353743, 413290.

Price :

www.nagorikpathagar.org

লেখিকার কথা

হঠাৎ করে ইরান সফরের আমন্ত্রণ পেলাম। মনটা আনন্দে ভরে গেলো। বিশ্ব মুসলিমের অন্তরের আবেগ, স্বপ্নের দেশ, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান' স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আল্লাহ্পাক করে দিলেন। মনটা শুকরিয়ায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে নত হয়ে গেলো। এ যেনো আল্লাহ্ পাকের এ বান্দীর প্রতি অপার করুণার বহিঃপ্রকাশ।

বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান'। এক সাগর রক্ত পেরিয়ে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে'র আত্মপ্রকাশ। পরাশক্তি আমেরিকা এবং তার মদদপুষ্ট দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাহের রক্তচক্ষু এড়িয়ে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে এনেছে ইরানের সাহসী, ঈমান বলে বলীয়ান, শহিদী জযবায় উদ্বেলিত জনগণ, তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা, পরাশক্তির আতঙ্ক, হযরত মরহুম ঈমাম খোমেনী (রঃ) এর ইস্পাত কঠিন বলিষ্ঠ নেতৃত্বে।

সারা বিশ্বে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে সর্বত্র। বাংলাদেশেও ইসলামী আন্দোলন চলছে। কারণ মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদের নিষ্পেষণে, নির্যাতনে মানুষ আজ দিশেহারা। মানুষ তার মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ইসলামের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তার নিজ প্রয়োজনেই।

'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান'! পাশ্চাত্যের, ইহুদী লবীর, ইসলাম বিরোধী শক্তির গাত্রদাহ ইরান। আজ বিশ্বের বুকে সসম্মানে, সুপ্রতিষ্ঠিত 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান'। যে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান'কে আজ ভারত লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেয়। ইসলামকে শক্তি অর্জন করতেই হবে মানুষের কল্যাণের স্বার্থে, মানবতার মুক্তির স্বার্থে। তবেই মুসলমান আবার 'খাইরা উম্মাত' হিসেবে বিশ্বের বুকে সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এ বিপ্লব ছিনিয়ে আনতে, আল্লাহ্‌র রাহে ইরানের জনগণ, ইরানের মা, বোনেরা, স্ত্রীরা যে কি সীমাহীন ত্যাগ, কোরবানী স্বীকার করেছেন, তারই বাস্তব চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি, আমার 'ঘুরে এলাম ইরান' বইটিতে।

১৯৯২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যা হিসেবে ইরানের ১৩তম বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদানের জন্য ইরান সরকারের আমন্ত্রণে ইরান সফরের সুযোগ পেলাম। ইরান সরকারের মেহমান হিসেবে ইরান সফরের কারণে ইরান বিপ্লবের বাস্তব চিত্র স্বচক্ষে দেখার এবং ইরানের বিভিন্ন বড় বড় শহর ঘুরে দেখা, তেহরানের বড় বড় হোটেলে ডিনার, রেজাশাহ পাহ্‌লবীর সঞ্চিত রাশি রাশি সম্পদ, মনিমুক্তা, মুকুট যা তেহরান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে তাও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা 'ঘুরে এলাম ইরান' বইটিতে পাঠকেরা পাবেন।

আরও সৌভাগ্য হয়েছে ইমাম খোমেনী (রঃ)-এর পরিবার-পরিজনের সংগে এবং বর্তমান ধর্মীয় নেতা আলী খামেনীর বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী সন্তানদের সাথে সাক্ষাতের, যার বিবরণ বইটিতে রয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান চিরঞ্জীব হোক।

বইটি ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ নেতা ও কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকুক, এই কামনাই মহান আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে।

হাফেজা আসমা খাতুন

৩০-৯-২০০০ইং

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

১	ঘুরে এলাম ইরান	-	৯
	◆ সম্মেলনের দাওয়াত	-	৯
	◆ যাত্রা হলো শুরু	-	৯
	◆ চারজন বুদ্ধিজীবী	-	১০
	◆ ইমিরেটস্ বিমান	-	১০
২	করাচীর মিডওয়ে হোটেলে দু'দিন	-	১২
	◆ হোটেল মেহরান	-	১৪
	◆ সারে ফয়সল	-	১৪
	◆ করাচীর সদর মার্কেট	-	১৫
	◆ পাকিস্তানের নিমগাছ	-	১৬
৩	তেহরান বিমান বন্দর	-	১৭
	◆ বাংলাদেশী কেউ ছিলো না	-	১৮
৪	তেহরানের হোটেল ললেহ্'তে ১২ দিন	-	১৯
	◆ শুরু হলো বিপ্লব বার্ষিকীর কার্যক্রম	-	২০
	◆ কুরআন তেলাওয়াত	-	২১
	◆ রাফসানজানির প্রথম ভাষণ	-	২১
	◆ সালাম পৌঁছানো	-	২২
	◆ জিম্বাবুয়ের মহিলামন্ত্রী	-	২২
	◆ ক্যাসেটে আমার বক্তব্য	-	২৩
	◆ আলী খামেনীর স্পীচ	-	২৪
	◆ কেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার দু'বোন	-	২৬
	◆ কাশ্মিরী বোনের করুন কাহিনী	-	২৬
	◆ শিয়া-সুন্নি আসল পার্থক্য নয়	-	২৭
	◆ ডাঃ গাজালে	-	২৮
৫	আজাদী স্কোয়ার ও বাহাদত হল	-	২৯
	◆ ইরানের বাদ্যযন্ত্র	-	৩০
৬	মিউজিয়ামে রেজা শাহের সম্পদ	-	৩২
	◆ খালি পড়ে আছে সোনার সিংহাসন	-	৩২
	◆ মিউজিয়ামে বিপ্লবপূর্ব করুণ চিত্র	-	৩২
	◆ বিপ্লবের শিক্ষা	-	৩৩

www.nagorikpathagar.org

◆ **Intafadah Revolution of Palestine** - ৩৩
◆ ইসতিকলাল হোটেল - ৩৪

৭ **বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের নেতা খোমিনীর বাসগৃহ** - ৩৫
◆ জাঁকজমকপূর্ণ সরকারি বাড়ি প্রত্যাখ্যান - ৩৫
◆ খোমিনীর বড় ছেলের স্মৃতিচারণ - ৩৫
◆ ঘরে ঘরে শহীদ - ৩৬
◆ বিপ্লবের উপযোগী ছাত্র - ৩৬
◆ বিশ্বনেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকার রুম - ৩৬
◆ গোলটেবিল বৈঠক - ৩৭
◆ হোটেল ইভানের আলোচনা - ৩৮
◆ বেহেশতী জাহারায় চিরনিদ্রায় খোমিনী - ৩৮
◆ অন্যান্য শহীদদের কবরস্থান - ৪০
◆ ড্রেন দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার স্রোত - ৪১
◆ রেডিও তেহরানে সাক্ষাৎকার - ৪১
◆ খোমিনীর মেয়ের বাড়ি - ৪২
◆ ইসলামিক উইমেন্স সোসাইটি অব ইরান - ৪২
◆ আজাদী হোটেল - ৪৩
◆ জ্যামাইকান মহিলা - ৪৩
◆ নূর হোসেনের সাথে দেখা - ৪৪

৮ **স্থাপত্য শিল্পের লীলাভূমি মাসাদে ৩ দিন** - ৪৬
◆ প্রতিকূল আবহওয়া - ৪৬
◆ অবশেষে যাত্রা হলো শুরু - ৪৭
◆ হোটেল আয়শা - ৪৯
◆ হোসাইনী দালান বা আয়নার হল - ৪৯
◆ কুরআন মিউজিয়াম - ৫০
◆ ইমাম আলী রেজা শাহের মাজার - ৫০
◆ কার্পেট হল - ৫২
◆ দু'জন লেবাননী মহিলা - ৫২
◆ গাজালেদেরকে জামায়াতের দাওয়াত - ৫৩
◆ ঐতিহাসিক তুস নগর - ৫৫
◆ খোরাসানের গভর্নরের লাঞ্চ - ৫৬
◆ আলী রেজা মার্কেট - ৫৭
◆ হোটেল চান - ৫৭
◆ তেহরানের উদ্দেশ্যে মাসাদ ত্যাগ - ৫৮

www.nagorikpathagar.org

- ◆ কাশ্মিরের উপর GROUP DISCUSSION - ৫৯
- ◆ ডেলিগেটদের বক্তব্য - ৫৯

৯ ডিজিন স্পোর্টস সেন্টার - ৬২
- ◆ আন্দোলনের দাওয়াত - ৬২
- ◆ রাশিদা আপার অভিজ্ঞতা - ৬৫
- ◆ ঝুলন্ত চতুর্দোলা - ৬৫
- ◆ আব্বাস প্যালেস - ৬৬
- ◆ আলী খামেনীর বাড়ি - ৬৭
- ◆ ইমাম ফাতহীর সাথে সাক্ষাৎকার - ৬৮

১০ বিপ্লব বার্ষিকীর ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন - ৬৯
- ◆ এক অনুপম দৃশ্য! - ৬৯
- ◆ যুদ্ধাহত তরুণ সেনাদের মহড়া - ৭০
- ◆ বক্তব্য শুরু - ৭০
- ◆ সাইয়্যেদ ইমাম আহমদ খোমিনী - ৭১
- ◆ হোটেলে ফেরার পালা - ৭৩
- ◆ International Wemens Organization - ৭৩
- ◆ গাইডেন্স মিনিষ্টারের সাথে পর্যালোচনা - ৭৪
- ◆ ঐতিহাসিক কোম নগরী - ৭৪
- ◆ বিপ্লবীকর্মী তৈরির মাদ্রাসা - ৭৫
- ◆ কোম এবং আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা - ৭৫

১১ মাওলানা আব্দুস সোবহানের জামাইর বাসা - ৭৭
- ◆ অনেকদিন পর দেশী খাবার - ৭৮
- ◆ মেয়ের বর্ণনায় ইরানী বিপ্লব - ৭৮
- ◆ কার্পেটের মতো জিনিষটা - ৭৯
- ◆ ইরানী তুহমান - ৭৯
- ◆ আলবোর্জ পর্বতমালা - ৭৯
- ◆ এবার দেশে ফেরার পালা - ৮০
- ◆ লারমিনা বেলেভিক - ৮০

১২ আদর্শের নিদর্শন ইরান - ৮১
- ◆ বিপ্লবের ছাপ সর্বত্র - ৮১
- ◆ বিশ্বজুড়ে অশান্তির আগুন - ৮১
- ◆ তাগুতি শক্তির মোকাবেলায় ইরান - ৮২
- ◆ আমাদের করণীয় - ৮৭

www.nagorikpathagar.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১

ঘুরে এলাম ইরান

সম্মেলনের দাওয়াত

ইরানের ১৩তম বিপ্লব বার্ষিকী ১৯৯২ তে যোগদানের জন্য হঠাৎ করে বাংলাদেশস্থ ইরান এ্যাম্বাসী থেকে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের মাধ্যমে দাওয়াত পেলাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ২ জন মহিলা পার্লামেন্ট মেম্বারকে ইরান এ্যাম্বাসী দাওয়াত দিয়েছে ইরানের বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদানের জন্য। মনে মনে খুশীই হলাম। এবার স্বচক্ষে দেখা হবে বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী বিপ্লবের দেশ বলে পরিচিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে।

যাত্রা হলো শুরু

ইরান এ্যাম্বাসী থেকেই ইরানের রাজধানী তেহরান যাওয়ার টিকিট, কাগজপত্র সব পেয়ে গেলাম। জানা গেলো ২৯ জানুয়ারি '৯২ সকাল ১১টার ফ্লাইটে আমাদেরকে ঢাকা বিমান বন্দর ত্যাগ করতে হবে। আমার সংগে রয়েছেন আমারই সহকর্মী মুহতারাম রাশিদা খাতুন, এমপি, যিনি জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা যথাসময়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম। আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন বাংলাদেশ ইরান এ্যাম্বাসীর এটাচী বজলুর রহমান শাহীন এবং অন্য একজন কর্মকর্তা। দুজনই আমাদেরকে সি-অফ করতে এসেছেন। আমাদেরকে করাচী হয়ে তেহরান যেতে হবে। করাচীতে আমাদেরকে ১৬ ঘন্টা অবস্থান করতে হবে। পরে জানা গেলো চব্বিশ ঘন্টা করাচীতে থাকতে হবে। আমরা দু'জন মহিলা মাত্র বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছি। সাথে একজনও পুরুষ নেই। আমরা একটু চিন্তান্বিতই ছিলাম। শাহীন বললো, করাচী ইরানী কনস্যুলেটের সাথে যোগাযোগ হয়েছে কোনো অসুবিধা হবে না। কাগজপত্র দেখালেই তারা ব্যবস্থা করবে।

www.nagorikpathagar.org

চারজন বুদ্ধিজীবী

পাশে থেকে একজন সৌম্যশান্ত ভদ্রলোক হাসিমুখে হঠাৎ বললেন, "আপনারা একা নন। কোনো চিন্তা নেই। আমরাও যাচ্ছি করাচী আপনাদের সংগে।" মনে মনে খুবই আশ্বস্ত হলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। ভাবলাম করাচী পর্যন্ত যেতে পারলে পরে আর ভাবনা নেই। তেহরান বিমান বন্দরে ইরানী বোনদের সাথে বাংলাদেশী তিনজন বোনের আমাদেরকে রিসিভ করার কথা আছে।

আলাপ হলো ভদ্রলোকের সংগে। পরিচয় হলো - তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, জনাব শামসুল হক। আরও তিনজনের সাথে পরিচয় হলো - একজন ডঃ এনামুল হক, ইসলামিক হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, অপর দু'জনের একজন হচ্ছেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জনাব কাজী সালেহ আহমেদ ও 'দৈনিক মিল্লাতের' সাংবাদিক জনাব গিয়াস সিদ্দিকী। আলাপ পরিচয়ে জানা গেলো তারাও ইরান সরকারের মেহমান হয়ে আমাদের সাথেই তেহরান যাচ্ছেন। মনটা খুশীতে ভরে গেলো। যাক বাংলাদেশী ৪জন বুদ্ধিজীবী আমাদের সংগে রয়েছেন। এক সাথেই আমরা তেহরান যাচ্ছি। সমস্ত দুশ্চিন্তা আল্লাহপাক দূর করে দিলেন।

ইমিরেটস্ বিমান

আমাদের এমনিতেই একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি করে বিমান বন্দরের ফরমালিটিজ সেরে আমরা লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এলাম। আমরা সর্বশেষ যাত্রী হিসেবে বিমানে আরোহণ করলাম। ইমিরেটস্ বিমানে আমাদেরকে করাচী যেতে হবে। বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টায় ইমিরেটস্ বিমান আমাদেরকে নিয়ে ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ত্যাগ করে। আমরা দোয়া পরে সিট বেল্ট বেঁধে নিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ার হোস্টেস কমলার জুস দিয়ে গেলো। সাথে সাথে খবরের কাগজও দিয়ে গেলো। খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি, "আরাকানের খবর ভালো নয়। বাংলাদেশে আরাকান শরণার্থীদের সংখ্যা ৭৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, বার্মা-বাংলাদেশ ফ্লাগ মিটিং সফল হচ্ছে না, বাংলাদেশে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা ৫ লাখের মতো, কাশ্মীরে নির্বিচারে গুলী ঃ ৯টি লাশ, আলজেরিয়ায়, সালভেশনফ্রন্ট নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার।" মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো মুসলিম দুনিয়ার প্রতি ইসলামের দুশমনদের জুলুমের খতিয়ান দেখে।

দুপুরের লাঞ্চের মেনু দিয়ে গেলো। আমরা দুজনে চিকেন ফ্রাই বিরিয়ানী, ফ্রুটস,

www.nagorikpathagar.org

সফ্‌ট ড্রিঙ্ক নিলাম। সংগে দু'টুকরো নাশপতির মোরব্বা, থিকস্‌ড সালাদসহ দুপুরের লাঞ্চ এলো। পাউরুটি, মাখন, পনিরও দিয়েছে লাঞ্চের সাথে। যার যা ইচ্ছা খেতে পারে। আমাদের পাউরুটি মাখন রয়ে'গেলো। প্রচুর খাবার। এতো খাওয়া যায় না। আমি লাঞ্চের পর নামায সেরে নিলাম। এরপর একটু বিশ্রামের জন্য সিটটা হেলিয়ে পা এলিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। বিমান উড়ে চলেছে ভারতের উপর দিয়ে। চারদিকে শুধু মনে হয়েছে ধুসর প্রান্তর।

একটা বড় নদী চোখে পড়লো। মনে হলো পদ্মা হতে পারে। সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে এই পদ্মার মুখেই ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে ভারত গায়ের জোরে বাংলাদেশকে তার ন্যায্য পানির হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে মরুভূমিতে পরিণত করে চলেছে। আবার কখনো বর্ষার মওসূমে পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কোথায় মানবাধিকার আইন, কোথায় জাতিসংঘ সনদ? সভ্য দুনিয়ায় আজও চলছে বর্বরতা, নৃশংসতা আর জোর যার মুল্লুক তার নীতি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরেই আমরা একটানা উড়ে চলেছি। হঠাৎ সংকেত ঘন্টা বেজে উঠলো। ঘোষণা শোনা গেলো, 'আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানের করাচী বিমান বন্দরে অবতরণ করছি।' আমি তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলাম এবং সবকিছু গুছিয়ে নিলাম। আমরা দু'জন (মহিলা) এক রো'তে বসেছি পাশাপাশি সিটে এবং বাংলাদেশী ভাইয়েরা পাশে সামনের 'রো'তেই ছিলেন। শামছুল আলম সাহেব মুরুব্বীর মতো বললেন, 'আপনারা গুছিয়ে নিন।' তিনিই আমাদের মধ্যে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, খুব সরল, অমায়িক, নামাজি-ভদ্রলোক। আমরা বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টায় পাকিস্তানের করাচী বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম। করাচীর সময় তখন দেড়টা।

www.nagorikpathagar.org

২

করাচীর মিডওয়ে হোটেলে দু'দিন

করাচী বিমান বন্দরের বাইরে আমরা বাংলাদেশের ৪ জন সেরা বুদ্ধিজীবী, (২জন মহিলা পার্লামেন্ট সদস্যাসহ) সাধারণের জায়গায় বসে অপেক্ষা করছিলাম। কোথায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তা জানতে ভিসি সালেহ সাহেব এবং সাংবাদিক গিয়াস সিদ্দিকী দু'জনে গেলেন ইরানী এয়ার লাইন্সে। পাকিস্তানের ইরানী কনস্যুলেট সেদিন বন্ধ ছিলো। কাজেই আমাদেরকে ইরানী এয়ার লাইন্সের সংগেই কথা বলতে হয়েছে। ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষার পর সব ঠিকঠাক করে ভিসি ফিরে এলেন। বললেন, আমাদের করাচী 'মিডওয়ে হোটেলে' থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী আসবে।

মিডওয়ে হোটেল থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী চলে এলো। করাচীর বিশাল বিমান বন্দর। তবে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মতো এতো সুসজ্জিত নয়। বিমান বন্দরে অনেক ভিখারী-ভিখারিণী পয়সা চাইলো। কিন্তু দুঃখজনক আমি বাংলাদেশী সব টাকা বাংলাদেশেই অর্থাৎ আমার বৌমার হাতে দিয়ে গেছি। কারণ আমার জানা ছিলো যে, বাংলাদেশী টাকা পাকিস্তানে বা তেহরানে চলবে না। কিন্তু দেখে অবাক হলাম যে, বাংলাদেশী টাকা পাকিস্তানের ভিক্ষুক, কুলি, মজুর সবাই নেয়। পরে জানা গেলো সার্কভুক্ত দেশসমূহে নাকি সব দেশের মুদ্রাই চলে।

ভিক্ষুক, কুলি কাউকেই কিছু দিতে পারলাম না বলে দুঃখ লাগলো। আমার কাছে শুধু ডলারই এবং সামান্য কিছু রিয়াল ছিলো। কিন্তু টাকা ছিলো না। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিলো, গরীব, ভিক্ষুক, ছোট বড় এবং সাধারণ স্থানীয় মহিলারা বেশীরভাগ বোখরা পরে অথবা বড় ওড়না মাথায় দিয়ে গা ঢেকে চলে। কিন্ত যেসব পাকিস্তানীরা লন্ডনে বসবাস করে তাদের মাথায় ও গায়ে কাপড় নেই বললেই চলে। পুরুষরা বেশীরভাগ সালোয়ার স্যার্ট পরিধান করে। এটাই নাকি পাকিস্তানীদের জাতীয় পোশাক। মাঝে মাঝে আমাদের মতো মুখ ঢাকা বোরখা পরিহিতা এবং সাথে দাড়ি-টুপি পরিহিত শান্তসোম্য চেহারার লোক দেখে মনে

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছিল এরা জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের লোক হবেন। তাদের সাথে আলাপ করার সুযোগ হয়নি। চারজন বাংলাদেশী ভাই আমাদের সাথে রয়েছেন। তাই আমাদের আর কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিলো না। উনারাই আমাদের সব কিছুর ব্যবস্থা করছিলেন।

মিডওয়ে হোটেলের গাড়ী আসার পরই আমরা সবাই এক সাথে হোটেলে চলে এলাম। বিশাল জায়গা জুড়ে বিরাট মিডওয়ে হোটেল। নামের স্বার্থকতা আছে বৈকি। করাচী বিমান বন্দরের কাছেই 'মিডওয়ে হোটেল।' বিমানের যেসব যাত্রীদের করাচীতে ২/১ দিন থাকতে হয়, তারা সবাই এই হোটেলে অবস্থান করেন। আমরা যখন হোটেলে পৌছি, তখন বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা। কাউন্টার থেকে আমাদেরকে যার যার রুমের চাবি এবং খাওয়ার কার্ড দিয়ে দিলো। আমরা হোটেলের রিসিপশন রুম থেকে কার্ড নিয়ে যার যার রুমের দিকে চললাম। হোটেলের সর্বশেষ মাথায় আমাদের রুম। পাশাপাশিই আমাদের সকলের রুমগুলো। হেঁটে রুমে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। স্কুল-কলেজের বোর্ডিং-এর মতো লম্বা টানা বারান্দার পাশে পাশে রুমে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। উপরে টালির ছাদ ঘেসে ওয়াল। হোটেলের বয়-বেয়ারারাই যাত্রীদের লাগেজ ট্রলিতে করে যার যার রুমে দিয়ে যাচ্ছে। আবার যাবার সময় সমস্ত লাগেজ তারা বাসে উঠিয়ে দিচ্ছে। আমরা হোটেলে থাকতেই দেখলাম বহু যাত্রী বিভিন্ন রুমে আসছে-যাচ্ছে।

হোটেল মিডওয়েতে আমাদের ২৪ ঘন্টা অবস্থান করতে হবে জানা গেলো। পরদিন ৩০ জানুয়ারি রাত ১১টায় করাচী আমাদের ত্যাগ করতে হবে। সকালে ডাঃ এনামুল হক এসে দরজায় নক করলেন, নাস্তা খেতে যেতে হবে। সবাই একসাথে নাস্তা খেতে বেরুলাম। বিরাট হোটেল এরিয়া। আমাদের রুম থেকে নাস্তার কেন্টিন কফি হাউজ বেশ দুরে। নাস্তা সেড়ে আমরা সবাই গিয়ে হোটেলের লবিতে বসলাম।

বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে চোখে পরলো। জাপানী, চীনা, ইন্ডিয়ান, কাশ্মীরী, বাঙ্গালী, ইংরেজি, পাকিস্তানী সব ধরণের লোক রয়েছে। আমাদের সামনে দিয়ে ১৮/২০ বছরের একদল চীনা ছেলেমেয়ে সাড়া হোটেল হৈ হুল্লোর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেমেয়ে সবারই প্যান্ট-সার্ট পড়া। মনে হলো এসব চীনা ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়াশুনা করছে। লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরেও এ ধরনের চীনা ছেলেমেয়ে দেখেছি যারা লন্ডনে পড়াশুনা করছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এরা নিজেদের ঐতিহ্য হারিয়ে বিদেশী পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার সাথে মিশে

www.nagorikpathagar.org

গেছে। বাবা-মার মনে হয় এখন আর এদের উপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এভাবে মানুষের সমাজ কোথায় ভেসে চলেছে? এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? মানব জাতির জন্য ধ্বংস ছাড়া এর পরিণতি আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু এদের পথ দেখাবে কে?

৩০ জানুয়ারি। আজকে সারাটা দিন আমাদেরকে করাচী কাটাতে হবে। সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম, করাচী শহরটা একটু ঘুরে দেখবো। এ সুযোগ আর হবে না। তাছাড়া টিকিট কনফার্ম করতেও শহরে যেতে হবে। তার সাথে আমরা দু'জন একটু মার্কেটিং করবো। আমাদের সঙ্গে গেলেন ডঃ এনামুল হক এবং গিয়াস সিদ্দিকী সাহেব। জনাব শামসুল হক এবং ভিসি সালেহ সাহেব গেলেন করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সাথে সাক্ষাত করতে।

হোটেল মেহ্‌রান

হোটেল মিডওয়ে থেকে শহরের দূরত্ব দশ মাইল। টিকেট কনফার্মের জন্য মেইন শহরে 'হোটেল মেহরান' যেতে হবে। আমরা একজন বাঙ্গালী ট্যাক্সি ড্রাইভার ঠিক করে নিলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার জানালো, সে ১৮ বছর ধরে পাকিস্তানে আছে। বাংলাদেশী আরোহী পেয়ে সে খুব খুশী। সে অনেক গল্প করলো আমাদের সঙ্গে। তার পাড়া-প্রতিবেশী তাকে ও তার পরিবারকে খুব মহব্বত করে। পাকিস্তানী মেয়ে বিয়ে করেছে। বাংলাদেশীদের এখানে কোনো অসুবিধা আছে কিনা জানতে চাইলে সে বললো, যাদের 'সনাক্ত কার্ড' আছে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। সে আরও জানালো যে, বাংলাদেশের বিহারী মোহাজেরদের জন্য লাহোরে বিরাট কলোনী বানানো হচ্ছে। মনে হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি এখনো তাদের অন্তরে আছে।

সারে ফয়সল

আমরা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় রোড 'সারে ফয়সল' ধরে প্রধান শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি। পথে অনেক কিছু চোখে পড়ল। একস্থানে দেখলাম সুন্দর সবুজ সোনালী ঝালড়ওয়ালা প্যান্ডেল। সামনে লেখা রয়েছে "নওবাহার সাদী" বুঝলাম বিয়ের প্যান্ডেল সব সময় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অধিকাংশ বাড়ী ঘর কাঁচা ইটের। নতুন বিল্ডিং পাকা ইটের। ড্রাইভার জানালো এদেশে ঝড়-বৃষ্টি কম হয় বলে কাঁচা ইটের বাড়ীতে কোনো ক্ষতি হয় না। তবে একটানা বৃষ্টিবাদল হলে অনেক সময় কাঁচা ইটের বাড়ী ধ্বসে লোক মারা যায়। আমরা হাসলাম যে, বাংলাদেশের মতো বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি হলে এসব বাড়িঘরসহ দু'দিনেই ভেসে

www.nagorikpathagar.org

যেতো করাচীর বিশাল শহর। লোকসংখ্যা কম তাই বাড়ীঘর ঘনবসতিপূর্ণ নয়। আমরা এক ঘন্টার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে 'হোটেল মেহরানে' পৌছে গেলাম। আমি ও রাশিদা আপা দু'জনেই গাড়ী থেকে বের হলাম। হোটেল মেহরানের সামনে খোলা চত্বরে পায়চারী করছি। ২ ভাই গিয়েছেন হোটেলে টিকিট কনফার্ম করতে। চারিদিকে সব বিরাট বিরাট হোটেল। নাম সব মনে নেই। ভাইয়েরা টিকিট কনফার্মের কাজ সেরে হোটেল মেহরান থেকে বেড়িয়ে আসতে প্রায় ঘন্টা খানেক লেগে গেল।

করাচীর সদর মার্কেট

এরপর আমরা গেলাম কিছু কেনাকাটা করতে। ড্রাইভারকে বললাম একটা ভালো মার্কেটে নিয়ে চলো। ড্রাইভার আমাদেরকে করাচীর সদর মার্কেটে নিয়ে গেলো। এখানেই নাকি সবকিছু একটু সস্তায় পাওয়া যায়। আমি মেয়ে, বৌ এবং নাতনীদের জন্য কিছু কেনাকাটা করলাম। তাতে প্রায় ১২২ ডলার ব্যয় হয়ে গেলো। হোটেলে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। তিনটার মধ্যে হোটেলের খানাপিনা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমরা আর বাড়তি সময় নষ্ট না করে সোজা মিডওয়ে হোটেলে চলে এলাম। যাওয়ার পথে কায়দে আযম জিন্নাহ সাহেবের বাড়ী দেখালো ড্রাইভার। দোতালা টালির ছাদ দেয়া একটি বড় সাদাসিধে বাড়ী। বিদেশ থেকে এসে এ বাড়ীতেই নাকি তিনি প্রথম উঠেন। ফাতেমা জিন্নাহও নাকি এই বাড়ীতেই থাকতেন। সময়ের অভাবে আমরা আর কায়দে আযমের মাজার জিয়ারত করতে পারিনি। রাশিদা আপা এবং গিয়াস সিদ্দিকীও কিছু কেনাকাটা করলেন। আমরা সময় মতো মিডওয়েতে পৌছে প্রথমে খানাপিনা সেরে যার যার রুমে চলে এলাম। বিকেলে জানা গেলো আজকে তেহরানের ফ্লাইট বন্ধ। কারণ তেহরানে আবহাওয়া ভালো নয়। তাই ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। আমাদের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কালকেও যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে, কয়দিন করাচী থাকতে হবে আল্লাহই জানেন। ডঃ এনামুল হক সাহেব আমাদের মধ্যে একটু কম বয়সী। তিনি অধৈর্য হয়ে উঠছেন। তিনি বললেন, চলেন আমরা বাংলাদেশে ফিরে যাই। এদিকে হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে গেলো, আর একদিন থাকতে হলে হোটেল ভাড়া এবং খাওয়া-দাওয়ার বিলসহ রুম প্রতি ১৫০০ রুপিয়া করে দিতে হবে। ভিসি সালেহ সাহেব ইরান এয়ার লাইনন্সের সঙ্গে বেশ কথা কাটাকাটি করার পর হোটেলে আমাদের আর একদিন ফ্রি থাকার ব্যবস্থা হলো।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তানের নিম গাছ

৩১ জানুয়ারি শুক্রবার। পাকিস্তানের সব দোকান পাট বন্ধ। কাজেই আর কোথাও বেরুলাম না। জানা গেলো আজকের ফ্লাইট ঠিক আছে। আজকের ফ্লাইট বাতিল হবে না ইনশায়াল্লাহ। আমরা গোসল, নামাজ এবং দুপুরের খানা সেরে একটু বিশ্রাম নিলাম। বিকেলে হোটেলে আমাদের রুমের বারান্দায় বসে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। হোটেলের এরিয়ার ভেতরে প্রচুর নিম গাছ। বড় বড় নিম গাছ যত্ন করে রাখা হয়েছে। নিম গাছের আবহাওয়া ভাল। কারণ নিম গাছ বাতাসকে দূষণ মুক্ত করে আমরা জানি।

শহরেও মাঝে মাঝে নিম গাছ দেখা যায়। রাশিদা আপা বললেন, এ জন্যেই পাকিস্তানীদের স্বাস্থ্য ভালো। আমাদের দেশে সৌন্দর্যের জন্য ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হয়ে থাকে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সারাদেশে বেশি বেশি নিম গাছ লাগানো উচিত। প্রধান শহরে বড় বড় হোটেলগুলো ছাড়া আর তেমন দর্শনীয় বস্তু কিছুই চোখে পড়লো না। রাস্তার পাশের বাড়ীঘর অনেকটা আমাদের পুরানো ঢাকার উয়ারীর মতো। সারে ফয়সলই সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা করাচীতে যা আমাদের ঢাকা মানিক মিয়া এভিনিউর অর্ধেক প্রশস্ত।

❖❖❖

www.nagorikpathagar.org

৩

তেহরান বিমান বন্দর

৩১ জানুয়ারি। করাচী Midway Hotel-এ ৪৮ ঘন্টা অবস্থানের পর রাত ১১টায় আমরা করাচী বিমান বন্দর ত্যাগ করলাম এবং ভোর রাত ৪টায় তেহরান বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম।

বিমান বন্দর থেকে সব ফরমালিটিজ সেরে আমাদের লাগেজ নিয়ে বের হতে প্রায় দুই ঘন্টা লেগে যায়। আমরা লাগেজ কালেকশন করছিলাম এর মধ্যে ২ জন ইরানী ভাই এসে আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কে কে এসেছি জানতে চাইলেন। আমাদের পরিচয় পেয়েই বললেন, তাদের সাথে যাওয়ার জন্য। আমরা আমাদের লাগেজ নিয়ে যেতে চাইলাম। তারা জানালেন, আমাদের লাগেজ নিতে হবে না, তারাই নিয়ে যাবেন। তারা আমাদের কাছ থেকে লাগেজের ট্যাগ নিয়ে গেলেন এবং আমাদের সাথে করে একজন ইরানী ভাই তেহরান বিমান বন্দরের VIP Lounge-এ এলেন।

এতোক্ষণ আমরা বিমান বন্দরে ঠান্ডা অনুভব করতে পারিনি। ইরানী ভাইয়েরা বলছিলেন, যার যা গরম কাপড় আছে পরে নিন। আমি আগেই গরম ট্রাউজার, মোজা এবং গরম লম্বা কোট পরে নিয়েছিলাম। বাইরে দেখি বরফ পড়েছে। রাস্তা জায়গায় জায়গায় পিচ্ছিল। আমাদেরকে সাবধানে চলার জন্য ইরানী গাইড ভাইটি বলছিলেন। আমরা সাবধানে বেশ কিছু দূর হেঁটে বিমান বন্দরের VIP Lounge-এ পৌঁছে গেলাম। দেখলাম আরও ৮/১০ জন বিদেশী মেহমান বসে আছেন। এদের মধ্যে ২/৩ জন ছাড়া বাকী সবাই পুরুষ। আমরা বাংলাদেশী ২ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ। আর কাউকে বাংলাদেশী দেখলাম না। আমাদেরকে চা কফি দেয়া হলো। এখানেও আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী কেউ ছিলনা

বাংলাদেশ ইরান এ্যাম্বাসী থেকে বলা হয়েছিল, তেহরান বিমান বন্দরে ৩ জন বাংলাদেশী বোন আমাদেরকে Receive করতে আসবেন কিন্তু কাউকেই দেখলাম না। বিদেশী মেহমানদের নিরাপত্তার জন্য হয়তো ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশী ভাই যারা আছেন, তাদেরকে খবর পৌছানো সম্ভব হয়নি।

আরো দুঃখের বিষয় যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকেও তেহরান জামায়াতের কাউকে খবর পৌছানো হয়নি। কাজেই তেহরানে জামায়াতের যারা আছেন তারা অনেক পরে আমাদের খোঁজ পেয়েছেন। কিন্তু তেমন কোনো দায়িত্বশীলের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমরা আধা ঘন্টার মধ্যেই লাউঞ্জ থেকে বেড়িয়ে এলাম। একজন ইরানী ভাই আমাদেরকে গাইড করছিলেন। আমরা একটি 'কারে' উঠলাম। সামনে পেছনে ২টি সিট। আমাদের সঙ্গী বাংলাদেশী চারজন বুদ্ধিজীবী ভাই পেছনের সিটে বসলেন। আমরা দু'জন মহিলা সামনের সিটে বসলাম। ইরানী ভাইটি ড্রাইভারের পাশে বসে আমাদের সঙ্গে চললেন। লাগেজ আমাদের সঙ্গে গেলো না। বলা হলো, পরে নিয়ে যাওয়া হবে।

তেহরান বিমান বন্দর থেকে আমাদের 'কার' শহরের দিকে ৫০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। তারপরও প্রায় পৌনে এক ঘন্টা লেগে গেলো শহরে পৌছতে।

www.nagorikpathagar.org

৪

তেহরানের হোটেল ললেহ'তে ১২ দিন

আমাদেরকে তেহরানের বিখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল হোটেল 'ললেহ'তে নিয়ে আসা হলো। হোটেলের লবিতে ইরানীয়ান এক বোন আমাদের হাসিমুখে বাংলায় অভ্যর্থনা জানালেন। তার ডাক নাম মানছুরে। তার সাথে আসতে আসতে অনেক আলাপ হলো। জানালেন তিনি আমাদের গাইড। তিনি বাংলাদেশে ৫ বছর ছিলেন, তাই ভালোই বাংলা বলতে পারেন। তিনি আমাদেরকে লিফটে করে সোজা হোটেলের ১২ তলায় নিয়ে এলেন, এবং রুম দেখিয়ে দিলেন। আমরা এক রুমে দু'জন থাকবো কিনা জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, এক রুমে থাকতে কোনো অসুবিধা নেই। রুমের মধ্যে ফলের ঝুড়িতে কমলা, আপেল, আঙ্গুর সাজানো রয়েছে। ফ্রিজে রয়েছে কোকের বোতল। বাথরুমে গরম ও ঠান্ডা পানি দুটোই রয়েছে। সে সব দেখিয়ে দিলো। গাইড কিছুক্ষণ আলাপ করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করছিলো কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা । রুমে ফোন রয়েছে। চিঠির প্যাড, ইনভেলাপ সব রয়েছে। ২টি বেড, ১টা ওয়ারড্রব, দু'টো কাপড় রাখার ডেস্ক এবং টেলিভিশন রয়েছে। কোনো অসুবিধা নেই। আমাদেরকে বিশ্রাম নেবার কথা বলে গাইড তাড়াতাড়ি আবার নীচে লবিতে চলে গেলেন। বলে গেলেন, আরও নতুন মহিলা মেহমান এসেছেন। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে এক্ষুনি নিচে যেতে হবে। মনে হলো সে সারারাতই এভাবে ব্যস্ত রয়েছে মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতে, গাইড করতে। ইরানীরা বিশেষ করে বিপ্লবের কর্মী ভাইবোনেরা খুবই পরিশ্রমী এবং কষ্ট সহিষ্ণু দেখলাম। সারারাত এভাবে জেগে সে নীচে নামছে, মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে হাসিমুখে, আবার তাদেরকে উপরে নিয়ে আসছে। একটু বিরক্তভাব নেই। হাসিমুখে সব করছে। একটু ক্লান্তও মনে হলো না তাকে। আমরা ২ রাকাত নামায পড়ে, 'এ ভ্রমণ যেনো আমাদের জন্য, সকল মুসলমানদের জন্য কল্যাণের হয়, আমাদেরকে যেনো আল্লাহপাক একটি ইসলামী রাষ্ট্র দান করেন এবং আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, কাশ্মীর ও প্যালেস্টাইনসহ সকল মুসলিম দুনিয়া যেনো ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়' এই দোয়া করে তাড়াতাড়ি শুয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়লাম। পাকিস্তান থেকে ইরানের সময়ের ব্যবধান ২.৩০ ঘন্টা কম। বাংলাদেশ থেকে আড়াই ঘন্টা কম। ঘুম থেকে জেগে উঠলাম ফজরের নামাযের জন্য। আমাদের ঘড়িতে ৮-৩০ বেজে গেছে। অনুমান করলাম এখন ইরানের সময় ভোর ৬টা।

ইরানের রাজধানী এবং প্রধান শহর তেহরানের বিখ্যাত হোটেল 'ললেহ ইন্টারন্যাশনাল'-এ আমরা ঘুম থেকে জেগে হোটেলের কাচের বিরাট জানালা পথে বাইরে তাকালাম। হোটেলের পেছনে বিরাট পার্ক এবং উঁচু পাহাড়। কালো পাহাড়ের উপরের আকাশ লালচে হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের সরু চাঁদও অস্ত যাচ্ছে। লাল আকাশ দেখে অনুমান করলাম এটাই পূর্বদিক। আমরা পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায আদায় করলাম। পরে অবশ্য সেদিন যোহরের নামাযের সময়ই গাইড আমাদের ভুল ভেঙ্গে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন রুমের কোণে নামাযের দিক নির্দেশনা রয়েছে। অর্থাৎ ইরান থেকে নামাযের কেবলা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। আমার ঘড়ির সময় ইরান টাইমস-এর সাথে মিলিয়ে নিলাম।

রাশিদা আপা ঘড়ির টাইম বাংলাদেশী সময়ের পরিবর্তন করতে রাজী নন। তিনি বললেন, আমি বাংলাদেশী টাইমই রাখবো। ইরানে যখন ভোর হয় ৬-৩০ মিঃ। তখন বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা।

১ ফেব্রুয়ারি। তেহরানে আমাদের প্রথম দিন। সে দিনটি ছিলো পরিষ্কার। কিছুক্ষণের মধ্যে উঁচু পাহাড়ের উপরে লাল সূর্য উদয় হলো। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও প্রচুর বরফে বাড়ীর ছাদ, পার্ক, ঘাস সব সাদা হয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচল করছে। মনে হয় রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রুমের ভেতরে শীত নেই। আমরা সাধারণ কাপড়-চোপড় পড়েই আছি। হিটারে রুম গরম রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে রুম এতো বেশী গরম হয়ে যায় যে, জানালা খুলে দিয়ে ঘর ঠান্ডা করতে হয়। আমার ঘড়িতে তখন বাংলাদেশ সময় ১০টা বাজতে ১৫ মিনিট বাকী; ইরান টাইম ৭টা বাজতে ১০ মিনিট বাকী।

শুরু হলো বিপ্লব বার্ষিকীর কার্যক্রম

আজ ১ ফেব্রুয়ারি। ইরানের বিপ্লব বার্ষিকী। আজ থেকেই ইরানীরা তাদের কষ্টের বিপ্লবকে জীবন্ত করে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। টেলিভিশনে জাতির সামনে

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লবকে নতুন করে ফুটিয়ে তুলেছে। আমাদের হাতে প্রোগ্রাম দিতে আমাদের গাইড দেরী করেছে। ফলে সকাল ৮ টার প্রোগ্রাম আমাদের মিস হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াত

দুপুরের লাঞ্চের পর আমরা বিকেল সাড়ে তিনটায় ইরানী ভাইবোনদের সাথে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ডেলিগেটদের সাথে একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি। ইরানী ইসলামী বিপ্লবের সরকার, ইরানী জনগণ, ইসলামকে বাস্তবে জীবন্ত করে তুলেছে তাদের আচার-আচরণ, পোষাক-আশাক, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। সকল অনুষ্ঠানের শুরুতে মিষ্টি মধুর সুরের কুরআন তেলাওয়াত যেনো মনকে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। কি অপূর্ব দৃশ্য! খাওয়ার অনুষ্ঠান। কি সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়ার অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। কুরআনপাক তিলাওয়াতের মাঝে মাঝে দর্শকরা সমস্বরে জোরে 'আল্লাহ' নাম উচ্চারণ করে। কুরআন তিলাওয়াত বা বক্তব্যের যেখানেই বক্তা মুহাম্মদ সা.-এর নাম উচ্চারণ করেন সংগে সংগে সমস্ত হাউজ সমস্বরে জোরে বলে উঠে, "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদ, ওয়ালাআলি মুহাম্মদ।" এর ফলে তিলাওয়াতকারী এবং শ্রোতা সকলের মধ্যেই একটা জোশের এবং আবেগের সৃষ্টি হয়।

ইরানী ভাই-বোনরা ইসলামকে সহজ করে নিয়েছে। মেয়েরা পর্দা রক্ষা করে বড় চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন। যেখানে তাদের প্রয়োজন সেখানে তারা চাদর পড়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বিপ্লবের জন্য এটা প্রয়োজন। তবে ইরানী বোনদের খাওয়া এবং বসার স্থান পৃথক।

রাফসানজানির প্রথম ভাষণ

'লালেহ ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে'র কনফারেন্স রুমে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি প্রথম দিন ডেলিগেটদের সামনে ভাষণ দিলেন। যুবকরা কি সুন্দর সহিহ্ কুরআন তিলাওয়াত করছে, অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে। বিরাট স্টেজের দুদিকে দুটি সাজানো ফুলের তোড়া রাখা হয়েছে। স্টেজের পেছনে টেলিভিশনে বক্তা এবং উদ্যোক্তাদের প্রোগ্রাম সাথে সাথে দেখানো হচ্ছে। বিরাট কনফারেন্স রুমের শ্রোতাদের প্রথম সারিতে Honourable personরা বসেছেন। তারপর তিনটি সারিতে মহিলারা বসেছেন। মহিলাদের পেছনে সমস্ত পুরুষ শ্রোতারা বসেছেন। আমাদের পর্দার কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। সামনের

www.nagorikpathagar.org

সারিতে পুরুষরা থাকায় সামনে দিয়েও পর্দা রক্ষা হচ্ছিল। পিছন থেকে তো কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

সালাম পৌঁছানো

সকল ইরানী লিডাররা ইরানী ভাষায়ই বক্তৃতা করেন এবং যুবকরা সাথে সাথে ইংলিশে, আরবীতে ট্রান্সলেট করে দেয়। ছেলে এবং মেয়ে কর্মীদের মধ্যে কিছু দোভাষী ছেলেমেয়ে রয়েছে যারা ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ এবং ফ্লুয়েন্ট আরবী বলে। যারা নিজ দেশে ইসলামী বিপ্লব করতে চান, আধুনিক বিশ্বে তাদের এ ধরণের কিছু ছেলেমেয়েদের ইংলিশ এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন রয়েছে। প্রেসিডেন্ট রাফসানজানীর ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও করা হচ্ছিল এবং টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছিল। ভাষণের শুরুতে আল্লাহ পাকের শুকরিয়ার পরেই সালাম পৌঁছানো হচ্ছিল রাসূলুল্লাহ সা. থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলগণের, ইমামগণের, সাহাবীগণের, শহীদানদের এবং সর্বশেষ রুহুল্লাহ ইমাম খোমেনীর উপরে। কতজনের উপরে যে তারা সালাম পৌঁছায় সকলের নাম বুঝতে পারিনি। কিন্তু আবেগ তাদের সকলের জন্য। রাফসানজানির বক্তব্যের পরই কনফারেন্স রুমের পাশেই অতিথিদের রুমে চা-বিস্কুট এবং ফল দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। মাগরিবের নামাযের সময় মিটিং শেষ হয়। আমরা রুমে এসে নামায সেরে রাতের লাঞ্চের জন্য হোটেলের তের তলায় ডাইনিং হলে গেলাম খাবার সেরে আসার জন্য। প্রোগ্রামে ৭টা থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত খাবার সময় দেয়া আছে।

'ললেহ হোটেলে'র তের তলায় মহিলা এবং পুরুষদের পৃথক ডাইনিং হল। পুরুষরা কোথায় খাওয়া-দাওয়া করছেন, আমরা তা প্রথমে দেখিনি। মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ডাইনিং হলে শুধু মহিলা ডেলিগেটরাই খাওয়া-দাওয়া করেন। কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ সার্ভ করেন। এ ছাড়া কোনো পুরুষ ডেলিগেট মহিলাদের ডাইনিং হলে প্রবেশ করতে দেখিনি।

জিম্বাবুয়ের মহিলা মন্ত্রী

ডাইনিং হলে প্রত্যেক টেবিলে ৪/৫টি চেয়ার এবং ১টা কোকের বোতল, চামচ, কাটা চামচ এবং ছুরি সাজানো থাকে। ১টি রুমের বড় টেবিলে সব খাবার সাজানো রয়েছে। পাশে প্লেট রয়েছে। প্লেট হাতে নিয়ে যার যার পছন্দের খাবার নিয়ে টেবিলে এসে সকলে এক সাথে খাবার খায়। খাবার টেবিলে বসে আলাপ

www.nagorikpathagar.org

জমে ভালো। সেদিন পরিচয় হলো জিম্বাবুয়ের এক মহিলা মন্ত্রীর সাথে। স্কার্ট পড়া। মাঝে মাঝে কোট পড়েন তিনি। মাথায় পাগড়ীর মতো পেঁচিয়ে স্কার্ফ পড়েন। পরিচয় জানার পর আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার দেশেও কি তুমি মাথা এভাবে কাভার করে চলো?'

সোজা জবাব দিলো 'না, আমাদের দেশে মেয়েরা ওয়েসটার্ন পোশাক পড়ে।'

আমি বললাম, 'তুমি একজন মুসলিম মহিলামন্ত্রী। আল্লাহ তো মেয়েদের কাভার করতে বলেছেন। তুমি যদি এভাবে কাভার করে চলো, তাহলে তোমাদের দেশের মেয়েরাও কাভার করে চলবে।' সে একটু লজ্জিত ভাব প্রকাশ করলো। মাঝে মাঝে তাকে আমি দেখা হলেই "হ্যালো মিসেস জিম্বাবু"? বলে সম্বোধন করতাম। বলতাম, তোমার নাম আমি ভুলে যাই। কাজেই তোমাকে মিসেস জিম্বাবুই বলবো। সেও খুব খুশী হয়ে দেখা হলেই কুশল জিজ্ঞাসা করতো। এভাবে খাবার ও নাস্তার টেবিলে আলাপ হয়েছে মিসেস সকীনা (মিসেস কাশ্মীর), মিসেস শ্রীলংকা, মিসেস কেনিয়া, মিসেস থাইল্যান্ড, মিসেস নাইজেরিয়া, মিসেস জুগোশ্লাভিয়া, মিসেস জর্দানী মহিলা এবং লেবাননী ২ জন মহিলা ডেলিগেটের সাথে।

পাকিস্তানী একজন সাংবাদিক মহিলা মিসেস হাসমী এবং ডাঃ গাজালে আমার পাশের রুমে ছিলেন। দু'জনের সাথেই আমার বেশ অন্তরঙ্গ ভাব গড়ে উঠে।

ক্যাসেটে আমার বক্তব্য

একদিন আমার রুম বন্ধ, ডাঃ গাজালের রুমে গেলাম। সাংবাদিক মেয়েটা উঠে হঠাৎ আমার সামনে টেপ রেকর্ডার ধরলো, বললো, তুমি তোমার দেশের কথা, পরিচয়, ফ্যামিলির পরিচয় এবং তোমার এ্যাকটিভিটিজ সম্পর্কে কিছু বলো।

আমি বাংলায় বলবো কিনা জানতে চাইলাম। সে বললো, "হ্যাঁ, বাংলায় বলো।"

তখন আমার পরিচয়, পরিবারের পরিচয়, পরিবারের সবাই যে ইসলামী আন্দোলনে জড়িত এবং বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা, বামপন্থীরা এবং সমস্ত প্রচার মিডিয়া যে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার করছে, সরকার এখনো ইসলামী আন্দোলনে সরাসরি বাধা দিচ্ছে না, ভবিষ্যতে কি করবে জানি না, ক্যাসেটে ইত্যাদি বক্তব্য রাখলাম।

'রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগ' থেকেও আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। একজন ইরানী মহিলা সাংবাদিকও সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তার ক্যাসেটে।

www.nagorikpathagar.org

আলী খামেনীর স্পীচ

২ ফেব্রুয়ারি, সকাল ৮টা। নাস্তার পরপরই আমাদেরকে 'লালেহ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল' থেকে গাড়ীতে করে আলী খামেনীর স্পীচ শোনার জন্য নিয়ে গেল। গাইডরা সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। হোটেলের সামনে ফাতেমী রোড। পিছনে আল হিযাব রোড এবং লালেহ পার্ক। গাড়ী আল হিযাব রোড ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। এরপর অনেক রোড ঘুরে একস্থানে গাড়ীগুলো থামলো। বিদেশী মেহমানদের যাতায়াতের জন্য ৫টি লড়ির মতো বড় বড় বাস সবসময় তৈরি রয়েছে। একটি বাসে করে সমস্ত মহিলা ডেলিগেটরা এবং মহিলা গাইডরা যাতায়াত করতাম। বাকী বাসে পুরুষ ডেলিগেটরা যাতায়াত করতেন। সবাই রয়্যাল গেস্ট। আমাদের নিরাপত্তার জন্য সব সময় গাড়ীগুলোর সঙ্গে নিরাপত্তা প্রহরী বাসের সামনে সামনে বিউগল বাজিয়ে রাস্তা ক্লিয়ার করেছে, তারপর মেহমানদের গাড়ী চলছে। রাস্তার দু'পাশে তেহরানের জনসাধারণ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো বিদেশী মেহমানদের এক নজর দেখার জন্য।

আমরা গাড়ী থেকে নেমে বেশ খানিকটা পথ হেটে একটি প্রশস্ত গলি ধরে এগিয়ে চললাম। রাস্তা বরফ পানিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। তাই সাবধানে চলতে হচ্ছিল। সামনে চোখে পড়লো বাউন্ডারী ওয়ালঘেরা একটি বিরাট হল। দু'টি গেট। একটি দিয়ে মহিলারা অন্যটি দিয়ে পুরুষরা ভেতরে প্রবেশ করছেন। ওয়ালের ভেতরে ছোট্ট একটি তাবু। মহিলা ডেলিগেটদের তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ২/৩ জন মহিলা গার্ড আমাদের দেহ তল্লাশী করলেন এবং আমাদের ব্যাগ, ঘড়ি রেখে দিয়ে আমাদেরকে হল প্রাঙ্গনে ঢুকতে দিলেন। জায়গায় জায়গায় প্রোটেকশন। প্রথম দিনই প্রত্যেক ডেলিগেটের ফটো তুলে আইডেনটিটি কার্ড দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানে আইডেনটিটি কার্ড সাথে রাখতে হচ্ছে। প্রত্যেক ডেলিগেটকে হোটেল থেকে বেরুবার সময় কাউন্টারে চাবী জমা দিয়ে বেরুতে হয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের কর্মীরা কতো কর্মতৎপর। মহিলা, পুরুষ সমান কর্মতৎপর। যে হলে আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনী স্পীচ দিবেন, সে হলটি মনে হয় তেহরানের কোনো সরকারী অনুষ্ঠানের হল। আমি আমার গাইডকে হলটির নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, এটা একটা কনফারেন্স হল। নাম বলতে পারবো না।

হলের (তলায় মহিলাদের বসার স্থান করা হয়েছে। আমরা হলে ঢোকার মুখে

www.nagorikpathagar.org

দেখতে পেলাম সিঁড়িতেই গ্লাস ভর্তি কোকো, বিস্কুট রাখা হয়েছে। যার যা ইচ্ছে নিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। আমি কোকো নিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। বিরাট হল। সারা দোতলায় কার্পেট বিছানো। নীচে হল রুমেও মেঝেতে কার্পেট বিছানো। নীচে স্টেজ করা হয়েছে একটা চৌকিতে কার্পেট বিছিয়ে তার উপরে একটি চেয়ার দেয়া হয়েছে। ইরানী গাইডরা ইরানী বোনদের সরিয়ে মেহমানদের সামনে বসার জায়গা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে ইরানী বোনরা সরে গিয়ে আমাদেরকে সামনে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন।

প্রথমে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মিটিং শুরু হলো। সুন্দর সহীহ্ কুরআন তিলাওয়াত করে ইরানী যুবকরা। তারা শুধু কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু ইরানী ভাষায় তরজমা করতে দেখলাম না। অন্য সময় করে কি না জানি না। কুরআন তিলাওয়াতের পর একটি ইরানী গান পরিবেশন করে এক ইরানী যুবক। গানের মাঝেও যেখানে নবীর নাম উচ্চারিত হচ্ছে সেখানেই সাড়া হাউজ সমস্বরে 'ইয়া মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ' সূর করে উচ্চারণ করছে। সঙ্গে আরও কি যেনো বলছে। কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে মাঝে মাঝেই সাড়া হাউজ, 'ইয়া আল্লাহ, আল্লাহু আকবর' বলে উচ্চস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠছে। খুব ভালো লাগে। গাড়ীতে বসেও ইরানী গাইড বোনদের একত্রে জড়ো হয়ে নিম্নস্বরে 'ত্বলাআল বাদরু আলাইনা মিনসানি ইয়াতিল বিদাঈ' সুর ভালই লাগছিল। ইরানী জাতি যেনো ইসলামী বিপ্লবের মাঝে তাদের জীবনের স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। গানের পর আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী এলেন। আমি আগেই বলেছি আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী বর্তমান ইরানী জনগণের ধর্মীয় নেতা। তিনি হলে ঢোকার সাথে সাথেই সারা হল দাঁড়িয়ে গেল এবং জোরে 'আল্লাহু আকবার' এবং অন্য কি শ্লোগান দিয়ে আয়াতুল্লাহ খামেনীকে অভ্যর্থনা জানালো। আলী খামেনীর আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন এবং তিনি বক্তব্য শেষ করে স্টেজ থেকে নীচে নেমে গেলেন এবং অন্যান্যরা আয়াতুল্লাহদের সাথে নীচে বসে গেলেন।

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী ইরান-ইরাক যুদ্ধে তাঁর বাঁ হাতের আঙ্গুল হারিয়েছেন। সেই হাতটি এখনো সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়নি। বক্তব্যের মাঝে যখন হাত নাড়ছিলেন তখন দেখা যাচ্ছিল তার বাঁ হাতের দু'টি আঙ্গুল নেই। ইরানী নেতাদের ভয়েসেই দারুণ জোস। বেশিরভাগই ইসলামী ইনকিলাবের কথা ইসলামের দুশমনদের সম্পর্কে হুশিয়ারি উচ্চারণ এবং ঐক্যের কথা মাঝে মাঝে

www.nagorikpathagar.org

বুঝা যাচ্ছিল। বিভিন্ন দেশের মুসলিম ভাইয়েরা তাদের ইসলামী বিপ্লব দিবসে যোগ দিতে এসেছেন, তাদের ইরানী নেতৃবৃন্দ খোশ-আমদেদ জানায়। আলী খামেনীর স্পীচ শেষ হলে মিটিং শেষ হয়। আমরা হল থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এলাম। ইরানী যে কোনো মহিলার সাথে দেখা হলেই হেসে খোশ-আমদেদ, জানায়। আমরা আবার তাঁবুর ভেতর দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আমরা আসার সময় যার যার ঘড়ি এবং ব্যাগ নিলাম তাঁবুর রক্ষী ইরানী মেয়েদের কাছ থেকে।

আমরা আবার সেই অনেকখানি রাস্তা হেঁটে আমাদের বাসে ফিরে এলাম। গাইড মেয়েরা গণনা করছিল, সব বোনরা উঠেছে কি না। আমি বললাম, তোমাকে গণনা করবে না। তখন সেই ৭ বোকার গল্প বললাম যে, ৭ ভাই বাজারে গিয়ে এখন ৭ ভাই ঠিক আছে কি না, না বাজারে হারিয়ে গেছে, গণনা করতে গিয়ে প্রত্যেক বোকা নিজেকে বাদ দিয়ে গুণছে আর কাঁদছে যে, আমরা ৭ ভাই এলাম এখন ৬ জন কেন? এ নিয়ে বেশ হাসাহাসি হলো। আমরা লাঞ্চের আগেই হোটেলে ফিরে এলাম। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। তাই লাঞ্চ সেরে আসার জন্য বেরুলাম রুম থেকে।

কেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার দু'বোন

১২-৩০ মিঃ লাঞ্চে যাওয়ার জন্য লিফটে উঠলাম। লিফটে ২জন বিদেশী বোনের সাথে দেখা হলো। ১ জন কেনিয়া থেকে এসেছেন অন্যজন যুগোশ্লাভিয়া থেকে। দু'জনই স্কুল টিচার এবং সমাজকর্মী। কেনিয়ার মেয়েটার সাথে অনেক আলাপ হলো। সে কোনো ইসলামিক মুভমেন্টে নেই। কিন্তু সে জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন সম্পর্কে জানতে বেশ আগ্রহী। তারা দুজনেই আমাকে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট মেম্বার জেনে অভিনন্দন জানায় এবং তাদের রুমে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। তাদের রুম নং ১২২৪। আমাদের রুম নং হচ্ছে ১২২৯। তাঁর নাকি আমার কাছে অনেক কিছু জানতে হবে বললেন।

কাশ্মিরী বোনের করুন কাহিনী

লাঞ্চের সময় যে টেবিলে বসলাম, সে টেবিলে একজন বোন রয়েছেন। তিনি কাশ্মীরী মহিলা। সায়েন্স গ্রাজুয়েট। তিনি নিয়মিত ইন্ডিয়ান টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করতেন। তিনি হিযাব করেন বলে তাকে সন্দেহ করে ইন্ডিয়ান টেলিভিশন থেকে তার সমস্ত প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এক নিশ্বাসে তিনি অনেক কথা বলছিলেন। তার বাবা তার সামনেই মারা গেছেন। মুজাহেদীন দলে তিনি নেই।

www.nagorikpathagar.org

বারবার বলছিলেন, কাশ্মীরীদের ভাগ্যে কি আছে আল্লাহই জানেন এবং কাশ্মীরে ইন্ডিয়ান সৈন্যদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী তিনি বর্ণনা করছিলেন। একটি পরিবারে ইন্ডিয়ান সৈন্যরা প্রবেশ করলে একজন ইউনিভার্সিটির ছাত্রী প্রোটেস্ট করায় সংগে সংগে তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। বাচ্চাদেরকে টুকরো টুকরো করে বাবা-মার সামনে কেটে ফেলা হয়। ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। তার পরে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাশ্মীরীরা সবাই লিডার। কে কার কথা শুনবে? কোনো লিডার স্ট্রং নয় বলে আফসোস করছিলেন। আমি তার কথার প্রতিবাদ করে বললাম, তুমি এ কথা কখনো বলবে না। তাহলে তোমাদের আন্দোলনের ক্ষতি হবে। তুমি কি সবাইকে ইমাম খোমেনীর মতো লিডার পাবে নাকি? যে লিডার আছে তোমাদের, তারই পেছনে ঐক্যবদ্ধভাবে আনুগত্য করতে হবে। তাহলেই তোমাদের সাফল্য আসবে। তুমি এ কথা আর বলোনা। এরপর সে আর এ ধরণের কথা বলেনি।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, ঘানা, কেনিয়া, লেবানন, সিরিয়া, শ্রীংলকা, জর্দান, আরব আমীরাত,. যুগোশ্লাভিয়া, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ইত্যাদি দেশ থেকে আগত বোনদের প্রায় সবার সাথে আলাপ করার সুযোগ হয়েছে। সবাই ইংলিশ মোটামুটি জানেন এবং ইংলিশ আমি যেটুকু জানি সেটুকু দিয়েই কথা হয়েছে।

শিয়া-সুন্নি আসল পার্থক্য নয়

ইরানী গাইডদের জন্য হোটেলে ভিন্ন একটি রুম রয়েছে। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম বিভিন্ন ধরণের আলাপ হতো। মুভমেন্টের কথাই বেশী হতো।

আমাকে প্রথম দিনই আমাদের গাইড প্রশ্ন করেছে তুমি কি সুন্নী? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি সুন্নী। "তবে শোন তোমাকে বলি, 'সুন্নী' সে যেই হোক, সে যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, কিতাব, আখিরাত না মানে তবে সে কি সুন্নী মুসলমান হলো? আর যে 'শিয়া' আল্লাহ মানে না, রাসূল মানে না, আল্লাহর কিতাবের হুকুম মানে না, নামায পড়ে না, রোজা রাখে না, হিযাব করে না, তারা কি শিয়া মুসলমান হলো? শিয়া হোক, সুন্নী হোক, যে আল্লাহ মানে, রাসূল মানে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হিযাব করে তারাই মুসলমান।" এ কথার পরে আমাদের গাইড বললো. ইমাম খোমেনী ঠিক এ কথাই বলতেন।

www.nagorikpathagar.org

ডাঃ গাজালে

গতকাল আমি কোমর ও পায়ের ব্যথায় অসুস্থ ছিলাম। পাকিস্তানের ইসতিকলাল পার্টির সদস্য ডাঃ গাজালে আজ আমার রুমে এলেন এবং একটি ঔষুধ কোমরে মালিশ করে দিলেন। গতকাল তাঁর সাথে পরিচয় এবং কথাবার্তা হয়েছে। তিনিই বললেন, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী স্ট্রং মুভমেন্ট। রাতে ব্যাথা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের গাইড মানছুরা ডাঃ এর কাছে নিয়ে গেল। ললেহ ইন্টারন্যাশনাল হোটেলেই ডেলিগেটদের জন্য সর্বক্ষণিক ডাঃ রয়েছে। ডাঃ ওষুধ দিলেন। আস্তে আস্তে কিছুটা আরাম অনুভাব করলাম। ডাঃ রেস্টে থাকতে বলেছিলেন। রেস্টে বেশী থাকতে পারিনি। বিভিন্ন প্রোগ্রামের লোভ সামলাতে পারছিলাম না। আল্লাহ পাকের রহমতে আর বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

ইরানী নেতারা মনে হয়, যার যার খেতাব অনুযায়ী পোষাক পড়ে থাকেন। আয়াতুল্লাহ খামেনীর পোষাক কালো পাগড়ী, কালো জুব্বা। অনেকের লক্ষ্য করলাম খয়েরী জুব্বা, কালো পাগড়ীর সংখ্যা কম। মনে হলো এরাই আয়াতুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ, ইরানী ইসলামী নেতাদের পদবী। এখন এঁরাই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান পরিচালনা এবং শাসন করছেন। এদের খুব সম্মান জনগণের কাছে, দেশ ও জাতির কাছে। বিশ্বে আজ ইসলাম রাষ্ট্রীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইরানী নেতা ও জনগণের ত্যাগ-কুরবাণীর বিনিময়ে।

❖❖❖

www.nagorikpathagar.org

৫

আজাদী স্কোয়ার ও বাহাদত হল

বিকেল ৩টায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো 'বাহাদত' হলে। যে রোড ধরে আমরা এগুচ্ছিলাম রোডটির নাম আজাদী রোড। রোডের শেষ মাথায় বিরাট গেটের আকারে বিরাট হল। গেটটির নাম আজাদী গেট। আজাদী গেট আজাদী স্কোয়ার নামে পরিচিত। আজাদী স্কোয়ারে আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটি হল রুমে প্রবেশ করলাম। হলটি মাটির নীচ থেকে উপরে কয়েক তলা হবে। বিভিন্ন তলায় বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু রয়েছে। আমাদেরকে প্রথমে একটি হল রুমে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে সুদৃশ্য ফোয়ারা রয়েছে। খুবই সুন্দর। কাচের ঘেরাওয়ের মধ্যে ফোয়ারাটি সত্যিই অপূর্ব। ক্যামেরা ছিলো না। তাই ঐতিহ্যবাহী ইরানের দর্শনীয় বস্তুগুলো ক্যামেরায় ধরে নিতে পারছিলাম না বলে খুবই আফসোস লাগছিল। বড় ফোয়ারাটি সবচেয়ে সুন্দর। আশে পাশে আরও ছোট ছোট ফোয়ারা রয়েছে। ফোয়ারার পাশেই হলের বিরাট টেবিলে প্রচুর ফল- আঙ্গুর, আপেল, কমলা এবং ট্রেতে পেস্ট্রি রাখা হয়েছে। আমরা সবাই ফোয়ারা দেখছিলাম আর ফল প্রেস্ট্রি খাচ্ছিলাম। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো অপর একটি হল রুমে। হলটির মাঝখানে ছোট-বড় পাথরের উপর দিয়ে পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে মনে হলো ভিডিও'র সাহায্যে বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে - ইরানের পাহাড়ী উপজাতীয়রা ছেলে-মেয়ে নিয়ে কিভাবে উটের পিঠে চড়ে পাহাড়ী উঁচু নীচু গিরিপথ দিয়ে হেলে দুলে চলছে। এছাড়া ইরানের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন- পাহাড়, ঝর্ণা, উঁচু পাহাড় থেকে নীচে পড়ছে, পাহাড়ী গাছপালা, পাখি, জন্তু জানোয়ার, ভেড়া ইত্যাদি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি। এক সময় ভিডিও দৃশ্যে দেখলাম একটি শিয়াল দৌড়ে পালিয়ে গেলো। বিভিন্ন মাছ একুরিয়ামে ভাসছে তার মধ্যে আমাদের দেশের বড় টেংরা এবং খলসে মাছও রয়েছে দেখলাম। হলের কিনার দিয়ে ব্রিজের মতো করা হয়েছে। আমরা যার যার গাইডের সংগে চলছি। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো আজাদী স্কোয়ারের সবচেয়ে উচু তলায়।

www.nagorikpathagar.org

আমরা মহিলা ডেলিগেটরা মহিলা গাইডদের সাথে এক সঙ্গে যাচ্ছি আর পুরুষরা পুরুষ গাইডদের সাথে যাচ্ছেন। এখান থেকে সারা তেহরান শহর দেখা যায়। বিরাট বিশাল শহর। কেবল দালান কোঠা আর দালান কোঠা। বিরাট বিরাট উঁচু উঁচু তলার বাড়ী। উঁচু পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত শহর বিস্তৃত। দিন দিন শহর বেড়েই চলেছে।

ইরানের বাদ্যযন্ত্র

এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো হলের নীচ তলায়। সেখানে বিদেশী মেহমানদের ইরানীরা তাদের পুরানো ইরানী ঐতিহ্যের কিছু বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শন করবে। নীচে নেমে গেলাম। বিরাট হল রুম। একদিকে স্টেডিয়ামের সিড়ির মতো উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত বসার জায়গা রয়েছে। শীতের দেশ বলে কার্পেট বিছানো। অপরদিকে স্টেজে দশ বারটি চেয়ারে ইরানী বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেতারা, দোতারা, একতারা, তানপুরা, তবলা, গীটার, বাঁশী সব পুরানো বাদ্যযন্ত্র। নতুন একটি বাদ্যযন্ত্র দেখলাম, নাম জানি না। এক একটি বাদ্যযন্ত্র এক একটি চেয়ারে রাখা হয়েছে। একজন দু'জন করে এসে এক একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। এরপর সবাই এসে এক সাথে সবগুলো বাদ্যযন্ত্র বাজালেন কিছুক্ষণ, এর সাথে একজন গায়ক খুব জোড় গলায় ইরানী 'কাসিদা' গাইলেন। বাজে গান নয় এবং বাদ্য বাজনাগুলো খুব উচ্ছৃখল নয়। বর্তমান যুগের ডিসকো জাতীয়ও নয়।

প্রত্যেক হলেই ইমাম খোমেনী, আলী খামেনী এবং প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির বড় বড় ছবি রয়েছে। আর কোনো ছবি দেখলাম না। এর আগে এ হলেরই অপর একটি রুমে ভিডিওতে বিপ্লবের দৃশ্য, যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক প্রোগ্রামের আগে কুরআন তেলাওয়াত দিয়েই শুরু করা হয়। ভিডিও দৃশ্যের প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত, বিপ্লবের গান, বিপ্লবের দৃশ্য, ইরান-ইরাক যুদ্ধে শহীদদের দৃশ্য, ইরানের ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ীঘর এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার এবং যুদ্ধে আহতদের দেখানো হয়েছে। তারা এভাবেই তাদের চরম কষ্টের বিপ্লবকে জীবন্ত করে রেখেছে। সর্বশেষ আমাদেরকে ইরানী বাদ্যযন্ত্রের নমুনা দেখানো হয়েছে। এখানে কোনো আয়তুল্লাহ বা হুজ্জাতুল্লাহকে দেখলাম না। ইরানী গাইডরা, তাদের স্ত্রী, সন্তান, পরিজন আর বিদেশী মেহমানরাই অনুষ্ঠানে রয়েছেন। আমার মনে হয়েছে ইরান সরকার বাদ্যযন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য

www.nagorikpathagar.org

উৎসাহিত করা নয়, অতীতে ইরানীদের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি কি ছিলো তার সাথে পরিচয় করানোর জন্যই বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শন করছে।

তেহরান ইরানের রাজধানী। তেহরানের উত্তর-পূর্ব দিকে আল বোর্জ পর্বতমালা, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও ছোট ছোট পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত সুদৃশ্য এবং সমৃদ্ধ দেশ তেহরান। তেহরানে ভোর হয় পর্বতের মাথায় লাল সূর্যদয়ের মধ্যদিয়ে যা দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। ইরানে প্রচুর বরফ পড়েছে। গতকাল দিনটা মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। সারাদিন পর্বতও দেখা যায়নি। আকাশ এবং পর্বতমালা মাঝে মাঝে একাকার হয়ে যায়। কিছুই দেখা যায় না।

২ ফেব্রুয়ারি। আমাদের পুরো প্রোগ্রামটাই দেয়া হয়েছে ১১ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব দিবস পর্যন্ত। তাতে আমাদের সুবিধে হয়েছে। সময় মতো প্রস্তুতি নেয়া গেছে।

৩ ফেব্রুয়ারি। গতরাতে বরফ পড়েনি। দিনটা ছিল সুন্দর রৌদ্রজ্জ্বল। চারদিকে পাহাড়ে উঁচু পর্বতমালায় মনে হচ্ছিল কেউ রূপা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৬

মিউজিয়ামে রেজাশাহের সম্পদ

রয়েছে সকাল ৮টায় প্রোগ্রাম। স্বৈরাচার রেজা শাহ পাহলবী যে সম্পদ জনগণকে শোষণ করে সঞ্চিত করেছিল, তার দুনিয়ায় ফেলে যাওয়া সঞ্চিত সম্পদরাজি যে মিউজিয়ামে দর্শনীয় করে রাখা হয়েছে, সেই মিউজিয়াম দেখা। রেজা শাহ পাহলবীর মূল্যবান সম্পদরাজির প্রাচুর্যের পরিণতি দেখে মহাপ্রভ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অকাট্য আল কুরআনের সেই বাণী মনে পড়ে গেল আমার, "তারা পেছনে রেখে গেল সুসজ্জিত প্রাসাদরাজি, সজ্জিত সম্পদরাজি ও সুসজ্জিত বাগানসমূহ আরও কত কিছু। তাদের জন্য না জমিন কাঁদলো, না আকাশ কাঁদলো" (সূরা দুখান, আয়াত ঃ ২৫-২৯)।

খালি পড়ে আছে সোনার সিংহাসন

মিউজিয়ামে রেজা শাহের পরিবারের মূল্যবান অলংকারাদি সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন মূল্যবান পাথর, মনি-মুক্তা, চুনি-পান্না, হিরা-জহরতখচিত জিনিষপত্র আর রং বেরংয়ের মাথার মুকুটই গণনা করলাম প্রায় বিশটির মতো। মনিমুক্তা খচিত গলার হার ২০টিরও বেশী।

সোনার সিংহাসন খালি পড়ে আছে। সোনার পাতে মোড়া সোনার পালং। মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের অলংকাররাজীই হবে, যা পাহলবী পরিবারের আজ কোনোই কাজে আসলো না।

মিউজিয়ামে বিপ্লবপূর্ব করুণ চিত্র

ইরান সরকার শাহের বাড়ীকে মিউজিয়াম বানিয়েছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। দেখা আর শেষ হয় না। এরপরই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো কাছেই আর একটি মিউজিয়াম দেখতে। সে মিউজিয়ামে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে বিপ্লবপূর্ব ইরানের করুণ অবস্থা। মেয়েরা হিরোইন আসক্ত হয়ে পড়ে আছে, পড়ে আছে রেপ হয়ে। কিভাবে বিপ্লব শুরু হলো, বিপ্লবের সময়ের কঠিন অবস্থা। বিপ্লবের

www.nagorikpathagar.org

পরের অবস্থা সমস্ত কিছু চিত্রের মাধ্যমে জীবন্ত করে রেখেছে ইরানের বিপ্লবী সরকার। আমি সবকিছু দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিপ্লবের সময় মেয়েরা পুরো হিযাব করে সৈনিকদের রান্নার কাজ করছে এবং অস্ত্রের ট্রেনিং নিচ্ছে। অস্ত্র হাতে মেয়েরা কিভাবে ট্রেনিং নিচ্ছে তার চিত্র রয়েছে। বিপ্লবের সময় মিছিলে সারা ইরানের মেয়েরা রাস্তায় নেমে এসেছে তার চিত্র মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মায়ের কোলে শহীদ ছেলের ছবি। স্কুলের উপর বোমাবর্ষণের ফলে নিহত স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্র। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরানের চিত্র মিউজিয়ামে রয়েছে। আমার ইরানী গাইড বলছিল- এ হচ্ছে Western country's human rights. সেখান থেকে আমাদের মুভি চিত্র দেখাতে নিয়ে গেলো। প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ বলে প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। মুভিতে বিপ্লবের আগের ও পরের দৃশ্য জীবন্ত করে তুলেছে। দেখলে চোখের পানি ধরে রাখা যায় না। আমরা ইরানী গাইডদের কাছে শুনেছি মেয়েরা বোরখার এবং কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ঘরে ঘরে ইমাম খোমেনীর নির্দেশ পৌছিয়েছে।

বিপ্লবের শিক্ষা

ইরানের বিপ্লব থেকে আমাদের শিক্ষণীয় এবং করণীয় ঃ

১. বাংলাদেশে যতো কিশোরী, যুবতী, স্কুল ছাত্রী, মেড সার্ভেন্ট, রেপ, অপহরণ এবং নিহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেগুলোর চিত্র কালেকশন করা।
২. শহীদ ছাত্র শিবিরের শহীদানদের দৃশ্য জনসমক্ষে তুলে ধরা।
৩. ইসলামের কল্যাণের বাণী এবং ইসলামের কল্যাণকারিতা ঘরে ঘরে প্রচার করা।
৪. আমাদের ইসলামিক লিডারদের বাণী প্রতি মূহুর্তে দেশের আনাচে-কানাচে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি ইউনিটের মাধ্যমে পৌছে দেয়া। এ কাজের আঞ্জাম মহিলা বিভাগই দিতে পারে। তাতে ইসলামী আন্দোলন ত্বরান্বিত হবে ইনাশায়াল্লাহ।

Intafadah Revolution of Palestine

৩ ফেব্রুয়ারি, ইরানীদের মাস হচ্ছে ১৪ই বাহমান। আজ দুপুরের ডিনারের পরপরই ললেহ ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের নীচ তলায় সম্মেলন কক্ষে আমাদের নিয়ে এসেছে গাইডরা। সম্মেলন কক্ষের সংগেই নামাযের স্থান। বিকেল তখন ৩টা। সকলেই নামায সেরে নিচ্ছে। মনে হয় যোহর আসর এক সাথেই পড়ে নিচ্ছে। ইরানী ভাই-বোনরা যোহর আসর এক সাথেই পড়ে নেয়। এ জন্য আমাদের মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়েছে। পরে আমরা নামাযের সময় ঠিক করে নিয়েছি। নামায সেরে সম্মেলন কক্ষে গিয়ে বসলাম।

www.nagorikpathagar.org

সম্মেলন কক্ষে মহিলা এবং পুরুষদের বসার সিস্টেম সুন্দর। প্রথম ২/১ সারিতে পুরুষরা, তারপর মাঝখানে মহিলাদের সারি। পিছনে থাকে বাকী সকল পুরুষদের সারি। যার ফলে সামনে ও পিছন থেকে মহিলাদের মুখ দেখা যায় না এবং পর্দার কোনো অসুবিধা হয় না। সেদিন পিছনে মহিলাদের ৩ সারিতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। তাই ২টি সারিও মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রত্যেকের কানে মাইক্রোফোন লাগিয়ে ইংলিশ স্পীচ শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল, "Round Table Discussion on Intafadah Revolution of Palastine" অনেকের প্রশ্নের সুযোগ রাখা হয়েছে। আমি দুটো প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম ইংলিশে ; তারা জবাবে বলেছে, মহিলাদের এই প্রশ্নগুলো মহিলাদের Discussion-এ উঠানো হবে।

ইসতিকলাল হোটেল

রাতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো 'ইসতিকলাল হোটেলে'। সেখানে আমাদের রাতের ডিনার দেয়া হয়েছে। ডিনার দিয়েছেন বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এন্ড ইসলামিক কনসালটেটিভ এসেম্বলীর সম্মানিত প্রতিনিধিগণ। শাহের আমলের বিরাট হল রুম। হলের ছাদ জুড়ে ডিজাইন করা রং বেরংয়ের গোল গোল চক্কর। প্রত্যেক গোল চক্করের মাঝখানে সুন্দর কারুকার্য করা বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন। মূল্য কতো হবে আল্লাহ জানেন। হল রুমটিকে বর্তমান ইরান সরকার বিদেশী মেহমানদের জন্য ডিনারের হোটেল বানিয়েছেন। প্রত্যেক ডিনারের পূর্বে যুবকরা কুরআন তেলাওয়াত করে এবং ইরানী নেতারা মেহমানদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তারপর খানাপিনা হয়।

প্রত্যেক খানার টেবিলে বিভিন্ন রকমের ফলের ডিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মেহমানরা যার যার খানা নিয়ে আসছেন। বিরাট এক টেবিলে খানা তৈরী করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ইউরোপীয়ানদের মতো ইরানের জনগণও সিদ্ধ করা খাবারই খেয়ে থাকে। সস এবং সালাদ ছাড়া খাবার খাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমি সামান্য কিছু পোলাও, মুরগীর শুকনা রোস্ট এবং ১ প্লেট সালাদ আর সস দিয়েই খাবার সেরে নিই। আর ফল, মিষ্টি রয়েছে প্রচুর। আমার খাবারে তেমন কোনো অসুবিধে হয়নি। কারণ ফল আর মিষ্টি আমার খুব প্রিয়। যারা মিষ্টি খেতে পারেন না তাদেরই অসুবিধে। হোটেল থেকে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেলো। শরীর ক্লান্ত। তাই নামায পড়েই শুয়ে পড়লাম। ইরানে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল খুব কর্মব্যস্ততার ভেতর দিয়ে। একটার পর একটা প্রোগ্রাম। ভালই লাগছিল।

www.nagorikpathagar.org

৭

বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের নেতা খোমিনীর বাসগৃহ

৪ ফেব্রুয়ারি। খুব ভোরেই গোসল সেড়ে নিলাম। কারণ সারাদিন গোসলের কোনো সময় পাওয়া যাবে না। সকাল ৮ টার ব্রেকফাস্ট সেরেই আমাদেরকে হোটেল ললেহ থেকে বেরুতে হবে। আজকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে jamaran-এ ইমাম খোমেনী র.-এর বাড়ী দেখাতে। তেহরান শহর থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দূরে উঁচু পাহাড়ের ভেতরে ইমামের বাড়ী।

জাঁকজমকপূর্ণ সরকারি বাড়ি প্রত্যাখ্যান

বিজয়ের পর ইমাম যখন ইরান ফিরে আসেন, তাঁকে গুলশান বনানীর মতো বাড়ী দিতে চেয়েছিল সরকার। কিন্তু ইমাম রাজি হননি। পাহাড়ের ঢালে একদম সাদাসিধে-একটি দোতলা বাড়ী। বাড়ীর সামনে ওয়াল ঘেরা সামান্য একটু খোলা জায়গা। বড়জোর ৩০০/৪০০ লোক জমায়েত হতে পারে। আমরা সেখানে বসলাম। সামনে দোতলার কাঁচঘেরা বারান্দায় ফুলসজ্জিত ১টি চেয়ার। এ চেয়ারে বসেই নীচে খোলা জায়গায় সমবেত ইসলামের সৈনিকদের উদ্দেশে ইমাম ভাষণ দিতেন।

খোমিনীর বড় ছেলের স্মৃতিচারণ

বাড়ীর সামনে একটি স্টেজ করা হয়েছে। সেখানে ইমামের একমাত্র জীবিত বড় ছেলে সাইয়েদ ইমাম আহমদ খোমেনী আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন ইমামের জীবন চরিতের উপর। ইসলামী বিপ্লবে তার প্রিয় সৈনিকরা তার স্মৃতি রক্ষার্থে চেয়ারটি সুসজ্জিত করে পুরো বারান্দাটাই কাঁচ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কাঁচের উপরে তারা ইংলিশে লিখে রেখেছে, 'ইমাম এখানে বসে ভাষণ দিতেন। এজন্যে আমরা আসনটিকে অসম্মানিত করিনি কারণ তিনি আমাদের ইমাম। তাই আমরা নেতার চেয়ারটিকে শ্রদ্ধা করি।' ইমামের বাকী ৪ ছেলেই ইরানের ইসলামী বিপ্লবে শাহাদত বরণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ঘরে ঘরে শহীদ

ইরানের এমন ঘর নেই, যে ঘরে কোনো শহীদ নেই। অনেক শহীদানদের ত্যাগের বিনিময়ে ইরানের ইসলামী বিপ্লব সফল হয়েছে। ইরানের দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাহ পাহলবীর রাজ পরিবার এবং তার দোসর বিশ্বের পরাশক্তি আমেরিকা -এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইরান আজ বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ বিজয় যেমন ইরানের জনগণের বিজয় তেমনি বিশ্বের সোয়াশ' কোটি মুসলমান জনগণেরও বিজয় এবং গৌরবের বিষয়। বিশ্বে মানবতার মুক্তির জন্য, ইসলামী আন্দোলনের জন্য ইসলামী বিপ্লবের এ বিজয় প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

ভাষণের মাধ্যমে ইমাম সাইয়েদ আহমদ খোমেনী আমাদের সামনে তুলে ধরলেন ইমামের জীবন বৃত্তান্ত। তাঁকে যখন ডাঃ বলেছে বিশ্রাম নিতে তখন তিনি সারারাত কাজ করতেন। আল্লাহর কাছে হাত তুলে থাকতেন আর কেবল কাঁদতেন, আল্লাহর সাহায্য চাইতেন। তিনি বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সবসময় আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন। আল্লাহপাক তাকে সাহায্যও করেছেন।

বিপ্লবের উপযোগী ছাত্র

তিনি কোমে ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন অসংখ্য ছাত্র তৈরী করেছেন। জনগণকে ইসলামী বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। ইমামের ডাকে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিপ্লবে। একটা দেশের পুরো জনশক্তি যখন বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন কোনো শক্তিই তাকে রোধ করতে পারে না। ইরানী জনগণের ইমামের জন্য যে কি দরদ! কি ভালবাসা! চোখে না দেখলে বুঝা যায় না। ইমামের ব্যক্তিত্বের স্মরণে, গুণাবলীর স্মরণে, ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্বের স্মরণে মাঝে মাঝে আমার চোখও ঝাপসা হয়ে আসছিল।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকার রুম

আমরা (বিদেশী মেহমানরা) সবাই ইমামের বাড়ীর ভেতরটা দেখতে গেলাম। পুরনো একটা প্রশস্ত কাঠের সিড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলায় একটি ছোট্ট বারান্দার মতো সামনে একটা ছোট্ট রুম। রুমের ভেতর আছে একটি সোফা, একটি সেলফে কিছু বই এবং কুরআন-কিতাব। এক জায়গায় ইমামের জুতাগুলোও রয়েছে। এখানে এ ছোট্ট রুমটিতে বসেই তিনি বিদেশী মেহমানদের সাক্ষাৎ দিতেন, কতাবার্তা বলতেন। ফ্লোরে কার্পেট

www.nagorikpathagar.org

বিছানো। এতবড় বিপ্লবী নেতা যার ভয়ে রাজশক্তি, পাশ্চাত্য পরাশক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত তার এ সাধাসিধে জীবন। বিদেশীরা বারবার বলাবলি করছিল, Very simple life. সবাই চোখের পানি ফেলে ইমামের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এলাম।

ইমামের বাড়ীর কোনো মহিলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি। মহিলারা দারুণ পর্দানশীল। তারা ভেতরেই ছিলেন। ইমামের বাড়ী থেকে পাহাড়ী ঢালের অনেকখানি পথ হেঁটে আমাদেরকে গিয়ে বাসে উঠতে হবে। ইমামের বাড়ীর কাছে একটি জুনিয়র গার্লস স্কুল। আমরা ইমামের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসার পর সেই স্কুল পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হলো। ছোট্ট ছোট্ট বার-তের বছর বয়সী মেয়েরা কি সুন্দর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো হিযাব পরে আছে। আমাদের দেখে মেয়েরা খুব খুশী। আনন্দের হাসি হাসছে সব ছাত্রীরা।

গোলটেবিল বৈঠক

আমরা দুপুরের মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি খানা এবং নামায সেরে নিতে হবে। আমরা হোটেলে এসে সোজা কেন্টিনে চলে গেলাম। একবারে খাবার সেরে রুমে যাবো একটু সামান্য বিশ্রাম নিতে হবে। বিকেল ৩টার মধ্যে আবার হোটেলের কনফারেন্স রুমে যেতে হবে। সেখানে Discussion হবে। Programme-এ লেখা রয়েছে, Round Table Discussion of the Affairs of the Islamic Revolution. বক্তারা ইন্তেফাদাহর সংগঠন সম্পর্কে বললেন। ইন্তেফাদাহর দায়িত্ব, মুসলিম বিশ্বের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হলো এবং বক্তারা বললেন, প্যালেস্টাইন তখনই মুক্ত হবে যখন আরব দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হবে। কনফারেন্স রুমে ডেলিগেটদের সামনে জগ ভর্তি বরফের টুকরো মেশানো পানির গ্লাস রয়েছে। শীতের দেশে বরফ মেশানো পানি পরিবেশন বুঝতে পারলাম না, ক্যামন তাদের অভ্যাস। কিন্তু বরফ মেশানো পানি একটু একটু করে খেতে ভালই লাগছিল স্পীচ শুনতে শুনতে। কনফারেন্স রুমের চারদিক থেকে ক্যামেরা ও ভিডিওর সাহায্যে ফটো তোলা হচ্ছিল। ফলতো সর্বত্র সাজানোই থাকে ডেলিগেটদের জন্য। অরেঞ্জ, আপেল এবং আঙ্গুরই বেশী। অরেঞ্জগুলো বেশ টক। আমি খেতেই পারি না। কিন্তু ইরানী বোনরা দেখলাম বেশ খাচ্ছে। আলোচনা শেষে সামান্য সময় পাওয়া গেলো। তাড়াতাড়ি রুমে চলে এলাম। সব সময় লিফটেই উঠানামা করতে হয়। রুমে এসে নামায পড়ে কাপড় চোপড় বদলিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম।

www.nagorikpathagar.org

হোটেল ইভানের আলোচনা

রাতের ডিনারের জন্য হোটেল 'ইভানে' যেতে হবে। হোটেল 'ইভান'ও তেহরানের বিরাট বিখ্যাত হোটেল। হোটেল ইভানে আমরা সন্ধ্যা ৮টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। প্রথমে ফল এবং চা পরিবেশন করা হলো। তারপর আলোচনা। ইসলামিক লিডাররা বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার পরপরই বক্তব্য ইংলিশ এবং আরবীতে Translate হচ্ছিল। বক্তৃতায় বিদেশী মেহমানদের স্বাগত জানানো হলো, মেহমানদের ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো। ইমাম খোমেনী র.-এর বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হলো। যেসব দেশের প্রতিনিধিরা এখানে আছেন তাদের দেশের সমস্যা ইসলামিক রেভুল্যশনের মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব বলে নেতৃবৃন্দ দৃঢ় অভিমত রাখলেন।

আমরা খাওয়া দাওয়ার পর টেবিলে বোনদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলাম। ফল মিষ্টি খাওয়ার পর উঠলাম। আমরা আমাদের গাইডদের সাথে হোটেল থেকে বেড়িয়ে এলাম এবং রাত দশটার মধ্যে হোটেলে ফিরে এলাম। নামায পড়ে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের প্রোগ্রামে দেহ খুব ক্লান্ত ছিল।

৫ ফেব্রুয়ারি। ইরানের প্রধান শহর এবং রাজধানীর বিখ্যাত ললেহ ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে আমাদের আজ পঞ্চম দিন অতিবাহিত হচ্ছে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী সকাল ৭টার মধ্যে খাবার কেন্টিনে চলে এলাম। নাস্তা রোজই প্রায় এক রকম। বিভিন্ন প্রকারের পাউরুটি, গাজরের হালুয়া, পনিরের টুকরা, মাখনের প্যাকেট এবং ডিম সিদ্ধ। আমার শরীরের ওজন কমাতে বলেছে ডাক্তার। আমি ডিম নিলাম ১টা, গাজরের হালুয়া সামান্য, ১ টুকরা পনির দিয়ে ব্রেকফাষ্ট সেরে নিলাম। ব্রেকফাষ্টের পর কেটলী ভর্তি গরম দুধ পরিবেশন করা হয়। সাথে লীকার চাও থাকে। আমি ১ গ্লাস দুধ খেয়ে নিলাম। পিওর দুধ, লোভ সামলাতে পারিনি। আবার চাও নিই মাঝে মাঝে। আমার মনে হচ্ছিল ব্রেকফাষ্ট বেশী হয়ে যাচ্ছে।

বেহেশ্‌তি জাহরায় চিরনিদ্রায় খোমিনী

সকাল ৮টায় আমাদেরকে হোটেল থেকে বেরুতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফাষ্ট সেরে রুমে চলে এলাম প্রস্তুতির জন্য। আজকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে 'বেহেশ্‌তি জাহরায়'। যেখানে ইমাম খোমেনী (র).-এর মাজার রয়েছে এবং ইরান বিপ্লবে ও ইরান-ইরাক যুদ্ধে নিহত অসংখ্য শহীদের কবর রয়েছে।

আমরা সকাল ৯টার মধ্যে বেহেশ্‌তি জাহরায় পৌঁছে গেলাম। বেহেশ্‌তি

www.nagorikpathagar.org

জাহ্‌রার পাশে আমাদের বাসগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা বাস থেকে নেমে গেলাম। মহিলারা মহিলা গাইডদের সাথে হাঁটছিলাম এক পাশ দিয়ে আর পুরুষরা অন্য পাশ দিয়ে পুরুষ গাইডদের সাথে হাঁটছিলেন। আমরা ইমামের মাজারের দিকে এগুচ্ছিলাম। বিরাট বিশাল গম্বুজওয়ালা মসজিদের শেষ প্রান্তে ইমামের মাজার। মাজারের চারদিকে গ্রীল দিয়ে ঘেরা। প্রচুর ডলার গ্রীলের ভেতরে পরে আছে। যারা যাচ্ছে তারাই ডলার দিয়ে যাচ্ছে। মাজারের সামনে লেখা আছে, "আচ্ছালায়ামু আলাইকুম ইয়া রুহুল্লাহ।"

মাজারের চত্বরে প্রবেশ করার সাথে সাথে ইরানের সর্বোচ্চ সম্মান 'গার্ড অব অনার' আমাদের (সব বিদেশী মেহমনাদের) প্রদান করা হলো। বাদ্যের তালে তালে দু'পাশে দাঁড়িয়ে সৈনিকরা আমাদেরকে গার্ড অব অনার প্রদান করলেন। আমরা মাজারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের অগ্রনায়ক, শক্তিশালী বিপ্লবী নেতা, ইরানের জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা, চির সংগ্রামী নেতা আজ তার দায়িত্ব শেষ করে চির শান্তির নিদ্রায় শায়িত আছেন। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইমামের কবরস্থানে দাঁড়িয়ে ইসলামী বিপ্লবের কর্মী ভাই বোনরা সকলেই চোখের পানি ফেলছিলেন। ইসলামী বিপ্লবের নেতার মহব্বতে আমরাও চোখের পানি ফেলছিলাম। ইমামের কবর পাকা করে বাঁধানো। বেহেশ্‌তি জাহ্‌রার কবরস্থানে প্রত্যেকের কবরের উপরিভাগ মাটির সাথে মিশিয়ে পাকা করা। আল্লাহর রসূল (স.) নিষেধ করেছেন, কবরের উপরিভাগ পাকা করতে এবং কবরে নেতাদের ছবি রাখতে। তিনি বলেছেন, "বহু জাতি তাদের নেতার কবর পূজা করে ধ্বংস হয়ে গেছে।" ইরানী জাতি কিন্তু কবর পূঁজা করে না। মনে হয় ইমাম এবং শহীদানদের স্মৃতি রক্ষার্থেই কবর পাকা করা এবং ছবি রাখা ইমামরা নিষেধ করেননি।

ইমাম খোমেনী র. এবং বর্তমান ইসলামিক লিডার, আলী খামেনীর ছবি সব জায়গায়, সব হলে রয়েছে। তাদের ছবি রাখাটা ইরানী নেতাদের প্রতি ইরানী জনগণের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিপ্লবের জন্য নেতার প্রতি জনগণের গভীর শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

মাজার থেকে বেড়িয়ে আমরা পুনরায় গাড়ীতে করে বেহেশ্‌তি জাহরায় একটি পেভিলিয়নে এলাম। এখানে মেহমানদের চা নাস্তার আয়োজন করা হয়েছে। প্রচুর ফলতো আছেই। আঙ্গুর, নাশপাতি, কমলা, ছোট ছোট কচি শসা। আমি শুধু নাশপাতিটাই খেতে পারছিলাম। আঙ্গুরগুলো খুব মজাদার। খুব মিষ্টি।

www.nagorikpathagar.org

খেলে পেট ভরে যায়। কিন্তু হজম হয় কম। আমার নাশপাতিটাই পছন্দ হচ্ছিল। এখানে ইরানের লিডাররা স্পীচ দিলেন। তারপর নাস্তা। সর্বত্র সব অনুষ্ঠানে কোনো না কোনো লিডার থাকেন। স্পীচ দেন এবং বেশীর ভাগই ইসলামী বিপ্লবের উপর কথা বলেন।

অন্যান্য শহীদদের কবরস্থান

ঘন্টাখানেক সেখানে অবস্থান করে আমরা বের হলাম বেহেশ্‌তি জাহ্‌রায় পবিত্র যুদ্ধে শহীদানদের কবরস্থান পরিদর্শনে। এখানে পবিত্র যুদ্ধে নিহত সমস্ত শহীদানদের ছবি তাদের প্রত্যেকের কবরের মাথার কাছে বাঁধানো রয়েছে। ছবি দেখে বুঝা যাচ্ছে যুদ্ধে শহীদানদের বয়স ১৮ থেকে ২৪/২৫ বা ৩০ এর উর্ধ্বে নয়। বহু শহীদের মা বাবা তার ছেলের কবরের পাশে বসে চোখের পানি ফেলছিলেন। তাদের সাথে সাথে আমাদের গাইড মানছুরাও কাঁদছিল। ইসলামী বিপ্লবী তরুণ যুবক শহীদদের ছবি দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলাম না।

আল্লাহর রাসূল স. কবরে ছবি রাখতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা কেনো যে কবরে ছবি বাঁধিয়ে রেখেছেন জানিনা। তবে ইসলামী বিপ্লবে ইরানের এই তরুণ এবং যুব সমাজের আত্মত্যাগ, কুরবানী তাদের ছবি দেখে মেহমানদের অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। হয়তো তরুণ যুবক শহীদানদের আত্মত্যাগ এবং ছবি জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী বিপ্লবের ত্যাগে উৎসাহিত করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'বেহেশ্‌তি জাহ্‌রা' বিরাট এলাকা, কয়েক মাইল জুড়ে রেলিং দিয়ে ঘেরা। এখানে অনেক কিছু তৈরী হবে আমাদের গাইড বললেন। পাশে ঝাউ গাছের সারি। তেহরান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এই 'বেহেশ্‌তি জাহ্‌রা' করবস্থান। আমাদের গাইড মানছুরা বললেন, তেহরানের যতো লোক মারা যায়, তাদের সবাইকে এই বেহেশ্‌তি জাহ্‌রায় কবর দেয়া হয়। আমরা 'বেহেশ্‌তি জাহ্‌রা' থেকে দুপুর দেড়টার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলাম।

www.nagorikpathagar.org

ড্রেন দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার স্রোত

বিদেশী মেহমানদের গাড়ী, ৬টি লরির মতো বড় বড় বাস এক সাথে ধীর গতিতে চলেছে। আগে পিছে কড়া নিরাপত্তা প্রহরীর গাড়ী রয়েছে। সারা শহরের নারী-পুরুষ উৎসুক দৃষ্টিতে বিদেশী মেহমানদের এক নজর দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে আছে। রাস্তার দু'পাশে লম্বা লম্বা পাইন, দেবদারু গাছের সারি। কোথাও প্রচুর বৃক্ষের বাগান রাস্তার পাশে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। রাস্তার পাশে প্রশস্ত ড্রেন। কোথা থেকে প্রবল বেগে পানি আসছে এবং শহরের সকল আবর্জনা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কোথাও আবর্জনা নেই বললেই চলে। সাদা পানি প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে প্রশস্ত অগভীর ড্রেন দিয়ে। মনে হয় কোনো পাহাড়ী ঝর্ণার স্রোতধারা শহরের প্রশস্ত ড্রেন দিয়ে বইয়ে দেয়া হয়েছে আবর্জনা সরানো অথবা শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। পরে অবশ্য গাইডের কাছে জেনেছি যে, তেহরানে গাছপালা জন্মে না। যেসব গাছপালা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সবগুলো অন্য জায়গা থেকে এনে লাগানো হয়েছে এবং গাছপালাগুলোকে বাঁচানোর জন্য গাছপালার কাছ দিয়ে ড্রেনে পানি বইয়ে দেয়া হচ্ছে।

রেডিও তেহরানের সাক্ষাৎকার

দুপুরে হোটেলে খানা পিনা ও নামায সেরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমাদেরকে আবার বেরুতে হবে। এর মধ্যে গাইড এসে জানালেন তেহরান রেডিওর বাংলা বিভাগ থেকে আমাদের ইন্টারভিউ নিতে এসেছে। গাইড আরও জানালো যে, তাদেরকে উপরে আনা যাবে না। আমাদেরকেই নীচে যেতে হবে। ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন রেডিও তেহরান বাংলা বিভাগের রিপোর্টার জাহিদ হোসেন। ভদ্রলোক মানছুরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইন্টারভিউ দেয়া হলো। প্রশ্ন ছিল ঃ

১. ইরান বিপ্লবে কি কি পরিবর্তন আপনার চোখে পড়েছে?
২. বাংলাদেশের ইসলামী বিপ্লব ইরানী বিপ্লবের অনুসরণ ছাড়া সফল হবে কিনা?
৩. বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা কি?
৪. ইরানের বিপ্লব বার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা আপনার কেমন লেগেছে?
৫. অনুষ্ঠানের কি কি বিষয় আপনাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে, ইত্যাদি?
৬. এছাড়া আপনার বিশেষ কোনো বক্তব্য আছে কি?

বার্মায় আরকানী মুসলমানদের উপর বার্মা সরকারের নির্যাতনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে আমি তেহরান রেডিও ইন্টারভিউতে তুলে ধরেছি।

www.nagorikpathagar.org

খোমেনীর মেয়ের বাড়ী

ইন্টারভিউর পরপরই আমাদেরকে বেরুতে হবে। বিকাল ৩টায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে হযরত ইমাম খোমেনী র.-এর মেয়ের বাড়ীতে। সেখানেও রেডিও তেহরানের সাংবাদিক, রিপোর্টার মেয়েরা মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, রেডিও-টেলিভিশনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। মেয়েদেরই অনুষ্ঠান, তাই ভিডিও করার জন্য মেয়েরা এসেছে। বর্তমানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মেয়েরা হিযাব করে সব কাজ করছে।

ইসলামিক উইমেন্স সোসাইটি অব ইরান

ইমাম খোমেনী র.-এর মেয়ে ইরানের একটি মহিলা সংস্থার সভানেত্রী। তিনি একটি বড় চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে এবং মুখমন্ডলও প্রায় বেশীর ভাগ আবৃত করে ডেলিগেটদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। এ মহিলা সংস্থায় ২৫৫ জন সদস্যা রয়েছেন। তাঁরা তেহরানে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকেন। তেহরানের বাইরে এ মহিলা সংগঠনের কোনো শাখা নেই। আমার প্রশ্ন ছিল ঃ

১. এ সংস্থার সদস্যা হওয়ার কোনো নীতিমালা আছে কি না?
২. সংস্থার সদস্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোনো প্রচেষ্টা সংস্থার সদস্যাদের আছে কি না?
৩. তেহরানের বাইরে এ মহিলা সংগঠনের কোনো শাখা আছে কি না?
৪. মহিলাদের ইসলামী জ্ঞান দানের কোনো ব্যবস্থা এ সংস্থা করে কি না?

এ প্রশ্নগুলো আমাদের গাইড মানছুরা ইরানী ভাষায় লিখেছে। এগুলো রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগের ইন্টারভিউতে দেয়া হবে।

ইমাম খোমেনী র.-এর মেয়ের বাড়ীতে আমরা একটা হল রুমে বসেছি। হল রুম, কার্পেট বিছানো। শীতের দেশ। কার্পেট ছাড়া বসার বা থাকার চিন্তাই করা যায় না। হলের চারদিকে চেয়ারে মেহমানদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেয়াল ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রচুর ফল, কোক ও চা পরিবেশন করা হলো সংস্থার পক্ষ থেকে। মহিলা সংস্থাটির নাম জানা গেলো "ইসলামিক উইমেন্স সোসাইটি অব ইরান" ইমাম র.-এর মেয়ে ইরানী ভাষায় প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিচ্ছিলেন। একজন মেয়ে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিচ্ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আজাদী হোটেল

ইমামের মেয়ের বাড়ীতে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করলাম। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো রাতের ডিনারের জন্য 'আজাদী হোটেলে।' আজাদী হোটেলও বিরাট বিশাল হোটেল। বিদেশী মেহমানদের ইরান সরকার এক একদিন তেহরানের এক একটি বড় বড় হোটেলে ডিনার দিয়ে সারা তেহরান শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন।

হোটেলে ইরানের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রথমে ফল ও চা পরিবেশন করা হলো। তারপর ইরানী বাদকের দফ জাতীয় বাদ্যের তালে তালে একজন বয়স্ক গায়ক খুব জোরে কাসিদা গাইলেন। স্টেজের কোনো গানের অনুষ্ঠানে কোনো মেয়ে নেই। লক্ষ্য করলাম হোটেলে সব ডিনারেই মেয়েদের জন্য পৃথক খাবার টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়। মেয়েরা যে কাউন্টার থেকে খাবার নেয়, সেখানে কোনো পুরুষ খাবার নিতে আসে না, পুরুষের খাবারের কাউন্টার সবসময়ই পৃথক করা হয়। মেয়েরা যার যার খাবার নিয়ে টেবিলে বসছে। আস্ত খাসি ভাজা, বড় মাছ আস্ত সিদ্ধ, সাথে মুরগীর রোস্টও সাজানো রয়েছে। ইরানী বোনরা এবং অনেক ডেলিগেটরা সিদ্ধ মাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন, খাসি ভাজা ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। কেমন একটা ভোটকা গন্ধ। দেখলেই আমার কেমন জানি বমি বমি লাগতো। কোনো মসল্লাতো নেই-ই। সালাদ, সস, আচার, পিপার সস লেখা থাকে ছোট ছোট বোতলে। আমি সামান্য একটু পিপার সস নিয়ে সালাদ এবং সস নিয়ে রোস্ট পোলাও দিয়ে খাবার সেরে নেই। অন্যকিছু খাচ্ছি না দেখে একজন বয়স্ক বেয়ারা আর একটু চিকেন ফ্রাই দিয়ে গেলো। এরপর পুডিং, বরফের আইসক্রীম ও কোক আছে। এগুলো খেলেই পেট ভরে যায়। আমার কোনো অসুবিধা হয় না।

জ্যামাইকান মহিলা

খাবার টেবিলে দু'জন জ্যামাইকান মহিলার সাথে আলাপ হলো। আমাদের দেশের পরিস্থিতি জানতে চাইলো। তাদের দেশের অবস্থা জানালো। আমার বাচ্চা কয়জন, কে কি করে জানতে চাইলো। তাদের বাচ্চাদের খবর নিলাম। আমার ৫টি ছেলেমেয়েই ইসলামিক মুভমেন্টে আছে জেনে খুশী হলো। তাদের দেশের মেয়েরা ওসেস্টার্ন কালচারে অভ্যস্থ। মাথাও কভার করে না। হিযাবতো নয়ই। বাংলাদেশের 'জামায়াতে ইসলামী' মুভমেন্টের সকল মহিলা সদস্যরা হিযাব

www.nagorikpathagar.org

করেন এবং ইসলামিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের মেয়েরা পুরো কাভার করে চলে আমি বললাম।

আমাকে প্রশ্ন করলো, সরকার তোমাদের কাজে বাধা দেয় না? আমি জানালাম, আমাদের প্রচার মিডিয়াগুলো সব লেফটিস্টদের দখলে রয়েছে। তারা 'জামায়াতে ইসলামী' মুভমেন্টকে ভীতির চোখে দেখে। ইসলামিক মুভমেন্টের স্টুডেন্টদের তারা হত্যা করছে। সরকার এর কোনো বিচার করছে না। এভাবে সরকার পরোক্ষেভাবে ইসলামিক মুভমেন্টের ক্ষতি করছে। প্রকাশ্যে এখনো বাধা দিচ্ছে না। তবে সরকার আমাদেরকে ভালো চোখে দেখে না। তারা খুব দুঃখ করলো। আমি আরও জানলাম যে, আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রেও এসব লেফটিস্ট রয়েছে। ফলে আমাদের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পায় না। বরং তাদের মুখে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডা শুনে তারাও ইসলামকে ভয় পায়। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর মুভমেন্ট এবং এর ছাত্র ও ছাত্রী সংস্থা বেশ জোড়দার জেনে তারা আলহামদুলিল্লাহ্ পড়লেন। আমি তাদেরকে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিলাম। তারা তাদের ঠিকানা দিলেন এবং আমার ঠিকানা নিলেন। আমরা রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। দু'দিন গোসল করার সুযোগ হয়নি। তাই রাতে গোসল করে নামায সেরে শুয়ে পড়লাম।

আজ ৬ ফেব্রুয়ারি। সকাল সাড়ে ৭টায় 'হোটেল ললেহ'র ক্যাফেটোরিয়ায় নাস্তা খাচ্ছি কোণের একটি টেবিলে বসে। 'হোটেল ললেহ'র তের তলায় মহিলাদের খাবার কেন্টিন। এখান থেকে সারা তেহরান শহর দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে উঁচু দালানের দৃশ্য এবং আলবোর্জ পর্বতমালার দৃশ্য দেখতে দেখতে নাস্তা খাচ্ছিলাম।

নূর হোসেনের সাথে দেখা

গত রাতে হোটেল আজাদীতে আমাদের সাবেক সংসদ উপনেতা আবদুস সোবহান সাহেবের জামাই'র সাথে দেখা হলো। ললেহ হোটেলে খুব কড়াকড়ি। মেহমানদের সাথে বাইরের কারো দেখা করার কোনো সুযোগ নেই। একজন ইরানী সাংবাদিক মহিলার মাধ্যমে খবর পেয়ে জামাতা নুর হোসেন দেখা করতে এলেন। তার কাছে সোবহান সাহেবের চিঠি রিপোর্টার মেয়েটার মাধ্যমে পাঠিয়েছি। তিনি আমাদের ১২ তারিখ ইরানের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে দাওয়াত দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

একটি পরিবার 'ললেহ হোটেলে' দেখা করতে এসেছে। তাদেরকে উপরে আমাদের রুমে আসতে দেয়া হয়নি। তাই নীচে এলাম তাদের সাথে দেখা করতে। বরিশালের ঝালকাঠীর গভঃ স্কুলের হেড মাস্টার সাহেবের দুই মেয়ে ইরানে থাকে। তারাও এসেছিল ২ মেয়েসহ। তারাও ঠিকানা দিলো। খুব আবদার ধরেছে তাদের বাসায় বেড়াতে যেতে। ভাবছিলাম সময় পেলে এ দু'টি বাসায় যাবো। কিন্তু পরে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। মাসাদে যেতে হবে। তাই সকাল থেকেই গাইডরা খুব ব্যস্ত। গাইড একবার জানিয়ে গেলো বিমান রেডি আছে। আবহাওয়া ভাল হলেই আমরা যাবো।

ইরানী শিয়া মুসলিমদের সাথে সুন্নী মুসলিমদের কিছু আচার-আচরণের পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঃ

১. ওরা জোহরের সাথে আসর এবং মাগরিবের সাথে এশা একত্রে পড়ে যা আল্লাহর রসূল জরুরি অবস্থায় পড়তেন।

২. ওরা বিশেষ ব্যক্তিদের ছবি রাখা দুষণীয় মনে করে না।

৩. ইরানী জনগণ কোনো কোনো সময়ে বিশেষ করে বিপ্লবের গানে এবং যুদ্ধের সময় সৈনিকদের বা জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য বাদ্য বাজনা দুষণীয় মনে করে না।

এছাড়াও পুরো টেলিভিশন প্রোগ্রামে যুদ্ধের বাজনা প্রচলিত। যদিও অনুষ্ঠানে আল্লাহ এবং আল্লাহর-রসূলের কথাই বেশি বলা হয়। কোনো একটি অশ্লীল চিত্র টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় না। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে গানের সাথে মিলিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য ঝর্ণা, পাখী, ফুল, সূর্যোদয় এসব দেখানো হয়। টেলিভিশনে বাচ্চাদের অনুষ্ঠানে মেয়েদের দেখানো হলেও হিযাব ছাড়া কোনো মেয়ে নেই। মেয়েরা চলাফেরার সময় একত্র হয়ে একটু আলাদা হয়েই চলাফেরা করে। অনুষ্ঠানে মেয়েদের বসার স্থান পৃথক করা হয়। এক সারিতে মহিলা-পুরুষ কখনো বসে না। সকল অনুষ্ঠানে ২/১ জন ইসলামিক লিডার থাকেন এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন।

❖❖❖

www.nagorikpathagar.org

৮

স্থাপত্য শিল্পের লীলাভূমি মাসাদে ৩ দিন

প্রতিকূল আবহাওয়া

আমাদেরকে আজ 'মাসাদে' (ইরানের একটি প্রদেশ) নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে অনেক ঐতিহাসিক দর্শনীয় জিনিস রয়েছে। কিন্তু মাসাদে আবাহওয়া খারাপ বলে আমরা হোটেল থেকে বেরুতে পারছিলাম না। তেহরানে তখন প্রচুর বরফ পড়েছে। হোটেলের ভেতরে গরম, ঠান্ডা নেই। গাড়ীর ভেতরেও দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে শীত অনুভব হয় না। যারা গরম কাপড় নিয়েছিলেন তারা হোটেলের ভিতরে গিয়ে খুলে ফেলেছেন।

আমরা হোটেলের নীচতলার লাউঞ্জে বসে সকলে অপেক্ষা করছিলাম বিমানের খবরের জন্য। তিন দিনের জন্য আমাদেরকে মাসাদ নিয়ে যাবে। সেখানে আমাদেরকে দর্শনীয় বস্তুসমূহ দেখানো হবে। সাথে কিছু শীতের কাপড় চোপড় নিয়ে নিলাম। কলম-খাতাও নিয়ে নিলাম ! লেখার সুযোগই হচ্ছে না। এখন সামান্য সুযোগে একটু লিখতে বসলাম।

মাসাদ শহরের আবহাওয়া খারাপ। তাই আমাদের মাসাদ যাওয়ায় বিলম্ব হচ্ছে, প্রোগ্রামে অন্য কোনো কর্মসূচী নেই। তাই লিখতে বসার সুযোগ হল। প্রতিদিন প্রোগ্রামের চাপ এতো বেশী থাকে যে, লিখার সময় হয় না। দুপুর সাড়ে বারটা পর্যন্ত লেখালেখি করে একটু শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, এমন সময় গাইড এসে বলে গেলো তোমরা দুপুরের লাঞ্চ সেরে নাও। মাসাদ যেতে হবে। পৌনে ১টায় লাঞ্চের জন্য কেন্টিনে চলে গেলাম। আমরা তাড়াতাড়ি খানা সেরে তৈরী হয়ে নিলাম।

ডেলিগেটরদের জন্য স্পেশাল বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১-৩০ মিঃ-এ গাইড আমাদেরকে নীচের লবিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলো। যখন সমস্ত মেহমানদের কোথাও কোনো প্রোগ্রামের জন্য বেরুতে হয়, তখন চারটি লিফটেও স্থান সঙ্কুলান হয় না। ইরানী বোনরাসহ আমরা একটু পাশে সরে

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর লিফটে জায়গা পেলাম। নীচে এসে লবিতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। হোটেলের কাউন্টারে সুন্দর সুন্দর দোকান সাজানো। হাত ব্যাগ, বেল্ট, ইরানী কার্পেট চোখে পড়লো। বড় সুন্দর একটি ব্যাগ ৫০ ডলার। বেল্টগুলো দশ ডলার করে চাইলো। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় ব্যাগটার দাম ১৭৫০.০০ টাকা আর একটি বেল্টের দাম ৩৫০.০০ টাকা। ১টি ছোট কার্পেটের দাম ১০০০.০০ ডলার। কার্পেট কেনার শখ জাগলো। শুনলাম মাসাদে সব জিনিসের দাম কম তাই মাসাদেই কিছু কেনাকাটা করবো চিন্তা করলাম।

আমরা 'ললেহ' হোটেলের লবিতে বসে অপেক্ষা করছিলাম মাসাদে যাওয়ার জন্য। গাইড এসে বললো, 'চলো গাড়ী রেডী।' হোটেল ছেড়ে গাড়ী কিছুদূর এগিয়ে আবার গাড়ী হোটেলে ফিরে এলো। সবার মধ্যে একটা হাসাহাসি হয়ে গেলো। ঘুরে ফিরে আবার সেই হোটেলে। আমাদের গাড়ীতে রেখে গাইডরা গাড়ী থেকে নেমে গেলো। প্রথমে জানা গেলো মাসাদের আবহাওয়া খারাপ প্লেন যাবে না। পরে গাইডরা খবর নিয়ে এলো মাসাদে যাওয়া হবে।

অবশেষে যাত্রা হলো শুরু

আমাদের নিয়ে ৩টি লড়ি তেহরান বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা করে। তেহরান থেকে বিমান বন্দর বেশ দূরে। আমাদের লড়ির সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা প্রহরীর গাড়ীও চলেছে আমাদের বিমান বন্দরে এগিয়ে দিতে। তারা বিউগল বাজিয়ে সতর্ক সংকেত দিয়ে আগে আগে যেতে থাকে এবং সমস্ত গাড়ী থামিয়ে রাস্তা ক্লিয়ার করে দেয়, আমাদের গাড়ীকে যেনো সিগন্যাল ছাড়া কোথাও না থামতে হয়। আমরা পৌনে ১টার মধ্যে তেহরান বিমান বন্দরে পৌছে গেলাম। আমাদের জন্য স্পেশাল বিমানের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা বিমান বন্দরে পৌছতেই আমাদের নিয়ে লড়ির মতো বড় বড় লম্বা লম্বা বাসগুলো সোজা বিমানের কাছে চলে গেল। গেটে আমাদের প্রত্যেকের হাতে ১টা করে কার্ড দেয়া হয়েছিল। বিমানে উঠার সময় কার্ডগুলো নিরাপত্তার লোকেরা নিয়ে গেলো। আমরা মহিলারা আগে সোজা বিমানে উঠে গেলাম। আমাদের সাথে রয়েছেন ইরান মন্ত্রীসভার ১ জন সদস্য। তার বিবি বাচ্চারা এবং নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজন যুবক, যাদেরকে তেহরানের সকল সম্মেলনে দেখেছি

www.nagorikpathagar.org

আলোচনায় ও পরিচালনায় অংশ নিতে, তারাও বিবি বাচ্চাসহ মাসাদে যাচ্ছেন।

মাসাদ শহর ইরানী সরকার এবং জনগণের কাছে পবিত্র স্থান। এ ছাড়া ১৩০০ বছর আগের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে ঐ শহরের মসজিদ মিনার এবং দালান কোঠায়।

ঘড়ির কাটার সময় দেড়টায় বিমান তেহরান বিমান বন্দর ত্যাগ করে। আমরা তেহরান থেকে বিমানে উড়ে চলেছি মাসাদ শহরের দিকে। তেহরানের সর্বোচ্চ পর্বতমালা 'আলবোর্জে'র উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। বরফে ঢাকা পর্বতের চুড়া রোদের আলোয় ঝলমল করছিলো। পর্বতের নীচে অন্ধকার। মনে হয় মেঘের কারণে নীচটা দেখা যাচ্ছিলো না। আমরা প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ধরে তেহরানের সুদীর্ঘ এবং সর্বোচ্চ পর্বতমালার ছোট বড় শৃঙ্গের উপর দিয়ে একটানা উড়ে এসেছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো এই বুঝি বিমান পর্বতের চুড়ায় লেগে যায়। বিশাল এলাকা জুড়ে ছোট বড় শৃঙ্গই শুধু আমাদের চোখে পড়ছিল। বিভিন্ন সময়ে সূর্যের কিরণে পর্বতের রং বিভিন্ন আকার ধারণ করছিল। কোথাও কালো, কোথাও সাদা, কোথাও গাঢ় লাল। মনে পড়ে গেলো পবিত্র কুরআনের শ্বাশত সেই বাণী, 'ওয়ামিনাল যিবালু যুদাদুম বিদুউ ওয়াহুমরুম মুখতালিফুন আলওয়ানুহা ওয়াগাড়াবীবু সুদ' অর্থাৎ 'পাহাড়েরও বিভিন্ন রং (সাদা, লাল ও গাঢ় কালো) রয়েছে' (সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত)। আমি পর্বতের চূড়ার দৃশ্য দেখছিলাম আর এই আয়াতটি পাঠ করছিলাম।

পর্বতের রাজ্য পেরিয়ে সমতল ভূমির উপর দিয়ে কিছুক্ষণ উড়ার পরই বিশাল 'মাসাদ' শহর চোখে পড়লো। এটি ইরানের অপর একটি বড় শহর। তেহরানের সমান প্রায়। শহরের উপর দিয়ে কিছুক্ষণ উড়ার পর আমাদের বিমান 'মাসাদ' বিমান বন্দরে অবতরণ করে। আমরা বিমান থেকে একে একে সবাই নেমে গেলাম। মহিলারা সব একত্র হয়ে বিমান বন্দরে ঢুকলাম। বিমান বন্দরে আমাদের জন্য বড় বড় ৩টি বাস এবং কয়েকটি কার অপেক্ষা করছিলো। আমরা ভি আই পি লাউঞ্জের ভেতর দিয়ে সোজা বের হয়ে গেলাম এবং সাথে সাথে বাসে উঠে বসলাম। সকলে উঠার সাথে সাথে বাস বিমান বন্দর থেকে শহরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললো।

আমরা কিছুক্ষণ বাঁয়ে পাহাড় এবং ডানে পাতাঝরা বৃক্ষরাজীর মধ্যদিয়ে বিশাল প্রশস্ত রাস্তা ধরে শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি। কোথাও দু'পাশেই ঘন পাতাঝরা

www.nagorikpathagar.org

বৃক্ষের বন, অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরে প্রবেশ করলাম। সুন্দর লাল, নীল আলোর মালায় শহর সুসজ্জিত করা হয়েছে। কারণ জানা গেল, সাবান চান্দের প্রথম তিন দিন ইরানী জনগণ ইমাম হোসাইনের এ শহর পরিচ্ছন্ন করে। আর বিদেশী মেহমানরাও আসবে তাই সারা শহর পরিচ্ছন্ন এবং আলোয় সজ্জিত করা হয়েছে। আমাদেরকে নিয়ে মাসাদ শহরের হোটেল, 'আয়শায়' উঠানো হলো।

হোটেল আয়শা

হোটেল আয়শা বিশাল বড় হোটেল। আমার ব্যাক পেইনের কারণে লিফটে করে উপরের দোতলায় উঠে এলাম। সারি সারি কক্ষ। সাড়া হোটেলের সিড়ি লাল গালিচায় মোড়া। আমাদের গাইড আমাদের রুম দেখিয়ে রুমের চাবি পৌঁছে দিয়ে গেলো। মাসাদ শহরের আয়শা হোটেলের ১০৯ নং রুমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এটি বিদেশী মেহমানদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট হোটেল। ব্যবস্থাপনাও সে রকমই। রুমে সব রকমের ব্যবস্থা রয়েছে। ২টা বেড, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, আয়না, কাপড় রাখার আলমীরা, পরিচ্ছন্ন আধুনিক বাথরুম। আমরা আরামেই আছি। সব সময় গাইডরা সাথে রয়েছেন। কাজেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

হোসাইনী দালান বা আয়নার হল

গাইড জানিয়ে গেলো, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে অন্যত্র যেতে হবে। আবার সেই বাসে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো 'হোসাইনী দালানে'। এ দালানকে 'আয়নার হল' বলা হয়। কারণ হলের উপর, নীচ, দেয়াল সব সুদৃশ্য কাচের ডিজাইন করা। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বর্তমানে এ হলটিকে তেহরান সরকার সম্মেলন কক্ষ বানিয়েছে। মেঝে, সিঁড়ি সব ইরানী গালিচায় মোড়া। সবাই কার্পেটের একপাশে বসে গেছেন।

আমাদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাস্তা দেয়া হলো। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ভিডিও তৎপর হয়ে গেছে, বিদেশী মেহমান ও সম্মেলন কক্ষের ছবি নেয়ার জন্য। ইমাম তারাসী বক্তব্যের জন্য দাঁড়ালেন। ইমাম দাঁড়ানোর সাথে সাথে সব পুরুষ শ্রোতারা দাঁড়িয়ে গেলেন। মহিলারা বসেই ছিলো। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সকলে উচ্চ স্বরে 'আল্লাহ আকবর, আল্লাহুম্মা ছোয়াল্লেআলা মুহাম্মদ, ওয়াআলিহি মুহাম্মদ' বলে উঠেন। ভালই লাগলো। বিপ্লবী চেতনা

www.nagorikpathagar.org

জাগ্রত হয় অন্তরে ইসলামের জন্য। ইরানের মহিলা পুরুষরা কথায় কথায় বা কোথাও রাসূল স.-এর নাম উচ্চারিত হলেই এই দরূদ পাঠ করবেই। সকল মুসলমানেরই দরূদ পাঠ করা উচিত। পবিত্র কুরআন পাঠের সময় 'তোমরা কি দেখো না' এ ধরনের আয়াত পাঠ করা হলেই এরা সমস্বরে কি জানি পাঠ করেন বুঝতে পারিনি।

সম্মেলন কক্ষের চারদিকের দেয়ালে ৯টি বড় বড় আকারের ঝালড়ওয়ালা ঝাড় লণ্ঠন। এগুলো সবই ১৩/১৪ শত বছর আগের ইরানী রাজা-বাদশাহের আমলের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

কুরআন মিউজিয়াম

৭ ফেব্রুয়ারি। সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। গাইড এসে বলে গেলো, সকাল ১০টায় আমাদেরকে ইমাম রেজার মাজারের মসজিদে নেয়া হবে, জুমার নামায আদায়ের জন্য। তার আগে নিয়ে যাওয়া হবে কুরআন মিউজিয়ামে। আমাদের গাড়ি আগেই রেডি ছিলো। আমরা ওযু করেই বেরুলাম। বেশ কিছু দূর হেঁটে গাড়ীতে উঠতে হয়। হোটেল আয়শা থেকে আমরা প্রথমে গেলাম কুরআন মিউজিয়ামে। এখানে বিভিন্ন শতাব্দীর কুরআন সংরক্ষিত আছে। ইমাম আলী রেজার উপরে কোনো এক শতাব্দীর কবি কবিতা লিখেছিলেন ফারসীতে। তা পাথরের কোণে খাঁটি সোনার পাতে খোদাই করে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তার অনেক শব্দ বোঝাও যায়না।

তারপর আগের যুগের তামার ডেগ-ডেগচী, ব্রোঞ্জের বিরাট বিরাট বাটি ও পানি রাখার বিরাট পাথরের জার সব জিনিস খোদাই করা বিভিন্ন কারুকার্যখচিত। বড় বড় চিনা বাটি, কারুকার্য খচিত কাচের প্লেট ইরানী রাজা-বাদশাহের সৌখিন রুচির পরিচয় বহন করছে।

ইমাম আলী রেজাশাহের মাজার

সম্মেলন কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ইমাম আলী রেজার মাজারে। দুটি বড় আংগিনা পেড়িয়ে অনেক ঘুরে ইমাম আলী রেজা শাহের মাজারে যেতে হয়।

প্রশস্থ আংগিনার চারপাশে চারটি বিশাল উঁচু গেট। প্রত্যেকটা গেট বিভিন্ন রং-বেরংয়ের কারুকার্য খচিত। আংগিনার চারপাশে বড় বড় দালানও বিভিন্ন

www.hagorikpathagar.org

সুসজ্জিত কারুকার্যে খচিত। এ শতাব্দীর কোনো শিল্পীর পক্ষে এ কারুকার্য তৈরী করা সম্ভব নয়। কতো উন্নতমানের স্থাপত্য শিল্পের অধিকারী ছিলেন তারা। কতো উন্নত সভ্যতার দাবিদার ছিলেন তারা। বিলাসিতা, প্রাচুর্য্য এবং ইসলামের অনুসরণে ব্যর্থতার কারণে বহু শতাব্দী ধরে তাদের পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করতে হয়েছে। বর্তমান ইরান বিশ্বের প্রথম স্বাধীন একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র।

স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো তারা সযত্নে সংরক্ষিত করে রেখেছে। যারা তেহরান যান, 'মাসাদে' না গেলে তাদের কিছুই দেখা হলো না বলে মনে হবে। এতো সুসজ্জিত কারুকার্য খচিত দেয়াল ও দালান-কোঠা আমার সুদীর্ঘ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। দুই আংগিনা পেরিয়ে তৃতীয় আংগিনার ভেতর দিয়ে ঘুরে আমরা ইমাম আলী রেজার মাজার দেখতে গেলাম।

মিউজিয়াম থেকে বেড়িয়ে অনেক দূর ঘুরে মসজিদে আসতে হয়। সারা মাসাদ শহরের মানুষ জুমার দিন ইমাম আলী রেজার মসজিদে নামায আদায় করেন। ইরানীদের এটা ট্রেডিশন। জুমার নামায সারা শহরের মানুষ এক মসজিদে আদায় করবে। অন্য নামায বাসায় বা সম্মেলন কক্ষে বা নামাযের বিভিন্ন জায়গায় আদায় করে থাকে। কিন্তু জুমার নামায এক মসজিদে পড়বেই। ইমাম আলী রেজা মাযারের মসজিদের আঙ্গিনা এতো বিশাল যে, মনে হয় ২/১ লাখ লোক ধরতে পারে। ইরানী জনগণের এক মসজিদে এই জুমার নামায আদায় ইরান বিপ্লবে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ৪/৫টি নামাযের কাতারের পর পরই কিছু ফাঁকা জায়গা। এরপর আবার ৪/৫টি কাতার। মাঝখানে নামাযের সামনে দিয়ে লোক চলাচল করছে। নামাযীদের চলাচলের জন্যই মনে হয় কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে।

আমি আমার গাইডকে বললাম, নামাযের সামনে দিয়ে তোমাদের লোকেরা চলাচল করছে। আমাদের দেশের লোকেরা নামাযের সামনে দিয়ে কেউ চলাচল করে না। আল্লাহর রসূল নামাযের সামনে দিয়ে চলাচল করতে নিষেধ করেছেন। গাইড বললো, আমাদের ইমামও সব সময় নিষেধ করেন, লোকেরা শোনে না। নামায শেষ করে আমরা সবাই বাসে করে হোটেলে চলে এলাম। আজকে মাসাদে প্রথম রৌদ্র উঠেছে। দিনের বেলা বেশ গরম। রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে।

ইমাম আলী রেজার মাজারে মানুষের ভীড়। নারী-পুরুষের ভীড় ঠেলে যাওয়া যায় না। এখানে কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা নেই। সবার চোখে পানি। দুই আংগিনার

www.nagorikpathagar.org

মাঝখানে ফোয়ারা। ফোয়ারায় যুবক-বৃদ্ধ সবাই অযু করে নিচ্ছিল এবং সবার হাতে একখানা তসবীহ ও দোয়ার বই ছিলো। 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আলী রেজা।' আসসালামু আলাইকুম প্রত্যেক ইমামের উপরে এবং সর্বশেষ আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে তারা দোয়া বখশীয়া দিয়া থাকে।

ইমাম আলী রেজার মাজারে প্রচন্ড ভীর। ভক্তির আতিশয্য আছে। সবাই দোয়া পড়ছে, কান্না-কাটি করছে, কেউ কুরআন তেলাওয়াত, কেউ দোয়ার বই পড়ছে। কিন্তু আমাদের দেশের মাজারের মতো এখানে নেংটা ফকির, বেনামাযী, বিদয়াতী ফকিরের ভীড় নেই।

কার্পেট হল

এরপর গেলাম কার্পেট হলে। একটা কার্পেটে মক্কা-মদীনা, বায়তুল মাকদাস এবং কয়েকটি মাযার অংকিত করে চারপাশে ডানাওয়ালা অস্পষ্ট পরীরা উড়ে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম এগুলো আবার কি? গাইড জানালো, এগুলো ফেরেশতার ছবি এঁকেছে। আরও অনেক লতাপাতা, কারুকার্য খচিত কার্পেট ওয়ালে ফিট করে রাখা হয়েছে।

গাইড জানালো, ৬০০০ লোক বহু বছরে নাকি এ কার্পেটটা হাতে তৈরী করে শেষ করেছে। বিভিন্ন রকমের কার্পেট, জায়নামায কারুকার্যমন্ডিত। দেখতে খুব সুন্দর। ইরানী কার্পেটের দুনিয়াজোড়া সুনাম। কিন্তু দাম অত্যধিক। তাই কেনার আশা বাদ দিতে হলো। অপর একটি কার্পেটে কারবালার দৃশ্য। ইমাম হোসাইন এবং তার পরিবারের লোকদের চিত্র এবং পুরো কারবালার যুদ্ধের চিত্র কার্পেটে তুলে ধরা হয়েছে।

দু'জন লেবাননী মহিলা

আমরা হোটেলে পৌছেই লাঞ্চের জন্য লাঞ্চ কক্ষে চলে এলাম। ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল। তাই রুমে না গিয়ে একেবারে লাঞ্চ সেরে রুমে চলে এলাম। লাঞ্চের টেবিলে সেই দু'জন লেবাননী মহিলা ডেলিগেট এবং একজন ইরানী বোন খানা খেতে বসেছিলেন। লেবাননী মুসলিম মহিলা দুজন সবসময় সিগারেট ফুঁকে এবং ওয়েস্টার্ন পোশাক স্কার্ট পড়ে হাটু পর্যন্ত। মোজা পড়ে। মাথায় স্কার্ফ বাঁধে ইরানে আসার কারণে।

গতকাল দেখলাম ইমাম রেজার মাযারে বড় চাদর দিয়ে মাথা শরীর ঢেকে জিয়ারতের দোয়ার বইখানা পড়ছে আর ইমামের জন্য চোখের পানি ফেলছে।

www.nagorikpathagar.org

আজকে খাবার টেবিলে পেয়ে বললাম, তুমি যে গতকাল ইমামের মাযারে যাওয়ার জন্য জিলবাব পড়লে কিন্তু ইমাম সাহেব তো সব সময়ের জন্য মহিলাদেরকে বাইরে যেতে এই জিলবাব ব্যবহার করতে বলেছেন। আমি আরও বললাম, আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, 'ইয়া আইয়ুহান্নাবিইউ কুল্লি আযওয়াযিকা ওয়া বানাতিকা ওয়ানিসাইল মু'মিনিনা ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন যালাবীবিহিন্না, জালিকা আদ্‌না আঁই ইউরাফনা ফালা ইউজাইন' (সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫৯)। বললাম, তোমাদের ভাষা আরবী। তোমরা বুঝতেই পারছ, আল্লাহপাক কি বলেছেন। মহিলারা বিশ্বজুড়ে যে নির্যাতিতা হচ্ছে, লাঞ্ছিতা হচ্ছে এই জিলবাব না পড়া তার প্রধান কারণ। আমার বক্তব্য শুনে একজন মাথার স্কার্ফ টানতে লাগলো। আর দুজনই আমার কথার সমর্থন করলো। ইরানী বোনটি বলল, তোমার Spech-এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

কেনিয়ার দুজন সোস্যাল মহিলা ওয়ার্কার, নাইজেরীয়ার দুজন সোস্যাল মহিলা ওয়ার্কার এবং শ্রীলংকার একজন মহিলা টিচার এবং থাইল্যান্ডের একটি মেয়ে ও পাকিস্তানী মেয়ে ডাঃ গাজালে আমরা পাশাপাশি একই ফ্লাটের রুমে থাকি। থাইল্যান্ডের মেয়েটি আমাকে দেখলেই, 'O, my mumi! you look at like my mother, বলবে। আমিও তাকে দেখলেই 'O, my daughter! বলে সম্বোধন করি। এতে সে খুব খুশী হয়। যে কোনো জায়গায় যেতে মেয়েটি আমাকে Help করে। খুব ভাল মেয়ে।

গাজালেদেরকে জামায়াতের দাওয়াত

ইরানে এসে বেশ হাঁটাহাঁটি হচ্ছে। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে আসা যাওয়া ছাড়াও খাওয়া দাওয়ার জন্য ২/৩ বার করে লিফটে উঠানামা করতে হচ্ছে। এ ছাড়া ফোমে শুয়ে আমার Back pain বেড়ে গেছে। গাইড ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো। পরদিন ডাঃ গাজালে একটা মলম নিয়ে এলো এবং ব্যথার জায়গায় নিজে আস্তে আস্তে মালিশ করে দিলো এবং একটা ব্যায়াম শিখিয়ে দিলো ব্যথা কমার। সে সবসময় আমার খোঁজ-খবর নেয়। মেয়েটা ইসতিকলাল পার্টির সদস্য। পাকিস্তান থেকে এসেছে। নিজে নামাযী এবং পর্দানশীন মেয়ে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ইসতিকলাল পার্টিতে পর্দা করে এ রকম কতজন মেয়ে আছে?

www.nagorikpathagar.org

সে বললো, একজনও নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী পোশাক পছন্দ করি।

আমি জানতে চাইলাম তোমার পার্টির আদর্শ কি ইসলাম?

সে বললো, না। তবে ইসতিকলাল পার্টির প্রেসিডেন্ট সৎ মানুষ।

আমি বললাম, সৎ মানুষ হতে পারেন কিন্তু একজন মুসলমান সংগঠিত হবে ইসলামের জন্য। ইসলামের জন্য সে তার জান, মাল, সম্পদ ব্যয় করবে। তোমার পার্টি তো ইসলামের জন্য কাজ করে না। তুমি কেন সে পার্টিতে থাকবে? তুমি একজন ইসলামীক Idiology'র মেয়ে। তুমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে ইসলামের জন্য কাজ করো। সে বললো, জামায়াতে ইসলামীর লীডার খুব স্ট্রংম্যান নয়। আছে মোটামুটি। তবে পার্টি স্ট্রং।

আমি বললাম, জামায়াতের Workerরা ব্যক্তির জন্য কাজ করে না। তারা আল্লাহর জন্য কাজ করে। তোমার মতো স্ট্রং মেয়েরা পার্টিতে আসলে ইসলাম শক্তিশালী হবে। আমি তোমাকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের দাওয়াত দিলাম।

সে বললো, তোমার দাওয়াতের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলো। পার্টিতে যোগদানের সিস্টেম কি? কিভাবে রুকন হওয়া যায়?

আমি বললাম – জামায়াতের প্রথম স্টেজে সাপোর্টার, দ্বিতীয় স্টেজে Worker এবং তৃতীয় স্টেজে Full member হতে হয়। একজন Full memberকে-ই আমরা রুকন বলি। জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য তোমাকে পড়তে হবে। কুরআন-হাদীস নিয়মিত অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। সপ্তাহে ১ দিন কুরআন-হাদীস আলোচনার বৈঠকে বসতে হবে। তুমি যখন কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করবে। তুমি যখন একটি ফরয এবং একটি ওয়াজিবও তরক করবে না এবং কোনো একটি হারাম কাজ তোমার দ্বারা সংঘটিত হবে না তখন তুমি Full member অর্থাৎ জামায়াতের পরিভাষায় রুকন বলে গণ্য হবে।

আমি আরও বললাম, "জামায়াতে ইসলামী একমাত্র পার্টি, যার প্রতিটি Worker, বা প্রতিটি রুকনকে প্রতিদিন মিনিমাম ৩/৪ আয়াত অর্থসহ কুরআন এবং ২/৩টি হাদিস অর্থসহ বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।"

সে বললো, আমার কয়েকজন জামায়াতের friend আছে। তারা খুব ভালো।

www.nagorikpathagar.org

আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে Again দাওয়াত দিচ্ছি। সে হেসে আবারও ধন্যবাদ দিলো।

অনেক মেয়ে জানতে চেয়েছে, আমাদের পার্লামেন্টে মহিলা সদস্য কতজন, জামায়াতের কতজন সদস্য, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী কেমন শক্তিশালী, আর কোন্ কোন্ দল আছে, বাংলাদেশের মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ পড়ে কিনা, ওরা হিযাব করে কিনা, তোমরা কিভাবে কাজ করো ইত্যাদি।

তাদের সব কথার জবাব দিয়েছি। আমি সবাইকে কুরআন সুন্নাহকে নিজ ভাষায় বুঝার জন্য পড়াশুনা করা এবং কুরআনিক আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। সকলেই আমার এ কথাটিকে Appriciate করেছে।

সামনের ১০ তারিখ Roundtable discussion হবে। আমি একটি কথাই বলবো, তোমরা সব দেশের যতো মুসলিম মহিলা-পুরুষ ইরান বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদান করতে এসেছ, তোমাদের সকলের প্রতি আমার আবেদন বলো, আর দাওয়াত বলো, তা হচ্ছে, তোমরা সকলে কালামেপাক পড়ো, বুঝতে চেষ্টা করো এবং রসূলের সুন্নাহ পড়ো এবং বুঝতে চেষ্টা করো এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি আইন, প্রতিটি বিধানকে সকলে সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করো, তাহলেই মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়া মুসলিম ঐক্যের এবং সমস্যা সমাধানের আর কোনো বিকল্প আমার জানা নেই।

ঐতিহাসিক তুস নগর

আজ ৭ ফেব্রুয়ারি। দুপুরের লাঞ্চের পর আমার Back pain বেড়ে যায়। ফলে বিকালে মাসাদ শহর থেকে তুস নগরে যাওয়ার প্রোগ্রামে যোগ দিতে পারলাম না। তুস নগরে কবি ফেরদৌসীর মাযার রয়েছে। একটি ঐতিহাসিক নগর দেখার সৌভাগ্য হলো না বলে আফসোস লেগেছে। সব ডেলিগেটরাই গিয়েছে। হোটেলে আমিই শুধু রয়ে গেলাম। একটু রেস্টে থাকায় ব্যথাটা একটু কমেছে। রাতের লাঞ্চে নীচে যেতে হবে। আজকে লাঞ্চে গিয়ে দেখলাম মহিলারা দাঁড়িয়ে আছে, পুরুষরা বসে আছে। আমি শ্রীলংকা ও কেনিয়ার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে লবির একপাশে সোফায় গিয়ে বসলাম। নাইজেরিয়ার মেয়েটাও আসলো। শ্রীলংকার মেয়েটা বললো, তোমার বাংলাদেশের পার্লামেন্টের কথা কিছু বলো। কিছু আলাপ-আলোচনা হলো।

www.nagorikpathagar.org

খোরাসানের গভর্নরের লাঞ্চ

অতিথিদের সম্মানে খোরাসানের গভর্নর আজকে রাতে লাঞ্চ দিয়েছেন। খোরাসানের গভর্নরের স্ত্রী এবং গভর্নর দু'জনই এসেছেন। লাঞ্চের টেবিলে আমার পাশেই ডঃ গাজালে এবং খোরাসানের গভর্নরের স্ত্রী বসেছেন। ডাঃ গাজালে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো গভর্নরের স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি হাত বাড়িয়ে হাত মিলালেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কিভাবে কাজ করছেন?"

আমি বললাম, আমরা সবসময় চেষ্টা করছি আমাদের সাপোর্টার, ওয়ার্কার ও মেম্বার বাড়াতে এবং দিন দিন তা বাড়ছেই ইনশাআল্লাহ। এরপর ইলেকশনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে মেজরিটি হতে পারলে আমরা ইসলামিক সরকার গঠন করবো। আর যদি খোদা নাখাস্তা আলজেরীয় সালভেশন ফ্রন্টের মতো আমাদের অবস্থা হয়; তাহলে বিপ্লবের পথই বেছে নিতে হবে।

শুনে তিনি বললেন, "ইনশাআল্লাহ!"

গভর্নরের স্ত্রী ইরানী ভাষায়ই কথা বলছিলেন, আর ডাঃ গাজালে ইংলিশে তার কথা আমাকে ট্রান্সলেট করে শোনাচ্ছিলেন। ইরানী লিডাররা এবং ইরানী পার্লামেন্ট মেম্বাররা কেউ কিন্তু ইরানী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলেন না বা স্পীচ দেন না। ইরানী কিছু যুবক এবং মেয়েরা ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ এবং আরবি শিখেছে যারা সব সময় দোভাষীর কাজ করে থাকেন।

গভর্নরের স্ত্রী আমাকে আবার ইরানে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

লাঞ্চের পর গভর্নরের স্ত্রীর সাথে আমাদের কয়েকজন যৌথ ফটো তুললেন। শরীরটা বেশি ভালো ছিলো না। লাঞ্চের পর সোজা রুমে চলে এলাম এবং শোবার প্রস্তুতি নিলাম। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। তাই উঠে আবার লিখতে বসলাম। রাত পৌনে একটা। তারপরও কিছুতেই ঘুম আসছে না। ঘুম আসবে কি না জানি না। এটা আমার অসুস্থতা। মাঝে মাঝেই এ রকম হয়। লেখা এবং প্রোগ্রামের জন্য পড়াশোনা কোনোটাই হচ্ছে না শুধু কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া।

৬ ফেব্রুয়ারি মাসাদ আসার দিন সকালে ডাঃ গাজালেসহ ১২ জন বিভিন্ন দেশের মহিলা ডেলিগেটদের জামায়াতে ইসলামীর ইংলিশে লেখা পরিচিতি দিলাম। তারা খুব খুশী হলো।

www.nagorikpathagar.org

আলী রেজা মার্কেটে

৮ ফেব্রুয়ারি। সকাল ৭-৩০ মিঃ ব্রেক ফাস্টের জন্য হোটেলের কেন্টিনে চলে এলাম। আজ সারারাত একটুও ঘুমাতে পারিনি। শরীরটা অসুস্থ হলেই আর ঘুম হয় না। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। গাইড এসে জানালো, সকাল ১০টায় সকল ডেলিগেটদের আলী রেজা মার্কেটে নিয়ে যাওয়া হবে যার যার শপিং করার জন্য। কার্পেট আর কম্পিউটারের কিছু জিনিস কিনতে আমাকে ৩০০ ডলার দিয়েছিলো আমার ছেলেরা। কিন্তু আমি পাকিস্তানেই ১২২ ডলার খরচ করে এসেছি কেনাকাটা করে। পাকিস্তানে না কিনে যদি 'মাসাদে' কেনাকাটা করতাম তাহলে আধুনিক ডিজাইনের এবং বিভিন্ন কারুকার্য খচিত অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস কেনা হতো।

আমাদের এক এক ব্যাচের সঙ্গে এক একজন গাইড রয়েছে। আমাদের বলা হলো দেড় ঘন্টার মধ্যে আমাদের সব কেনাকাটা শেষ করতে হবে। গাইড আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র কিনে দিলো। আমরা সাড়ে বারটার মধ্যে কেনাকাটা সেরে হোটেল আসিয়ায় ফিরে এলাম।

হোটেল চান

দুপুরে ডিনারের জন্য আমাদেরকে অপর একটি হোটেলে নিয়ে গেলো। হোটেলটির নাম "হোটেল চান।" লিফটে আমরা হোটেলের ১২ তলায় উঠে গেলাম। হোটেলের ১২ তলার উপরে আমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবার টেবিল সাজিয়ে রাখা হয়েছে গ্লাস, কাটা চামচ, চাকু, প্লেট, সালাদের প্লেট, কোক, ইউগার্ড এসব। ইউগার্ড টক দধি। অনেকে খালি খাচ্ছিলেন। আমি ভাতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। চিকন চালের সাদা ও হলুদ রং মিশানো ভাত এলো প্রত্যেকের জন্য এক প্লেট করে, সাথে মুরগীর রানের রোস্ট ভর্তি বিরাট এক ডিস। আমি ২/৩ চামচ ভাতের সাথে সালাদ মিশিয়ে মুরগীর বড় একটা রান খেয়ে নিলাম। আর কিছু নিতে পারলাম না।

আজ ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের প্রধান শহর মাসাদ আমরা ছেড়ে যাবো। সব মুসলিম দেশের ডেলিগেট ভাই বোনদের এক বিরাট হোটেলের উপর তলায় জমায়েত করা হয়েছে। ইরান মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। মুসলিম মিল্লাতের সমস্যার সমাধান তুলে ধরছে তাদের সামনে। বেশ

www.nagorikpathagar.org

কয়েকটি মুসলিম দেশের বুদ্ধিজীবীরা এখানে একত্রিত হয়েছেন। তাদের চিন্তা-ভাবনা জাগ্রত করে দিয়েছে স্বাধীন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। এটি বিশ্বের সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন ইসলামী প্রজাতন্ত্র। কতো দায়িত্বানুভূতি তাদের। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে মহিলা-পুরুষ সবাই সদা কাজে তৎপর। মহিলারা ভিডিও করছে বোরখা পড়ে। বোরখা পড়ে ওয়ারলেছে কথা বলছে। ইরানের নেতারা সর্বক্ষণ ইসলামী বিপ্লবের কথা বলছেন। ইসলামের দুশমনদের চিহ্নিত করে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। ইরানের রেডিও-টিভিতে সিনেমায় বিপ্লবের প্রচারই হয় বেশী।

তেহরানের উদ্দেশ্যে মাসাদ ত্যাগ

'মাসাদ' শহরের হোটেল ত্যাগ করতে বিকেল ৩টা বেজে গেলো। বিমান বন্দরে পৌছতে ৪টা বেজে গেলো। 'মাসাদ' সময় বিকাল ৪-৪০ এ বিমান আকাশে উড়লো। ৫টা বাস এবং ৭টা কার আমাদের আগে পিছে এসেছে। বাম দিকে নেমে আমরা সোজা বিমানে উঠে গেলাম।

স্পেশাল বিমানে করে আমরা আবার তেহরানে ফিরে যাচ্ছি। আমার পাশে বসেছেন শ্রীলংকার সেই মহিলা সমাজকর্মী শিক্ষিকা। অনেক আলাপ হলো। শ্রীলংকার তামিল গেরিলারা যে মুসলমানদের হত্যা করেছে সে এলাকা তাদের এলাকা থেকে অনেক দূরে। শ্রীলংকায় জামায়াতে ইসলামী সংগঠন যে আছে সে জানে। তবে সে জামায়াতের সাথে যুক্ত নয়। আমি তাকে বললাম, একজন মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী একা থাকতে পারে না। তুমি জামায়াতে ইসলামীতে জয়েন করতে পারো।

বিমান ততক্ষণে আকাশে উঠে গেছে। আবার পর্বতরাজীর উপর দিয়ে আমরা পাড়ি দিয়ে চলেছি। আবহাওয়া খুব একটা ভালো নয়। আল্লাহপাক যেনো আমাদেরকে সহিসালামতে তেহরানে পৌছে দেন। বাইরে খুব ঠান্ডা। কিন্তু বিমানের ভেতরে ঠান্ডা নয়। সারা আকাশ জুড়ে মনে হয় সাদা পেঁজা পেঁজা তুলো প্রচুর জমে আছে। আমরা সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। পেঁজা পেঁজা জমাট তুলোর স্তূপ পেড়িয়ে এখন পাহাড়ের রাজ্যে এসে গেছি। উপরে রৌদ্র থাকায় পাহাড়ের কোথাও কালো, কোথাও সাদা, কোথাও নীল দেখা যাচ্ছে।

৩৭৫ জন বিদেশী ডেলিগেট এবার ইরানের বিপ্লব বার্ষিকীতে এসেছে। ৭-০৫ মিঃ আমরা তেহরান বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম। আমাদেরকে গাড়ীতে

www.nagorikpathagar.org

করে ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে আসা হলো। সেখান থেকে আমাদেরকে ৫টি বাসে করে ৪টি নিরাপত্তা প্রহরী কার এবং আরও ৬টি কার পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাত ৮টায় তেহরানের ললেহ ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে নিয়ে আসা হলো।

কাশ্মিরের উপর GROUP DISCUSSION

আমাদের রুমে আসতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। ৩৭৫ জন ডেলিগেট লিফটে উপরে উঠছে, লিফটে জায়গা নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা মহিলারা পুরো একটা লিফট ভর্তি হয়ে ২ ব্যাচে উপরে উঠে এলাম। লিফটে উপরে ওঠার সময় ডাঃ গাজালে জানালো আজকে রাত ৯টায় Group discussion আছে কাশ্মীরের উপর। অংশগ্রহণ করবে কাশ্মীর, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান। কাশ্মীরের মহিলা প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরে বসবাস করেন না। তিনি থাকেন ভারতের ব্যাংগালোরে। মাঝে মাঝে কাশ্মীরে আসেন।

এরই মধ্যে এক এক করে একজন কানাডিয়ান ইসলামী নেতা, লন্ডনের একজন শিক্ষাবিদ, একজন পাকিস্তানী লীডার এবং একজন কাশ্মীরী লীডার এসে একপাশে বসলেন। ডাঃ গাজালের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হলো। প্রথমে সকলের নাম পরিচয় এবং কে কি করেন, কোথা থেকে এসেছেন ইত্যাদি ইংলিশেই বললেন।

ডেলিগেটদের বক্তব্য

তারপর কাশ্মীরী বোনকে কাশ্মীর সম্পর্কে বলতে দেয়া হলো। তিনি সেখানকার করুণ দুঃখজনক অবস্থা, যা স্বচক্ষে দেখেছেন তার বিবরণ দিলেন। জনৈকা শিক্ষিত যুবতী মেয়ে, তার ঘরে ঢুকেছে ইন্ডিয়ান আর্মি। মেয়েটি প্রতিবাদ করায় তাকে গুলী করে মেরে ফেলে। বাবা-মার চোখের সামনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টুকরো টুকরো করে কাটছে ইন্ডিয়ান আর্মিরা। সে হতাশ। সেখানে কোনো শক্তিশালী লীডার নেই সে কথাও বললো সে।

এরপর আমাকে বক্তব্য দেয়ার জন্য বলা হলো। আমি প্রথমেই বললাম, I don't know english well. So you don't laugh at me. সবাই বলল, No no you say। প্রথমে আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে বলা হলো। পরে অর্থ বলতে বলা হলো। আমি বাংলায় তরজমা করলাম এবং আমার গাইডকে ডাকা হলো আমার বাংলা তরজমা ইংলিশ ট্রান্সলেট করে দেয়ার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

আমার বাংলা তরজমা ইংলিশে সে বলল।

আমি আমাদের দেশের আন্দোলনের অবস্থা তাদের সামনে তুলে ধরলাম। লেফটিস্টরা যে আমাদের আন্দোলনে শঙ্কিত ভীত এবং সুযোগ পেলেই ইসলামী আন্দোলনের যুবকদের হত্যা করছে তা সবিস্তারে বললাম। এ পর্যন্ত ৪৩ জনকে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় লেফটিষ্টরা হত্যা করেছে। তবুও জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের সাপোর্টার, ওয়ার্কার এবং মেম্বার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু কাশ্মীরের জন্য আমরা সমস্ত মুসলমানরাই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। কাশ্মীরের সমস্যা কাশ্মীরীদেরই সমাধান করতে হবে। কাশ্মীরী জনগণকে মুজাহিদীন লীডারের পেছনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং সমস্ত মুসলিম দেশগুলোকে কাশ্মীরীদের পক্ষে সোচ্চার হতে হবে এবং সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে।

কাশ্মীরী মহিলা ইমাম খোমেনীর খুব ভক্ত। আমি বললাম, তুমি ইমাম খোমেনীর মতো লীডার কোথায় পাবে? সব লীডার কি ইমাম খোমেনীর মতো হবে? তোমরা তোমাদের নেতাকে শক্তিশালী করো। দেশের সবাই তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ হও। একটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদের পদানত করতে পারে না। ইরানী জাতি যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, কত হাজার হাজার তরুণ জীবন দিয়েছে। কেউ বলেছে যে, ইমাম ভুল করছে? তাদের নেতার প্রতি ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ় সমর্থনের কারণে ইরানী জাতি একটি স্বাধীন ইসলামী প্রজাতন্ত্র লাভ করেছে। কাজেই তোমরা সবর করো। সমস্ত মুসলিম দেশ কাশ্মীরের ব্যাপারে সচেতন। হতাশ হয়ো না। কাশ্মীর একদিন মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। সেও আমার সাথে ইনশাআল্লাহ বললো।

এরপর কানাডার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতা বক্তব্য রাখলেন। সমস্ত কানাডিয়ান মুসলিমরা কাশ্মীরের জন্য কি কি করছে। ইন্ডিয়াকে বার বার হুশিয়ার করছে, তাদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য বলেছে এবং অর্থ কালেকশন করে কাশ্মীরে পাঠাচ্ছে।

এ সময় কাশ্মীরের মুজাহিদীন নেতা আসলেন। তিনি এসে উর্দু ভাষায় খুব জোড়ালো বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, ছোট্ট কাশ্মীরে ছয় লাখ ইন্ডিয়ান সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। এর মধ্যে মুজাহিদীন যুবকরা কিভাবে জান বাজি রেখে লড়ছে তিনি তা বর্ণনা দিলেন। বললেন, তারা একটুও ভীত নয়। ইন্ডিয়ান আর্মিরা মুজাহেদীনদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত। তিনি আরও বললেন, দুঃখজনক হলো,

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তান ছাড়া কোনো মুসিলম দেশ তাদের জন্য কিছু বলছে না। কিন্তু ভারতের মুসলমানরা বলছে, আমরা তোমাদের সাথে আছি।

একজন পাকিস্তানী মহিলা সাংবাদিক, বিভিন্ন দেশ সফর করেছে। সে বলছে, পাকিস্তান অস্ত্র দিয়ে কাশ্মীরীদের সাহায্য করছে।

পাকিস্তানী লীডার বললেন, না, কাশ্মীরীদের নিজেদের অস্ত্র তৈরীর কারখানা আছে। তারা সেখানে অস্ত্র তৈরী করছে।

রাশিদা আপাকেও কিছু বলতে বলা হলো। তিনি ইংলিশে কিছু বক্তব্য লিখে নিয়েছিলেন। তাই তিনি পাঠ করে শোনালেন।

শ্রীলংকার টিচার মেয়েটা নিজের পরিচয় দেয়ার পর বললো, আমাদের দেশে একই সমস্যা। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তা না হলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। ডাঃ গাজালে কাশ্মীরী লীডারকে দেখিয়ে বললেন, কাশ্মীরে এই শক্তিশালী লীডার রয়েছেন। ইরানে প্রচুর মানুষ ক্ষয় হয়েছে। বিপ্লবে এটাই হয়। এরপর কাশ্মীর মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। সকল মুসলিম দেশকে কাশ্মীরের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আবেদন জানিয়ে Discussion শেষ হয়।

www.nagorikpathagar.org

৯

ডিজিন স্পোর্টস সেন্টার

আজ ৯ ফেব্রুয়ারি। সকালে লাঞ্চের পর ডেলিগেটদের মধ্যে যারা যেতে চান তাদেরকে ডিজিন নিয়ে যাওয়া হবে। ডিজিন একটা স্পোর্টস সেন্টার। সেখানে মনে হয় দুপুরের লাঞ্চের ব্যবস্থা হবে। ডিজিন পাহাড়ী এলাকা। গাইড বললো, 'উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে। তোমার অসুবিধা হলে যেও না।' কয়েকদিন পর পরই একটু ব্যাক পেইন আমার আছেই। তাই উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে শুনে যেতে সাহস করলাম না। হোটেলেই রয়ে গেলাম। গাইড জানালো, 'আরও কয়েকজন রয়ে গেছেন। তুমি তাদের সঙ্গে আলাপ কর।' আমি এ সুযোগে লেখার একটু সময় পেলাম।

আন্দোলনের দাওয়াত

সকালে ব্রেকফাস্টের পর ডাঃ গাজালের রুমে গেলাম। ডাঃ গাজালে এবং তার পাকিস্তানী সাংবাদিক মহিলা বন্ধুটি একই রুমে থাকেন।

সাংবাদিক বন্ধুটি আমাকে পেয়ে বললো, বসো, তুমি কিছু বলো, আমি তোমার কথা ক্যাসেট করবো।

আমি বললাম, 'কি সম্পর্কে জানতে চাও বলো?'

সে আমাকে আমাদের পার্টি সম্পর্কে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে বললো। ক্যাসেটের ১ সাইডে ইংলিশে অপর সাইডে বাংলায় বক্তব্য রাখতে বললো।

আমি বলছিলাম, সে ক্যাসেট করছিল। ইতিমধ্যে প্রোগ্রামের সময় হয়ে গেলো।

সে উঠে গেলো।

আমিও উঠে গেলাম। বললো তোমার বাকী বক্তব্য পরে তুলবো।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর ডাঃ গাজালের রুমে গেলাম। খাবার টেবিলে ডাঃ গাজালে হেসে সালাম দিয়ে বলল, তোমার ভয়েস খুব সুন্দর। তুমি আর একটু ইংলিশ প্রাকটিস করো। ইংলিশ আমাদের জানা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

দুপুরে খাবার পর গাইডদের রুমে গেলাম। চারজন গাইড হোটেলে রয়ে গেছেন। তারা ডিজিনে যায়নি। অন্যরা গেছে। গাইডদের সাথে বিপ্লব সম্পর্কে আলাপ হলো। বিপ্লবের কতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ইনজেকশন পুশ করে মেরে ফেলেছে শাহের 'সাভাকে'র লোকেরা। কতজনকে ফুটন্ত গরম তেলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তারা 'ইজা যা-আ নাসরুল্লাহ' পড়তে পড়তে জীবন দিয়েছেন। অনেকের গুপ্তাংগ ছেদ করে দিয়েছে। শাহের 'সাভাকে'র লোমহর্ষক হত্যা ও অত্যাচারের কাহিনী শুনতে শুনতে মনে হয়েছে জালিমদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই বিপ্লব আসে। আমাদের দেশে আমরা কিভাবে কাজ করি গাইড বোনরা জানতে চাইলো।

আমি বললাম আমাদের সিস্টেম। আমরা আমাদের পার্টির মহিলা এবং পুরুষদের গ্রুপ করে করে সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করি।

তারপর আমি প্রশ্ন করলাম, তোমরা তোমাদের মেয়েদের ইসলাম শিক্ষা দেয়ার কি ব্যবস্থা করেছ?

তারা জানালেন, স্কুলেই ছেলেমেয়েদের ইসলাম শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া তেহরানেই তেরশত মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে। তাছাড়া টেলিভিশনে বাচ্চাদের নামায শিক্ষা দেয়া হয়।

প্যান্ট স্যুট পড়ে মাথায় টুপি দিয়ে একটি ছেলে নামাযে দাঁড়িয়ে নামাযের সমস্ত কায়দা কানুন শিখাচ্ছে দেশের তরুণদের। অজুর সব নিয়ম শিখাচ্ছে। টেলিভিশনে কোনো বাজে সিন নেই। বরং দেশের সমৃদ্ধির, উন্নয়নের চিত্র, বর্তমান ইরানের সমস্যা, ইসলামের দুশমনদের প্রতি জনগণকে সচেতন ও হুশিয়ারিকরণ, সাগর, ঝর্ণা, জলপ্রপাতের, ফুল, পাখী এবং সূর্যোদয়ের দৃশ্য ইত্যাদি টেলিভিশনে দেখানো হয়। কোনো বাজে সিন না থাকায় এবং সমস্ত মেয়েরা সরকারী নির্দেশে হিযাব ব্যবহার করায় সে দেশে যুবক-যুবতীদের মধ্যে কোনো অপরাধপ্রবণতা নেই বললেই চলে। ফলে যুবক-যুবতীদের বাজে চিন্তা করার কোনো সুযোগই নেই। সকলেই দেশের সার্বিক উন্নয়নের কাজে সদা তৎপর।

আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগে ছেলেমেয়েদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার কোনো উদ্যোগ নেই বলে জামায়াতে ইসলামী তার সাংগঠনিক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে

www.nagorikpathagar.org

পরিবারের সন্তানদের এবং সদস্যদের ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তারপর আমরা এদের মধ্য থেকে কর্মী গড়ে তুলি। যারা নিয়মিত কুরআন ক্লাসে এবং সাপ্তাহিক বৈঠকে হাজির থাকেন, আল্লাহর পথে নিয়মিত অর্থ ব্যয় করেন, কাজের রিপোর্ট রাখেন এবং মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন তাদেরকে আমরা কর্মী বলি। এরপর তারা অগ্রসর কর্মী হন। তারপর রুকন বা পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন।

পূর্ণ সদস্য হতে হলে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে যখন একজন অগ্রসর কর্মী কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে নিজেকে ঢেলে সাজান এবং যখন তিনি পূর্ণভাবে নিজকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য সোপর্দ করেন এবং ব্যক্তি জীবনে হারাম হালাল বেছে চলেন, কোনো ফরয, ওয়াজিব তরক করেন না তখনই তিনি রুকন বা সদস্য পদ লাভ বা রুকনিয়াত্ অর্জন করেন। এই রুকনদের উপরেই সংগঠনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়।

এ রুকনরাই জনগণের ভোটে তাদের সমর্থন নিয়ে পার্লামেন্টে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে যেয়ে আমরা পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহর আইন বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা করবো ইনশাআল্লা।

এ লক্ষ্য সামনে নিয়েই জামায়াতে ইসলামী ক্যাডার পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গত সেশনে ২০ জন জামায়াত এমপি পার্লামেন্টে গিয়েছেন। জামায়াত পার্লামেন্টে মেজরিটি হতে পারলে ইনশাআল্লাহ কুরআন সুন্নাহর আইন অনুযায়ী সরকার গঠন ও পরিচালনা করবে।

আর যদি আলজেরিয়ার সালভেশন ফ্রন্টের মতো আমাদের ভাগ্যবরণ করতে হয়, বর্তমান সরকার যদি ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনা না করে, দেশের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট না হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে আন্দোলনের পথ বেছে নিতেই হবে। বর্তমানে দেশে যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সে ব্যবস্থায় ইসলামী লোক তৈরি করতে।

এতে এক সুসংগঠিত ইসলামী কর্মী বাহিনী তৈরী হচ্ছে। ইসলামী নেতৃত্ব তৈরী হচ্ছে, তারা পার্লামেন্টে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। এ কাজে সকলের সহযোগিতা দরকার। কিন্তু দেশে এতো বেশী

www.nagorikpathagar.org

অনৈসলামিক কাজ হচ্ছে যে, জনগণের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কাজেই ইসলাম ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত দেশের অবস্থার সার্বিক পবির্তন হবে না।

তোমরা দোয়া করো আমাদের জন্য। তোমরা যে ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামের বিজয় এনেছো, আল্লাহপাক যেনো আমাদের কাছে এতো কুরবানী না চান। আল্লাহপাক যেনো আমাদের সহজ বিজয় দান করেন। বোনরা শুনে খুশী হয়ে বললো জাযাকাল্লাহু তাআলা।

রাশিদা আপার অভিজ্ঞতা

রাতে রাশেদা আপা ডিজিন থেকে ফিরে এলেন। তার কাছে ডিজিন ভ্রমণের কাহিনী শুনছিলাম। তিনি বললেন, ইরান এসে ডিজিন দেখতে যারা গেলো না তাদের কিছুই দেখা হলো না।

আমার খুব আফসোস লাগলো, না যেতে পেরে। অবশ্য না গিয়েও ভালোই করেছি। পায়ের ব্যথা নিয়ে পাহাড়ের উপরে স্পোর্টস সেন্টারে হয়তো উঠতেই পারতাম না। যারা গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে কুপোকাত হয়েছেন। রাশেদা আপা নাকি আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছিলেন, যেনো সকলের মাঝে পিছলে পড়ে না যান সে জন্য। আল্লাহর রহমতে তিনি কোনো রকমে নাকি পাহাড়ের উপরে উঠতে পেরেছেন পা পিছলে না পড়ে।

ঝুলন্ত চতুর্দোলা

ডিজিনে ডেলিগেটরা যে সুন্দর খেলাটি উপভোগ করেছেন তা নাকি পাহাড়ের উপরে ঝুলন্ত তারের চতুর্দোলায় চড়ে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ভ্রমণ।

আমি সিলেটের ছাতকে দেখেছি পাথরে বোঝাই করা বাক্স সুরমা নদীর উপর দিয়ে ঝুলন্ত তারের সাহায্যে নদীর এপাড় থেকে ওপাড়ে যাচ্ছে। মনে হয় এ ধরনের ঝুলন্ত তারে বাধা দোলনায় ডেলিগেটরা এক পাহাড় থেকে অপর পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন। রাশেদা আপা নাকি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন। ৪ জন করে এক এক দোলনায় বসেছেন। তাদের মনে হচ্ছিলো এই বুঝি দোলনা ছিড়ে পড়ে যাবে। ঝুলন্ত তারে অনেক দূর পর্যন্ত এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে তারা ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণের সময় রাশেদা আপা পাহাড়ের গুহায় কুকুর সাদৃশ নাম না জানা এক প্রকার জন্তু দেখেছেন। জন্তুগুলো তিনি চিনতে পারেননি। ডিজিন ভ্রমণ নাকি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। ডেলিগেটদের দুপুরের লাঞ্চ ডিজিন স্পোর্টস সেন্টারেই হয়েছে। সারাদিন ডিজিনে কাটিয়ে রাত প্রায় ১০টায়

www.nagorikpathagar.org

ডেলিগেটরা ডিজিন থেকে ফিরে এলেন। আমার অসুস্থতার জন্য ডিজিনে যেতে পারলাম না বলে খুব আফসোস হচ্ছিল সবকিছু শুনে। ইরান জাতির নিকট থেকে মুসলিম দেশগুলো এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আব্বাস প্যালেস

১০ ফেব্রুয়ারি। দুপুর ২ টায় আমরা আব্বাস প্যালেস দেখতে এলাম। শাহের আমলের অনেকগুলো প্যালেসের মধ্যে আমরা দুটো প্যালেস পরিদর্শনে এলাম তার মধ্যে অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ হলো আব্বাস প্যালেস। এটি তেহরান থেকে প্রায় ৩০/৪০ কিলোমিটার দূরে হবে। আমরা বরফের রাজ্য পাড়ি দিয়ে শাহের আব্বাস প্যালেস এবং White palace দেখতে এলাম। চারদিকে বরফের পুরু স্তূপ। ২/৩ হাত পুরু বরফ পড়েছে। তার মধ্যে খৃষ্টমাস ট্রিগুলো দিব্যি বেঁচে আছে। আরও এক প্রকারের গাছ দিব্যি সবুজ পাতাসহ বেঁচে আছে। এগুলো শীতের দেশের গাছ, এগুলো গরম দেশে একটুও বাঁচবে না। রাস্তার দু'পাশে ঘন বৃক্ষের সারি। শীতে পাতা ঝড়ে গেছে। বিশাল পর্বত কেটে রাস্তা, বাড়িঘর, বিল্ডিং, হোটেল ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। শাহের প্রাসাদ উঁচু পর্বতের উপরে। এধরনের শাহের প্রাসাদ তেহরানে বহু রয়েছে। মর্মর পাথরের সিঁড়ি এবং মর্মর পাথরের ফ্লোর। আমরা ঘুরে ঘুরে শাহের প্রাসাদ দেখছি। ফারাহ দিবার বেড রুম। শাহের বেড রুম, লিভিং রুম, রিসিপশন রুম, স্পেশাল ডাইনিং রুম, নিজেদের ডাইনিং রুম, বিদেশী বিশেষ মেহমানদের নিয়ে বসার স্পেশাল রুম সব পরে আছে। সারা বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। ২/৪ জন লোক আছে বাড়িটি তদারকির জন্য। শাহের প্রিয় খেলা বিলিয়ার্ড গেমস টেবিলে বল, র‍্যাকেট সব পড়ে আছে। সবকিছুই এখন তেহরানে দর্শনীয় বস্তু হয়ে আছে।

উঁচু পর্বতের উপরে পর্বতের গা কেটে বাড়ি ঘর করা হয়েছে। বাড়ির ছাদগুলোও পুরু বরফে ঢাকা। জনমানবের কোনো সাড়া শব্দ নেই। মনে হয় শীতে সব বাড়িঘর ছেড়ে গেছে। কিছু দূরে শাহের আর একটি প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। আমরা চারদিকে বরফে ঢাকা পর্বতের উপরে সমতল ভূমিতে একটি রাস্তায় গাড়ীতে বসে আছি। রাস্তায় এতোপুরু পেঁজা বরফ পড়েছে যে, যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বরফে পা ঢেকে যাবে। অনেকে নেমে গেলেন। কিন্তু আমার যাওয়ার সাহস হলো না।

এর মধ্যে গুড়ি গুড়ি বরফ পরছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ মনে হলো ঘন মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছিল আমাদের গাড়ী যেনো বরফের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

আটকা পড়ে না যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শাহের প্রাসাদ ছেড়ে তেহরানের পথে রওয়ানা করলাম।

আলী খামেনীর বাড়ি

পথে আমরা শুধু মহিলা ডেলিগেটরা, বর্তমান ইসলামিক লিডার ইমাম আলী খামেনীর স্ত্রীর সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা রিসিপশন রুমে ২ জন মহিলা আমাদের সবাইকে চেক করার পর বললো, "No Cemera, No Bag" সব রেখে আমাদেরকে ভিতরে যেতে দেয়া হলো।

২টা আঙ্গিনা পেড়িয়ে আমরা ইমাম আলী খামেনীর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। ১টা রুমে কার্পেটের উপরে চারদিক ঘিরে আমরা বসলাম। প্রথমেই লীকার চা এবং ভাজা খোসাসহ পেস্তা পরিবেশন করতে এলো দুজন পরিচারিকা। ইরানী সুন্দরী পরিচারিকা। গায়ে মাথায় কোনো স্কার্ফ বা চাদর নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে বেগম খামেনী এলেন। তাঁর সাথে তার ছোট্ট ৭ বছরের মেয়ে। উভয়েই বড় চাদর দিয়ে মাথা শরীর আবৃত করে এসেছে। আমরা আদর করে সবাই ছোট মেয়েটিকে চুমু খেলাম। কিন্তু পরিচারিকা মেয়ের পোশাক অশালীন। আমি এর কারণ বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হয়েছে, পরিচারিকা এবং সম্ভ্রান্ত মেয়ের মধ্যে পোশাকের পার্থক্য তারা করেন। পবিত্র কুরআনে সুরা আহযাবে বলা হয়েছে, "হে নবী! আপনি আপনার বিবিদের, কন্যাদের এবং মোমেন নারীদের বলে দিন, তারা যেনো বাইরে গেলে নিজেদের উপর বড় চাদর ঝুলিয়ে দেয়। তাতে তাদের চিনতে পারা যাবে না এবং তাদের উত্যক্ত করা হবে না।" এখানে দাসীদের বলা হয়নি। সে জন্য কি তারা পরিচারিকাদের পর্দা করা প্রয়োজন মনে করেন কিনা জানি না। কিন্তু একেবারে প্রথম এরকম একটি সৌজন্য সাক্ষাতে বিতর্কের প্রশ্ন তুলতে মন সায় দিলো না।

ইমাম আলী খামেনীর বয়স ৫২ বছর। তাঁর স্ত্রীর বয়স ৪২ বছর। তাঁদের ৪ ছেলে ২ মেয়ে।

আমরা সবাই বেগম খামেনীর বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। এক একজন প্রশ্ন করছিলেন আর তিনি জবাব দিচ্ছিলেন।

তিনি বললেন, আলী খামেনীকে জানতে হলে দুইভাবে জানতে হবে। বিপ্লবের আগের খামেনী ও বিপ্লবের পরের খামেনী। বিপ্লবের আগে তো তিনি দিনের পর দিন বাড়ি আসতে পারতেন না। তিনি যে আছেন তা জানার উপায় ছিল না। ইরান-ইরাক যুদ্ধে তিনি তাঁর হাতের তিনটি আঙ্গুল হারিয়েছেন। বিপ্লবের পরে এখন তিনি সব সময়ই ব্যস্ত থাকেন। আমাকে ও সন্তানদের তিনি খুব কমই

www.hagorikpathagar.org

সময় দিতে পারেন। তবে তিনি স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি খুবই স্নেহশীল।

বেগম খামেনী আরও বললেন, তাকেই সংসার, সন্তান, মেহমান তদারক করতে হয়। এ জন্য তিনি বাইরে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন না এবং অংশগ্রহণ করেনও না। ইমাম আলী খামেনী ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরেন। তাঁকে শান্তি দেয়াটাই আমার এখন বড় কাজ বলে আমি মনে করি।

রাত প্রায় ৭টা। আমরা ইরানের ধর্মীয় নেতা ইমাম আলী খামেনীর বাড়িতে তার স্ত্রী, সন্তান পরিবারের সাথে অনেকক্ষণ ধরে ঘনিষ্ঠ পরিবেশে অবস্থান করছি। মনটা আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলো। আর কোনো দিন ইসলামী বিপ্লবের দেশ ইরানে আসা হবে কিনা, আর এই মহান নেতার বাড়িতে তার পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ হবে কিনা ভাবছিলাম আর আবেগে আপ্লুত হয়ে বিদায় মুলাকাত করছিলাম। আমরা বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে এলাম।

ইমাম ফাতহীর সাথে সাক্ষাতকার

মাগরিব এবং এশা এক সাথে পড়বে তাই ইরানে মাগরিবের আযান দেয় একটু দেরী করে। রাতে আমাদের ইমাম ফাতহীর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী। সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখা গেলো সব মহিলা ডেলিগেটরাই এসেছেন। বিপ্লবের এই ১০ দিন কার কেমন লাগলো ইরানে তার উপরে সবাই বক্তব্য রাখলেন।

প্রথমে পাকিস্তানের ডাঃ গাজালে, সাংবাদিক মেয়েটা এবং জিম্বাবুয়ের মহিলা কথা বললেন। তারপর পর্যায়ক্রমে সবাই কিছু কিছু বললেন। আমিও কিছু বললাম। এরপর ইমাম ফাতহী সবাইকে ১টি হ্যান্ড ব্যাগ, একটি এলবাম এবং ১টি করে পেন্তার কৌটা উপহার দিলেন। সবাই আন্তরিক পরিবেশে মত বিনিময়ের পর বিদায় নিলাম।

যারা তেমন পর্দা করেন না তাদের অনেকে মিঃ ফাতহীর সংগে নিজকে ক্যামেরায় ধরে রাখলেন স্মৃতি হিসেবে। ১১ই ফেব্রুয়ারি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিপ্লব বার্ষিকী। আমাদেরকে সকাল ৭টার মধ্যে নাস্তা সেরে ৭-৩০ মিনিটে নীচের লবীতে যাওয়ার জন্য গাইড ফোন করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেড়ে নীচের লবীতে নেমে আসলাম।

www.nagorikpathagar.org

১০

বিপ্লব বার্ষিকীর ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন

আমাদেরকে আজ আজাদী স্কোয়ারে নিয়ে যাওয়া হবে। রওয়ানা হতে সকাল ৮টা বেজে গেলো। গাইডদের খুব ব্যস্ততা দেখলাম। আজকে প্রচুর বরফ পড়েছে। আমাদেরকে গরম পোশাক এবং ব্লাংকেট সাথে নিতে বলা হলো। আমরা সাথে করে ব্ল্যাংকেট নিয়ে নিলাম। সকাল ৯টার মধ্যে ইরানের রাজধানী তেহরানের আজাদী স্কোয়ারে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে গেলো।

বিদেশী মেহমানদের জন্য উপরে ছাউনী দিয়ে কম্বল বিছিয়ে স্টেডিয়ামের মতো করা হয়েছে, সেখানে আমাদের বসানো হলো। আমাদের সামনে খালি জায়গা। তারপর রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিং-এর ওপাশে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ সমবেত হয়েছে।

এক অনুপম দৃশ্য!

আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। আমাদের সামনে দিয়ে সারা তেহরানের স্কুল ছাত্ররা লাল সবুজ কোট পড়ে পতাকা হাতে চলে গেলো। সারা তেহরানের লোক সমবেত হয়েছে আজাদী স্কোয়ারে। লাল কোট পরা ছাত্ররা কয়েক সারিতে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে সাদা কোট পরা ছেলেরা দাঁড়িয়েছে। তারপর সবুজ কোট পড়া ছেলেরা দাঁড়িয়েছে। এভাবে ইরানের কিশোর তরুণ ছাত্ররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ইরানের 'পতাকা হয়ে গেছে' এবং তারা হেলে দুলে এমন ভঙ্গিমা করছে যেনো মনে হচ্ছে ইরানের পতাকা বিজয় উল্লাসে দুলছে।

বিপ্লবের বাজনার তালে তালে বিপ্লবের গান হচ্ছে। সৈনিকেরা আকাশ থেকে বেলুনে উড়ে উড়ে নামছে। বাদ্যের তালে তালে স্কুল ছাত্ররা পতাকা নাড়ছে। বেলুন উড়ছে, পাতাকা উড়ছে, পানির উচু ফোয়ারা থেকে পানি ঝড়ছে। আমাদের সামনে দিয়ে ইরানের সৈনিকরা মার্চ করে চলে গেলো। সামনের

www.nagorikpathagar.org

সাড়ির সৈনিকদের হাতে হযরত ইমাম খোমেনী, ইমাম আলী খামেনী ও ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির বিরাট বিরাট ছবি। সবুজ প্যান্ট পরা সৈনিকরা আল্লাহু আকবর ইমাম খোমেনী এবং আলী খামেনীর চিত্র খচিত পতাকা হাতে আমাদের সামনে দিয়ে মার্চ পাস্ট করে চলে গেলো।

যুদ্ধাহত তরুণ সেনাদের মহড়া

মূহুর্তে জনস্রোত রূপ নিলো জনসমূদ্রে। জনসমুদ্রের উপর দিয়ে ৪/৫টি হেলিকপ্টার উড়ে উড়ে ফুল এবং বিভিন্ন কারুকার্যের রঙিন কাগজ ছিটাচ্ছে। লাল, নীল, সবুজ পতাকা শিশুরা দোলাচ্ছে। ক্যামেরা, ভিডিও, টেলিভিশন সব আজ ব্যস্ত। বাবা মা শিশুদের নিয়ে এসেছেন। কেউ আজ মনে হয় তেহরানের ঘরে নেই। ইরান-ইরাক যুদ্ধে এবং ইরান বিপ্লবে যেসব যুবকরা পঙ্গু হয়েছেন, তাদেরকে হুইল চেয়ারে করে আজাদী স্কোয়ারে আনা হয়েছে। বিদেশী মেহমানদের সামনে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো একে একে। দেখলে সত্যিই মায়া লাগে। কি সুন্দর তরুণ যুবকরা! ইসলামী বিপ্লব সফল করতে আজ তারা পঙ্গু। কিন্তু তাদের চেহারায় কোনো দুঃখ নেই। বরং গর্বিত চেহারা। দেহের প্রিয় অংগের বিনিময়ে তারা ইসলামী বিপ্লবের বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। তাই ইরান সরকার ও জনগণের কাছে এদের অনেক সম্মান। বাংলাদেশে মুক্তি যোদ্ধারা যে সম্মান দেশের সরকার এবং জনগণের কাছে পায়নি।

বক্তব্য শুরু

সকাল ১০টায় বক্তৃতা শুরু হলো। আল্লাহ পাকের হামদ এবং তাঁর রাসূলের উপর দরুদ পড়ার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ জনতা সমস্বরে বলে উঠে 'আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মোহাম্মদ-ওয়ালা আলিহি মোহাম্মদ। জনতার সমস্বরে দরুদ পাঠ সারা আজাদী স্কোয়ারে অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

ইমাম খোমেনীর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে জনসমুদ্র সমন্বরে 'আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মদ, ওয়ালা আলিহী মোহাম্মদ' বলে উঠে। ইরানের জনগণ ইমাম খোমেনীকে বলে, "মিল্লাতে ইমাম, সাড়া জাহানের ইমাম, ইরানের জনগণের শ্লোগান "No East, No Weast, Islam is the best," এটা তাদের বিপ্লবী শ্লোগান।

'বিসমিল্লাহ', 'ওয়াল আসরে', 'আলামতারা কাইফা ফাআলা', সূরা পাঠের পর

www.nagorikpathagar.org

সূরা ওয়াল ফাজরে থেকে "ওয়াছামুদাল্লাজিনা যাবুস মোয়াখরা বিল ওয়াদ, ওয়াফিরআওনা জিল আওতাদ, আল্লাজিনা তোয়াগাও ফিল বিলাদ" - সমস্বরে তেহরানের সমস্ত স্কুল ছাত্ররা পাঠ করছিল। ইসলামী বিপ্লবের দেশ ইরানে সর্বত্র ইসলামী বিপ্লবের বিকাশ ঘটেছে। ৯০% মুসলিম বাংলাদেশে আমাদের কোনো অনুষ্ঠানেই বাচ্চাদের এভাবে কুরআন তেলাওয়াত করানোর রেওয়াজ নেই ইসলামের ঐতিহ্য অনুযায়ী।

আবার বক্তৃতা শুরু হলো ইরানী নেতাদের। ইরানী নেতারা ইরানী ভাষায়ই বক্তৃতা করলেন। মাঝে মাঝে ইসলামী ইনকিলাব, হর দুনিয়া, ইমাম খোমেনী, রাসূল সা. জমহুরীয়া ইসলামী ইত্যাদি শব্দগুলো বোঝা যাচ্ছিল।

ইরানী নেতাদের ভয়েস এতো জোড়ালো এবং বিপ্লবী যে, আমেরিকার মতো একটি পরাশক্তি তাদের ভয় পেয়ে গেছে। ছালামে জমহুরীয়া ইসলামী তেহরান, ছালামে ইমামে মোতাহারে, ছালামে রাসূল সা. অনেক ইমামের উপরে সর্বশেষ রাসূল সা.-এর উপরে দরুদ ও সালাম পেশ করে বক্তব্য শুরু হলো।

শিশুরা দেশাত্মবোধক ও বিপ্লবের গান গাইছে। নেতারা আজাদী গেট, যে গেট কয়েক তলা বিল্ডিং-এর সমন্বয়ে করা হয়েছে। সে বিল্ডিং থেকেই অনবরত বক্তব্য রেখেই চলেছেন। সেকি জোড়ালো ভয়েস, সে বজ্রকণ্ঠের ভাষণে সাড়া আজাদী স্কোয়ারের লক্ষ লক্ষ জনতা উত্তাল হয়ে উঠেছে।

স্কুল ছাত্ররা সমস্বরে আরবী দেশাত্মবোধক গান গাইছে - আদ্‌দীনুলানা, ওয়াল হাক্কুলানা, ওয়াল আদ্‌লুলানা, ওয়াল কুল্লুলানা, ওয়াল ইসলামু লানা দীনান, ওয়াল..... । মনটা আনন্দে ভরে গেলো এই পরিচিত গানটি শুনে। কারণ এই গানটি অনেক দিন শুনেছি আমার ছোট ছেলে সাইফুল্লাহ্ মানছুরের কণ্ঠে। বাচ্চারা পতাকা নেড়ে আবার উৎফুল্লতা প্রকাশ করছে।

সাইয়েদ ইমাম আহমাদ খোমিনী

এবার ইমাম খোমেনীর ছেলে বক্তৃতা শুরু করলেন। লাওলা আন হাদানাল্লাহ- .....বিসমিল্লাহ বলে। খোদাওয়ান্দতায়ালা বলে কতো কথা যে বলা হচ্ছে ইরানী ভাষায় বুঝতে পারছি না। বক্তৃতা হচ্ছে তেজোদীপ্ত ভাষায়। বক্তৃতার মাঝে মাঝে ইসলামের দুশমনদের কথা বলা হচ্ছে। বক্তৃতায় মাঝে মাঝে উত্তাল জনসমুদ্র সমস্বরে কি বলে যেনো চিৎকার করে উঠছে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে।

www.nagorikpathagar.org

কতোক্ষণ পর পর ইমাম শহীদান, বেহেশতি জাহারায় যতো লোক শহীদ হয়েছে, ইমাম খোমেনী, ইমাম হোসাইন, জয়নাল আবেদীন এবং হুজুর সা.সহ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি সালাম বলা হচ্ছে। লাখ লাখ ইরানের নরনারী হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে শ্লোগান দিচ্ছে তাদের ভাষায় - 'আমেরিকা নিপাত যাক।' 'Don't with America' পশ্চিমা জগত ইরানী নেতাদের তেজে ভীত সন্ত্রস্ত। ইরানী নেতারা হেলিকপ্টারে করে বিশাল জনসমুদ্রের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছেন তাদের বিপ্লব দিবসের বিশাল দেশপ্রেমিক জনতাকে।

বাচ্চাদের হাতে সুন্দর সুন্দর বেলুনের তোড়া দেয়া হয়েছে। বাচ্চারা বেলুন উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে মনে হচ্ছে আজ ইরানীদের ঈদের দিন।

আমাদের বিদেশী মেহমানদের সামনে যুদ্ধে আহত বিপ্লবী পঙ্গু যুবকরা হুইল চেয়ারে করে যাচ্ছে। কারো হাত পা দুটোই পঙ্গু, কারো একটা পা নেই। কেউ ক্রাচে ভর দিয়ে আসছে।

বক্তৃতা অনবরত চলছে আজাদী স্কোয়ারের সুউচ্চ স্তম্ভ থেকে। 'জাহানে ইসলাম, মিল্লাতে মুসলমান, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' নেতাদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল। লাখ লাখ জনতার মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল "ইসরাইল-আমেরিকা" নিপাত যাক। তাদের ভাষায় ------ আমেরিকা, ----- ইসরাইলী। বাদ্যের তালে তালে ইরানী জাতীয় সংগীত বেজেই চলেছে, 'আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' খচিত বিরাট পতাকা একজন বৃদ্ধ বহন করছিল। মাঝে মাঝে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উপরে উত্তোলন করে শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষসহ বিশাল জনতা বিপ্লবী শ্লোগান দিয়ে জাতির ভেতরে বিপ্লবের জোস জাগিয়ে তুলছে।

এ জাতিকে কে পদানত করবে? যেখানে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ। আমেরিকার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে আকাশ বাতাস মুখরিত করে '---- আমেরিকা, --- আমেরিকা। আমেরিকা নিপাত যাক, কোনো ভয় নেই, কোনো শংকা নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল, বাতিল পরাশক্তির বিরুদ্ধে আপোসহীন এক সংগ্রামী সোচ্চার জাতি। ইরানের মতো বিশ্বমুসলিম যতোদিন সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল না হবে, নিজেদের ভিতরকার সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ না হবে, ততোদিন মুসলিম মিল্লাতের মুক্তি নেই। এইসব ভাবছি আর শুনছি - ইসলামী ইনকিলাব, আল্লাহ আকবর ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছে তেহরানের লাখ লাখ জনতা।

www.nagorikpathagar.org

হোটেলে ফেরার পালা

লিডারদের বক্তৃতা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই আমরা বেরিয়ে এলাম। এখন হোটেলে ফিরে যাওয়া আর এক বিপদ। গাড়ীতে সবার সময়মতো উঠতে বিলম্ব হয়ে গেলো। বক্তৃতা শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে আমাদের গাড়ী ছাড়তে পারলে আমরা ১০ মিনিটের মধ্যে হোটেলে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমাদের গাড়ী ছাড়ার আগেই ততোক্ষণে জনস্রোতের ঢল নেমে এসেছে আজাদী স্কোয়ার থেকে। আমাদের গাড়ীর আগে আগে নিরাপত্তা প্রহরীদের গাড়ী চলছিলো এবং লোকজন সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো তারা। তা সত্ত্বেও আজাদী স্কোয়ার থেকে হোটেলে ফিরতে আমাদের প্রায় ২ ঘন্টা লেগে গেলো। হোটেলে ফিরতে দুপুর ১টা বেজে গেলো। নামায সেরে লাঞ্চে যেতে হবে। ২টার মধ্যে লাঞ্চ শেষ করতে হয়।

International Wemens Organization

লাঞ্চের পরই আমাদের গাইড জানালো, আজকে মহিলা বিষয়ক আলোচনা মহিলারাই করবে। তোমরা যারা অংশ নিতে চাও এসো। শরীর খুব ক্লান্ত ছিলো তথাপি মহিলাদের ব্যাপারে আলোচনা হবে, গেলাম আলোচনায়। বক্তব্য রাখলেন একজন গাইড, তিনি ইঞ্জিনিয়ার এবং দায়িত্বশীলও বটে। বক্তব্যের শুরুতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বক্তৃতা শুরু করেন। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান আজও কি কি সমস্যার মোকাবিলা করছে তিনি তার বক্তব্যে জানালেন। তিনি জানতে চাইলেন ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান সম্পর্কে ডেলিগেটদের অভিমত। আজও ইরান আমেরিকা ও বৃটেনের অর্থনৈতিক অবরোধের চাপের মুখে আছে। কিন্তু স্বাধীন ইরানী জাতি আল্লাহ্‌র, নিজ শক্তি, সহায় এবং সম্পদের উপর নির্ভর করেই এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশের মহিলা ডেলিগেটরা যারা এসেছেন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে কি কি প্রয়াস নেয়া যায় এ সম্পর্কে উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি নিম্নোক্ত বিষয় তুলে ধরলেন ঃ

১. তারা একটি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স অর্গানাইজেশন করতে চান।
২. তার নামের ব্যাপারে সকলের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, এবং নাম দিতে বললেন।

www.nagorikpathagar.org

৩. প্রতি ৬ মাস অন্তর তারা মিটিং-এ মিলিত হবেন।
৪. যে কোনো দেশে মিটিং বসতে পারে। তবে সেটা অর্গানাইজেশনের সদস্যভুক্ত দেশ হতে হবে।
৫. প্রতি মাসে ঠিকমত কাজের রিপোর্ট হবে।

অর্গানাইজেশনের নাম ও রিপোর্টের প্রোফরমা এখনো তৈরী হয়নি। আমি রিপোর্টের প্রোফরমা তৈরী করে আমাদেরকে দিতে বললাম। এখানেই মিটিং শেষ করে আমরা রুমে ফিরে এলাম।

গাইডেন্স মিনিস্টারের সাথে পর্যালোচনা

রাত দশটায় Guidence Minister জনাব আবতাহী আবার আমাদের সাথে মিট করবেন, গাইড জানালো। আমাদের ফ্লাটেই আমাদের রুমের কয়েকটা রুম পরে একটি কক্ষে আমরা সমস্ত মহিলা ডেলিগেট তার সাথে আবার মিট করলাম। আমার বোরখা পরতে দেরি হচ্ছিল। গাইড বললো, তোমার পরণে ফুল লং ড্রেস রয়েছে। আবার রোরখা লাগবে কেন? তারা ঘরে শর্ট স্কার্ট পরে। বাইরে গেলে বোরখা পরে।

জনাব আবতাহী জানতে চাইলেন, মহিলা প্রতিনিধিদের কাছে ইরানের বিপ্লব বার্ষিকী কেমন লাগলো? তিনি আরও বললেন, এখনো ইসলামের দুশমনরা আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর রয়েছে। তোমরা ইরানকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং সমর্থন দেবে।

একজন আফ্রিকান মহিলা যিনি আফ্রিকান মুসলিম মহিলা অর্গানাই-জেশনের চেয়ারম্যান। সে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করে দিলো, 'লংলীভ ইরান, লংলীভ ইসলাম, লংলীভ ইসলামিক উইমেন্স অর্গাাইজেশন, লংলীভ আবতাহী' ইত্যাদি। তার শ্লোগানে অনেকে হেসে সারা দিল।

গতকাল যারা আবতাহী প্রদত্ত প্রেজেন্টেশন গ্রহণ করেননি তারা আজকে প্রেজেন্টেশন গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক কোম নগরী

১২ ফেব্রুয়ারি। আজকে কোনো প্রোগ্রাম নেই। কিন্তু গাইড বলে গেলো 'কোম' নগরী যাওয়া হবে। তুমি যাবে কি না? আমি জানতে চাইলাম বেলা ১২টার মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

কোম নগরী থেকে ফেরা যাবে কি না? কারণ আজকে ১২ ফেব্রুয়ারি কোনো প্রোগ্রাম নেই জেনে আমাদের সংসদ উপনেতা আবদুস সুবহান সাহেবের জামাতার বাসায় দাওয়াত গ্রহণ করেছিলাম। দুপুর ১২টার মধ্যে জামাতা নূর হোসেন আমাদের নিতে আসবেন। আমরা কথা দিয়েছি যে, ইনশাআল্লাহ বেলা ১২টার মধ্যে হোটেলে থাকবো। গাইড জানালো যে, কোম নগরী অনেক দূর। আজকে ফিরতে অনেক দেরি হবে। তাই আমাদের আর ঐতিহাসিক কোম নগরীতে যাওয়ার নসিব হলো না। জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটির ভিসি জনাব সালেহ আহমদ, মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব শামসুল হক, ডঃ এনামুল হক এবং সাংবাদিক গিয়াস সিদ্দিকী কেউই কোম নগরীতে যেতে পারেননি দাওয়াত গ্রহণের ফলে।

বিপ্লবী কর্মী তৈরীর মাদ্রাসা

কোম নগরীতে বিশাল মাদ্রাসা রয়েছে। ইমাম খোমেনী এই মাদ্রাসার মাধ্যমেই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে দেশ পরিচালনার যোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব তৈরী করেছেন। এ মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষা এবং ট্রেনিং নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে জনগণের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে এবং এরপরই ইমাম খোমেনী র. ইরানে ইসলামী বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন।

কোম এবং আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের দেশের হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্ররা যদি মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে দেশের জনগণের কাছে গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো তাহলে দেশের জনগণ ইসলাম সম্পর্কে এতো বিভ্রান্ত হবার সুযোগ পেতো না। ইসলামের দুশমনরা, বামপন্থী-রামপন্থী, ইহুদী, খৃস্টানরাও মুসলমানদের ঈমান-আকীদার উপর এতো চতুর্মুখী হামলা চালাবার সুযোগ পেতো না। দেশের মাদ্রাসা ছাত্রদের রাসূল সা.-এর আদর্শ অনুযায়ী বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করে দিতে পারলে এ দেশে আল্লাহর আইন কায়েম হতে বেশী সময় লাগতো না এবং এই মাদ্রাসা ছাত্ররাই ইসলামী আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারতো।

www.nagorikpathagar.org

কোমে বর্তমানে সেই ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। যেখানে ছাত্ররা কুরআন-হাদীসের ব্যাপক জ্ঞানের সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞানার্জন করছে। কোমে মেয়েদের জন্য পৃথক মাদ্রাসা এবং একটি লাইব্রেরীও রয়েছে। যেখানে হাতে লেখা এবং ছাপানো বই রয়েছে ৩০ হাজার। এ লাইব্রেরী থেকে কেউ বই নিতে চাইলে কম্পিউটারে ছাপিয়ে বই দেয়া হয়। মূল বই লাইব্রেরীতেই থাকে। মূল বই কাউকে দেয়া হয় না।

কোম নগরীর মহিলা মাদ্রাসায় বাংলাদেশী ২টি মেয়েও পড়াশুনা করছে এবং বেশীরভাগ পাকিস্তানী এবং ইরানী মেয়েরা সেখানে পড়াশুনা করছে।

www.nagorikpathagar.org

১১

মাওলানা আব্দুস সোবহানের জামাইর বাসা

মাওলানা আব্দুস সোবহানের জামাই নূর হোসেনের বাসা তেহরান নগরীর এক প্রান্তে। প্রায় আধা ঘন্টা সময়ের বেশী লেগে গেলো বাসায় পৌঁছতে। জামাই নিজে এসে আমাদের সাথে করে নিয়ে গেলেন। হোটেল থেকেই আমাদের গাড়ী দেয়া হয়েছিল দাওয়াত খেতে যাওয়া-আসার জন্য। যারা প্রবাসী জীবন যাপন করেন তারা দেশী আপনজন পেলে যেমন আনন্দ পান তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যও সেটা খুবই আনন্দ এবং খুশীর বিষয়। তাই আমাদের দেখে সোবহান সাহেবের নাতি-নাতিরাও মহা খুশী। নূর হোসেনের স্ত্রী এগিয়ে এলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। অবশ্য পেঁজা পেঁজা বরফে হাটতে তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। নূর হোসেনের বাসায় পৌঁছুতেই প্রায় ২টা বেজে গেলো। হোটেলে কিন্তু দেরী হয়েছিল। আবার হোটেল থেকে গাড়ীও বেশ দূরে রাখা হয়েছিল। রাস্তার জানজট পেরিয়ে গাড়ীতে পৌঁছতেও বেশ সময় লেগেছে। ফলে এখানে আসতে ২টার বেশী বেজে গেল।

পাহাড়ের ঢালে নূর হোসেনের একতলা বাড়ি। বাসার সামনের রাস্তাটাও ঢাল হয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে। বাসার সামনে পেঁজা বরফ পুরু হয়ে পড়ে আছে। পেঁজা বরফের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে হাঁটা যায়। পা উঠালেই পেঁজা বরফ পা থেকে ঝরে যায়। পেঁজা বরফে হাঁটতে তেমন কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বরফ যেখানে শক্ত হয়ে যায় সেখানে হাঁটাই বিপজ্জনক। শক্ত বরফ খুব পিচ্ছিল। সাবধানে না হাঁটলে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ডিজিনে গিয়ে নাকি সেদিন ৪/৫ জন আছাড় খেয়ে পড়েছেন। এ দেশে এ অবস্থাই শীতকালে। লন্ডনেও একই অবস্থা।

একতলা বাড়ী। বাড়ীতে তিনটি রুম। শহর থেকে বেশ দূরে হওয়ায় শহুরে হট্টগোল বা গাড়ীঘোড়া চলাচলের আওয়াজ এখানে নেই। নীরব এলাকা। আমরা বাকী দিনটা প্রায় সেখানেই কাটালাম। খুব ভালো লাগলো। নাতিরা আমাদের পেয়ে খুব খুশী।

www.nagorikpathagar.org

অনেক দিন পর দেশী খাবার

মাওলানা সোবহান সাহেবের মেয়ে আমাদের শাক রান্না করে খাওয়ালো। ইরানে এই ১০/১২ দিন কোনো দেশী খাবার খাইনি। তাই হঠাৎ দেশী খাবার, ভাত-মাছ পেয়ে সবাই পেট ভরে মজা করে খেলাম। পাশাপাশি দুটি রুমে, আমি সোবহান সাহেবের মেয়ে এবং নাতিরা একত্রে আহার এবং গল্পগুজব করছিলাম। পাশের রুমে আমাদের বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী ভাইয়েরা জামাইর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া এবং গল্পগুজব করে কাটালেন।

মেয়ের বর্ণনায় ইরানী বিপ্লব

সুবহান সাহেবের মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইরানে আছে। সে বিপ্লবপূর্ব ইরানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বললো - 'বিপ্লবপূর্ব অবস্থার কথা কি আর বলবো, আশেপাশেই মদের আড্ডা ছিলো। খারাপ মেয়েলোক ছিলো যাদের কাছে পুরুষরা যাতায়াত করতো। মদের আড্ডাখানা সব মিছমার করে দেয়া হয়েছে। সারা ইরানে কোনো মদের দোকান নেই। সুদের ব্যবসা, সুদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নেই। বেপর্দা মেয়ে নেই। যাকাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় ও বিলি-বন্টন হওয়ার ফলে দরিদ্র নারী-পুরুষ চোখে পড়ে না। ছোট-বড় সকল মেয়েরা পর্দা করার কারণে সারা ইরানে কোনো নারী নির্যাতনের ঘটনা নেই।

মেয়ে আরও গল্প করলো, সমাজের খারাপ লোকরা এখনো সমাজে চোরের মতো ঘাপটি মেরে আছে। গোপনে আনাচে-কানাচে বলাবলি করে যে, আগে ইরানী তরুণী-তন্বী মেয়েরা তাদের টুকটুকে গোলাপী উরু, হাতের বাহুগুলো বের করে হাঁটতো, কি সুন্দরই না দেখাতো! আর এখন সেই মনোলোভা মেয়েগুলোকে বোরখা পরিয়ে কালো কাক বানিয়ে ছাড়ছে।'

হ্যাঁ দুষ্ট লোকেরা মেয়েদের বোরখা পরাকে কাকের সাথে তুলনা করলে কি এসে যায়? বিপ্লব-পূর্ব অবস্থার চিত্র দেখিয়েছে ইরান সরকার আমাদের। সেখানে মেয়েরা রেপ হয়ে পড়ে আছে, মাতাল হয়ে পড়ে আছে, মেয়েরা ফ্রাস্টেশনে ভুগে ওভার ডোজ ইনজেকশন নিয়ে মরে পড়ে আছে। বর্তমানে ইরানে এ ধরণের কোনো ঘটনা নেই। মেয়েরা ইরানে এখন সম্মানীতা। ইসলাম মেয়েদের যে সম্মান দিয়েছে, বিশেষ করে ইসলামী পর্দার বিধানটুকু মেনে চলার কারণে ইরানী মেয়েরা আজ ঘরে-বাইরে সর্বত্র সম্মানিত। পুরুষরা তাদের সাথে শ্রদ্ধার সাথে, সম্মানের সাথে কথা বলে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশেও প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতন চলছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পর্যায়ে। আমাদের দেশের এবং পাশ্চাত্য দেশের মুসলিম মেয়েরাও ইসলামের এই পর্দার বিধানটুকু মেনে চললে তারা আবার পুরুষের কাছে, স্বামীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্রী হতে পারে। তারা ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে পারে।

কার্পেটের মতো জিনিষটা

আমরা আসরের নামায পড়ে হোটেলে রওয়ানা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। পথে কিছু কেনাকাটা করবো, নুর হোসেনকে বললাম। নূর হোসেনের ঘরে কার্পেটের কারুকার্য করা (কিন্তু কার্পেট নয়) মোটা সতরঞ্জির মতো কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। ভারী পছন্দ হলো আমার। জিনিসটার দাম নাকি বেশী নয়। কার্পেটতো কেনার নছিব হবে না, যে দাম ইরানী কার্পেটের। তাই কার্পেটের মতো দেখতে জিনিসটা কেনার শখ হলো। নুর হোসেন বললো, 'পথেই কিনে দেয়া যাবে। আমার পরিচিত দোকান আছে, যেখান আমি সবসময় কেনাকাটা করি।' আমরা বিদায় নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। নূর হোসেন আমাদের সাথে এলো কিছুদূর এগিয়ে দিতে এবং জিনিসটা কিনে দিতে। নূর হোসেনের আদর-আপ্যায়ন, প্রায় সারাটাদিন মেয়ের সাথে কথাবর্তা এবং নাতি-নাতনীদের সাথে সময় কাটিয়ে ভালই লাগলো।

ইরানী তুহমান

জামাই আমাদেরকে কেনাকাটা করে দিলো। আমি ডলার দিলাম। দোকানী ডলার ভাঙ্গিয়ে ইরানী 'তুহমান' ফেরত দিলো আমাকে। ইরানী মুদ্রাকে 'তুহমান' বলে। ইরানী মুদ্রার মূল্যমান অনেক কম। ১টি ডলারে ইরানী কয়েকশত তুহমান পাওয়া যায়। জামাই সঙ্গে না আসলে তুহমানের হিসাব করে কেনাকাটা করাই সম্ভব হতো না। কেনাকাটা সেরে আমরা এবার জামাই নূর হোসেনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। দেশে আসলে আমার বাসায় আসার জন্য দাওয়াত দিলাম। শুনলাম তারা শীঘ্রই ইরান থেকে দেশে চলে আসবেন। ইরানে তারা আর্থিকভাবে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না, তাই দেশে গিয়ে কিছু একটা করার চিন্তা-ভাবনা করছে।

আলবোর্জ পর্বতমালা

রাজধানী তেহরানের উত্তর-পূর্বদিকে বিশাল 'আলবোর্জ' পর্বতমালা ঘিরে রয়েছে। সেই পর্বতমালার রাজ্যেও বাড়ী-ঘর করা হয়েছে। উঁচু পর্বতের ঢালে দালান-কোঠা করে রাখা হয়েছে। উপরে উঠলে বোঝা যায় না যে বাড়ীটা উঁচু পর্বতের উপরে। পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে। আমার কাছে সমগ্র তেহরান নগরীর প্রাকৃতিক পরিবেশ পুরো ইংল্যান্ডের মতোই মনে হয়েছে। যদিও

www.nagorikpathagar.org

আবহাওয়া, লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষ্টি-কালচার লন্ডনের চেয়ে আলাদা। সমগ্র বৃটেনে প্ল্যান করে এমনভাবে বাড়ীঘর করা হয়েছে, গাছপালা লাগানো হয়েছে যাতে করে মনে হয়েছে সারাটা দেশই একটা সাজানো বাগান।

আমি যখন বৃটেনের বড় বড় শহর ঘুরেছি, তখন তাদের দেশের সমৃদ্ধি দেখে বারবার সাথীদের বলেছি, 'বেনিয়ার জাত, সারা দুনিয়া চষে, লুটেপুটে এনে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে।' আমার সাথীরা হেসে বলতেন, 'আসলেই তাই।'

হোটেলে পৌছতে মাগরিব হয়ে গেলো। রাতে রাশেদা আপা কোম নগরী থেকে ফিরে এলেন তাঁর কাছে কোম নগরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সব জেনে নিলাম। যা আমি আগে বর্ণনা করেছি।

এবার দেশে ফেরার পালা

১৩ ফেব্রুয়ারি। আজ আমাদের বিদায়ের পালা। গতরাত থেকেই আমরা বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ চিঠি বিনিময়ের কথা অনেকে বললেন। বিশেষ করে থাইল্যান্ডের মেয়েটা যে আমাকে মাম্মী বলে ডাকতো, সে আমাকে তার ঠিকানা দিলো।

লারমিনা বেলেভিক

রাশিয়ার মুসলিম Country যুগোশ্লাভিয়ার একটি মেয়ে। নাম তার লারমিনা বেলেভিক। সে সকলের অভিমত কালেকশন করছিলো - ইরান ভ্রমণ কেমন লাগলো। পরে শুনলাম, মিঃ আলি আবতাহি Minister of Guidence তাকে কালেকশন করতে বলেছেন। আমি আমার অভিমত দিয়েছি। সে ইরান ভ্রমণে বিভিন্ন জায়গার চিত্র কালেকশন করেছে। মাসাদে দেখেছি আলি রেজা মসজিদের চত্বরে দাড়িয়ে চারদিকের ছবি তুলছে। আসলে ক্যামেরা না নিয়ে খুবই ভুল করেছি।

লারমিনা বেলেভিক আর একটি চমৎকার জিনিস আমাদের প্রত্যেককে উপহার দিয়েছে। তা হচ্ছে, তার নিজ হাতের লেখা সকল ডেলিগেট বোনদের ঠিকানা। এটা পেয়ে আমি সবচেয়ে খুশী হয়েছি। মেয়েটি খুব পরিশ্রম করেছে। বসনিয়ার নারী নির্যাতনের ঘটনায় মেয়েটির কথা খুব বেশি বেশি মনে পড়ে। ঢিলা লং ড্রেস, মাথায় স্কার্ফ পরিহিতা পূর্ণ মুসলিম পোশাক, একটু স্বাস্থ্যবান, গোলগাল চেহারার মেয়েটি আজ কিভাবে আছে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। তার ঠিকানা আমার কাছে আছে। চিঠি লিখলে সে পাবে কি না জানি না।

রাতেই স্যুটকেস গুছিয়ে নিলাম। এ কয়দিন রুমে সব এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়েছিলো আমাদের জিনিস। আজ দেশের পথে আমাদের রওয়ানা করতে হবে। কিন্তু মনটা কেমন যেনো ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

১২

আদর্শের নিদর্শন ইরান

একটি স্বাধীন ইসলামী প্রজাতন্ত্র। একটি মুসলিম দেশ। আল্লাহর আইন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত হলে কতো শান্তি, কতো শৃঙ্খলা। মানুষ তার অধিকার নিয়ে কতো নিশ্চিত-নিরাপদে বসবাস করতে পারে ইরান তার বাস্তব নমুনা। কিন্তু এ শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বাতিল ও শয়তানী শক্তি কতো যে হিংস্র, কতো যে নৃশংস হতে পারে তাঁরও স্বাক্ষর রয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি ঘরে ঘরে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহর সৈনিকরা কতো বড় ধৈর্যশীল। তারা দেশকে ধীরে ধীরে গড়ে নিচ্ছে। একটি অনৈসলামিক দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস, হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, পতিতা সমস্যা অথচ এসব কোনো সমস্যা নেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে।

বিপ্লবের ছাপ সর্বত্র

বিপ্লবের পর পরই তারা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছে। কুরআন ও সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে। সুস্থ, গঠনমূলক, নৈতিক শিক্ষামূলক টিভি প্রচার, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষায় শিক্ষিত দেশ পরিচালনায় যোগ্য নেতৃত্ব এবং আধুনিক শিক্ষার সাথে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজ, পর্দা পরিহিতা, কুরআন সুন্নাহর শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নারী সমাজ দেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে অশান্তির আগুন

দুনিয়া জুড়ে আজকে যে বিপর্যয় চলছে, মানুষকে মানুষ পশুর মতো নির্বিচারে হত্যা করছে। সামান্য স্বার্থের কারণে নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করছে মানুষরূপী জীবন্ত শয়তানরা। জাতিসত্তা নির্মূলের জন্য নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করছে মানুষরূপী জীবন্ত শয়তান পশুরা। আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া ইনসাফপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

আইনের বাস্তবায়ন ছাড়া এ বিপর্যয় থেকে মানব জাতির মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। মানব জাতি দ্রুত এ সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে।

আসাম, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, প্যালেস্টাইন, ভারত, কাশ্মীর এবং বার্মার আরাকানে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী-খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছে মুসলমানদের জনপদ। লুণ্ঠিত হচ্ছে মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-সম্পদ। মুসলিম জাতিসত্তার নির্মূল অভিযান চালাচ্ছে ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুরা। এ জঘন্য ঘৃণ্য পাশবিকতার শাস্তি ওসব জাতিকে পেতেই হবে। তবে মুসলমানরাও আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কম হবে না।

তাগুতি শক্তির মোকাবেলায় ইরান

ইরান বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্র। বিশ্বের বুকে কোনো মুসলিম দেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে এটা পাশ্চাত্যের কাছে একেবারেই অসহ্য। রাশিয়া যখন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে কয়েকটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন মুসলিম বসনীয়ার প্রেসিডেন্ট হিজ্জত বেগোভিচ চেয়েছিলেন বসনীয়াকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দিতে। আর তখন বৃটেনের জন মেজরই হুঙ্কার ছেড়েছিলেন "ইউরোপের বুকে কোনো ইসলামী প্রজাতন্ত্র বরদাশ্‌ত করা হবে না"। আর যায় কোথায়? জন মেজরের উসকানীতেই বসনীয়ার খৃষ্টান সার্বরা দস্যু তস্করের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বসনীয়া হারজেগোভীনার নিরীহ মুসলমানদের উপরে। আর লাখ লাখ নিরীহ মুসলমান নারী-পুরুষ শিশু-যুবকদের নির্বিচারে হত্যা করে খৃষ্টান সার্বরা প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের নেতৃত্বে। এখনো কসোভোয় বসনীয়া হারজেগোভিনার পুনর্ব্যবৃত্তি চলছে। জন মেজর, বিল ক্লিনটন একটার পর একটা বৈঠক করে সময় ক্ষেপণ করে মুসলিম হত্যাযজ্ঞে ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠালগে ইরানকে কিভাবে পাশ্চাত্য জগত ধ্বংস করতে চেয়েছে, শাহের এবং পাশ্চাত্যের মিলিত শক্তির কতো প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে, কতো লাখো শহীদের তাজা খুন ঝড়িয়ে আজকের ইরান একটি স্বাধীন ইসলামী প্রজাতন্ত্ররূপে বিশ্বের বুকে সসম্মানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ভাবতেও বুক কেঁপে উঠে। নূতন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য পাশ্চাত্য জগত প্রথমেই ইরানের উপর অর্থনৈতিক বয়কট আরোপ করে।

www.nagorikpathagar.org

নূতন একটি রাষ্ট্র। কতো ক্ষয়ক্ষতি করে সদ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। তার উপরে এ অর্থনৈতিক বয়কট। কি কষ্ট করেছে কয়েকটি বছর ইরানের জনগণ। বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়া নিজের দেশের উৎপাদিত ফসল, সহায়-সম্পদ দিয়ে কোনো রকম ইরানের জনগণ দিনাতিপাত করেছে। তবুও মাথা নতো করেনি কারো কাছে। আল্লাহ তাদের দিয়েছেন তৈল সম্পদ। আজ ইরান স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সাহায্য করতে সক্ষম ইনশায়াল্লাহ।

এরপর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা তার শক্তিশালী নৌবহর পাঠায়। আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে সে নৌবহরের কয়েকটি ইউনিট ধ্বংস হয়ে গেলে উক্ত নৌবহর আপনা আপনিই ফিরে যায়। তারপরও তারা ইরানের পেছনে লেগেই থাকে।

এরপর তেহরানে আমেরিকান দূতাবাসে ইরানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ৫২ জন আমেরিকানকে পনবন্দি হিসেবে ইরানের বিপ্লবী গার্ডরা আটক করে। ইরানের বিপ্লবী গার্ডরা কাফনের কাপড় পরে এদেরকে পাহারা দিতে থাকে। আমেরিকা পনবন্দিদের উদ্ধারের জন্য ১৪টি হেলিকপ্টার এবং ১০০টি মোটর সাইকেল পাঠায়। আমরিকার পরিকল্পনা ছিলো ১৪টি হেলিকপ্টার মরুভূমিতে অবতরণ করবে। ১০০টি মোটর সাইকেল আরোহী একযোগে ইরান দূতাবাসে কমান্ডো ষ্টাইলে আক্রমণ করে বিপ্লবী গার্ডদের বেঁধে ফেলবে আর এ সুযোগে পনবন্দিদের উদ্ধার করে হেলিকপ্টারযোগে নিয়ে আসবে। কিন্তু মহান আল্লাহ পাকের গায়েবী গজবে মরুভূমিত রাখা সবগুলো হেলিকপ্টারেই আগুন ধরে যায়। ফলে ১৪টি হেলিকপ্টারের সকল ক্রুসহ অন্য সবাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ অকল্পনীয় দুর্ঘটনায় আমেরিকা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এ অলৌকিক ঘটনার জন্য ইরানকে কোনো রকম দোষারোপ না করে স্বীকার করে যে, এ ঘটনার জন্য আমরাই দায়ী।

এখানেই শেষ নয়। ইরানের প্রথম পার্লামেন্ট অধিবেশনে ৭০ জন আয়াতুল্লাহ্, হুজ্জাতুল্লাহ ধরনের বড় বড় লিডাররা বসেছেন। এ প্রথম অধিবেশনেই ইসলামের চিহ্নিত শত্রু আমেরিকার গুপ্তচরেরা শক্তিশালী টাইম বোমা ফিট করে রাখে। প্রথম অধিবেশন বসার সাথে সাথে টাইম বোমার বিস্ফোরণে আয়াতুল্লাহ মোতাহেরীসহ ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন। এরপরও শাহাদাতের ঈমানী জজবায় বলীয়ান ইরানী জনগণ এবং তাদের কষ্টার্জিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বের বুকে টিকে আছে। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) তাঁর কোমের বিখ্য মাদ্রাসায় কতো আত্মত্যাগী ইসলামী বিপ্লবী নেতৃত্ব তৈরী করেছিলেন যে, ' জন বড় বড় ইসলামিক লিডারের শাহাদাতের পরেও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইর বিশ্বের বুকে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সাহসীকতার সংগে টিকে আছে।

এছাড়া শাহের গুপ্ত সংস্থা 'সাভাকে'র হাতে কতো তরুণ ও যুবকদের যে নি নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। ইরানের বিপ্ল বোনরা বলেছেন, শাহের সাভাকের গুপ্তচরেরা আমাদের ইসলামী বিপ্লবের তর ও যুবকদের ধরে নিয়ে গুম করে ফেলতো। কড়াইতে ফুটন্ত তেলে আমাদে বিপ্লবী ভাইদের দুই পা চুবিয়ে ধরতো, তাদের গুপ্তাঙ্গ কেটে দিতো। আম ইরানের সেই মহান বিপ্লবের দিনে অনেক পঙ্গু যুবকদের হুইল চেয়ারে ক আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি।

ইরানে শাহের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম ইসলামী বিপ্লব শুরু হয় শুক্রবার। ইরানের লাখো জনতা জুময়ার নামায পড়ে রাস্তায় নেমে আসে। সেই জনতার মিছিলে শাহের পুলিশ বাহিনী এবং সেনাবাহিনী গুলি ছোড়ে। বিপ্লব শুরুর প্রথম মিছিলেই ইরানের তিন হাজার বিপ্লবী জনতা শহিদী নজরানা পেশ করেন। এরপর মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে মিছিল আরও দুর্বার আন্দোলনে রূপ নেয়। শাহের আর সাধ্য ছিলনা এ দুর্বার আন্দোলনের মিছিলকে রুখবার। ইসলামী বিপ্লবের কর্মীরা শাহাদাতের জজবা নিয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত বিপ্লব সফল হতে পারেনা। ইরানের জনগণ বিশ্বের সকল ইসলামী বিপ্লবের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে চিরকাল।

যারা ইসলামী বিপ্লবের মিছিলে শাহাদাত বরণ করেছেন তারা বিনা বিচারে জান্নাতে যাবেন। যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁরা আন্দোলন করে যাবেন আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে। আন্দোলন থামানো যাবেনা যতক্ষণ না বাতিল নির্মূল হয়ে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়। শাহাদাতের এমন জযবাই ইরানের বিপ্লব ছিনিয়ে এনেছে এবং অন্যান্য দেশেও এ পদ্ধতিতেই বিপ্লব সফল হতে পারে।

ইরানের জনৈক লিডারকে বিবিসি প্রশ্ন করেছিল, আমেরিকা এবং রাশিয়ার মতো দু'টো পরাশক্তির বিরুদ্ধে আপনারা কিভাবে লড়বেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "আমাদের একজন বিপ্লবী গার্ডও বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমেরিকা বা রাশিয়া কেউ

www.nagorikpathagar.org

ইরানে আসতে পারবে না। তবে আমাদের সমস্ত বিপ্লবী গার্ডরা শাহাদাত বরণ করলে তাদের রক্তের উপর দিয়ে আমেরিকা বা রাশিয়া যেই ইরান দখল করুক তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। আমরা শুধু আল্লাহ্‌কে বলবো- ইয়া রাব্বুল আলামীন, তুমিতো স্বাক্ষী, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তোমার এ যমিনে তোমার দ্বীনকে (ইসলামকে) বিজয়ী করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি।"

ইরানের বিরুদ্ধে আমেবিকার আর এক ষড়যন্ত্র ছিল ইরান-ইরাক যুদ্ধ। ৮ বছরের এ যুদ্ধে ইরানে এমন ঘর নেই যে ঘরে কোনো তরুণ, কোনো যুবক শহীদ না হয়েছে। এতো বিরাট ক্ষয়ক্ষতির পরও শিশু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আল্লাহর মেহেরবানীতে ইমাম খোমেনী (রহঃ)'র বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্বের বুকে স্বগর্বে টিকে আছে। ইরান সরকার এবং ইরানী জনগণ ভালোভাবেই জানে যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে আমেরিকার ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলের ফসল। এজন্যেই ইরান সবসময় বলিষ্ঠ কণ্ঠে শ্লোগান দেয়, আমেরিকা নিপাত যাক। "No East, No West, Islam is the best" তারা আল্লাহ ছাড়া কোনো পরাশক্তির মোটেই পরোয়া করে না। আর ইরান সরকার এবং ইরানী জনগণ আমেরিকার কোনো ফাঁদে পা দেয় না। কোনো মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত কারো উস্কানীতেই ইরান সাড়া দেয় না। আমেরিকা, রাশিয়া, এবং ভারতের উস্কানিতে ইরান-আফগানিস্তান কঠিন যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু ইরান চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলে এক বিরাট বিপদ থেকে দু'দেশ বেঁচে যায়। ইরান সরকার, ইরানী জনগণ জানে যে, ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা ইসলাম ও মুসলমানের কট্টর দুশমন। কাজেই এদের কোনো ফাঁদে পা দেয়া যাবে না।

আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদাতুন। অর্থাৎ সমস্ত কুফরী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে এক। মুসলমানের বন্ধু আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল (সা.) এবং মুসলমানগণ। এ বাণীর সত্যতা মুসলমানদের যথাযথভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, সকল মুসলমান একটি দেহের মতো। দেহের কোনো অংশে ব্যথা অনুভূত হলে যেমন সাড়া দেহে ব্যথা অনুভূত হয়, তেমনি বিশ্বের যে কোনো অংশে মুসলমানগণ বিপদগ্রস্থ হলে, সাড়া বিশ্বের মুসলমানদেরকে তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কোনো শক্তির পরোয়া না করে তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের জন্য নেমে আসবে। বর্তমানে কসোভোর মুসলমানদের ব্যাপারে এবং

www.nagorikpathagar.org

প্যালেষ্টাইনীদের ব্যাপারে বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানদেরকে ইরানের ভূমিকা পালন করতে হবে। আমেরিকার বয়কটের পরোয়া না করে এ বারই ইরানের বিমান ইরাকের জন্য সাহায্য নিয়ে ইরাকে অবতরণ করেছে। ফলে ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার দীর্ঘদিনের বয়কটের অবসান ঘটেছে। একমাত্র ইরানই কোনো শক্তির পরোয়া না করে আল্লাহর আদেশকে বাস্তবায়িত করেছে। এদের জন্য আল্লাহ পাকের সাহায্য অবধারিত।

আমাদেরকে ইরানের একটি হাসপাতাল পারিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো ঘুরে দেখানো হলো। আমাদের অবাক লাগল, এতো বিরাট হাসপাতল সেখানে রুগী নেই বললেই চলে। আমাদের গাইড মেয়েটার স্বামী হাসপাতলের ডাক্তার। গাইডের সংগে তিনিও আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে হাসপাতাল দেখিয়েছেন।

আমি আগেই বলেছি হাসপাতালে কোনো প্যাসেন্ট নেই বললেই চলে। এক একটি ওয়ার্ডে ২/১ জন করে অসুস্থ বুড়ো লোক বসে আছেন। আমার তখন মনে হলো, এদের মনে হয় রোগ হয় কম। মায়েরা বেশ স্বাস্থ্যবান। বাচ্চারাও স্বাস্থ্যবান। কারণ মনে হলো, মায়েরা খাবারের পর প্রচুর ফল খায়। প্রত্যেক ডিনারের পর বড় বড় ডিসে প্রচুর আঙ্গুর, আপেল, নাশপাতি, মাল্টা থাকে। কমলার মতো মাল্টা ভীষণ টক। মায়েরা মাল্টাটা খুব বেশী খায়। মনে হয় শরীরে যাতে ফ্যাট না জমে তাই এ ব্যবস্থা। আমি টকের জন্য মাল্টা খেতেই পারি না। আমি আপেল আঙ্গুরটাই খেয়েছি প্রচুর।

হাসপাতালে রুগী না থাকায় মনে হয়েছে, বাংলাদেশের অনেক ডাক্তার ইরান থেকে দেশে ফিরে এসেছে। যুদ্ধের সময় অনেক বাংলাদেশী ডাক্তাররা ইরান গিয়েছিল চাক্‌রী নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে অধিকাংশ ডাক্তার ফিরে এসেছেন। আমার মনে হয় প্যাসেন্ট কম বলেই তাদের বেশী ডাক্তারের আর প্রয়োজন নেই।

আমার সেই ঘটনা মনে পড়ল। আল্লাহর রসুল (সাঃ)-এর কাছে মদীনায় এক বাদশাহ একজন হেকিম বা ডাক্তার পাঠিয়েছিল মুসলমানদের চিকিৎসার জন্য। এক বছর ডাঃ বসে থেকে কোনো রুগী না পেয়ে স্বদেশে ফিরে যায়। তখন সেই বাদশাহ আল্লাহর রসুল (সাঃ)-এর কাছে জানতে চেয়েছিল, আপনার দেশে কোনো রুগী নেই কেন? আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) জবাব দিয়েছিলেন, "আমরা পেট ভরে কখনো আহার করি না। পেটের এক অংশ খালি রেখে খাওয়া দাওয়া করি।

www.hagorikpathagar.org

আর ক্ষুধা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আহার করি না"। ডাঃ বলেছিল, এ জন্যেই এদের রোগ-বালাই কম বা অসুখ হয় না। এজন্যই আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, লাক্বাদ কানা লাকুম ফী রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। অর্থাৎ "তোমাদের জন্য রসুল (সাঃ)-এর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাই জীবনের ছোট বড় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রসুল (সাঃ) হচ্ছেন আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ।

ইরানী সমাজ অন্যায় অসত্য দূর করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকার মতো একটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে এবং আমেরিকার মদদপুষ্ট দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরশীলতার কারণে। আল্লাহর সাহায্য তারা পেয়েছে।

সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা এসব ভ্রান্ত জাতির জিঘাংসা থেকে তখনই মুক্তি পেতে পারে, যখন তারা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভর করে কোনো শক্তির অন্যায় নির্দেশের পরোয়া না করে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে দুর্বলের রক্ষার জন্য ইরানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেদিন তারা আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই পাবে এবং এসব নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা নির্মূল হবে, অবসান হবে।

আমেরিকা কি বলবে, বিল ক্লিনটন কি নির্দেশ দেবে, জন মেজর কি চিন্তা-ভাবনা করছে, বুট্রোস ঘালী নিরাপত্তা পরিষদে নিন্দা জ্ঞাপনের অনুরোধ জানাবে কি জানাবে না ঐ আশায় যদি মুসলমানরা বসে থাকে তাহলে তাদের মুক্তি কোনোকালে হবে না। মুসলমানদের উপর যখন কোনো জাতি নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ চালায় তখন তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলমানদের, অন্য কোনো জাতির নয়। এ সত্য মুসলমানদের আল্লাহর কিতাবই জানিয়ে দিয়েছে। ইরান আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করেই বিজয়ী হয়েছে। বর্তমান মুসলমানরাও আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করার মধ্যেই তাদের জীবনের নিরাপত্তা পেতে পারে। অন্য কোনো পন্থায় নয়। ইরান জাতির নিকট থেকে মুসলিম দেশগুলো এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আমাদের করণীয়

আমাদের দেশের সরকার প্রধানগণ আজও এটা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, দেশের যুব সমাজকে নৈতিক চরিত্রবান করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেয়া না হলে ভবিষ্যতে দেশে সৎ নাগরিক কিছুতেই তৈরী হতে পারবে না। আর সৎ

www.nagorikpathagar.org

নাগরিক তৈরীর কোনো পরিকল্পনা সরকার হাতে না নেয়া পর্যন্ত দেশের সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হতে বাধ্য। যার বাস্তব নমুনা বর্তমানের অচলাবস্থা। একমাত্র সৎ নাগরিক এবং সচ্চরিত্রবান কর্মচারী-কর্মকর্তার অভাবে ব্যাংকিং, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, শিল্প ও কল-কারখানায় সর্বত্র লস, ঘাটতি, লে-অফ ইত্যাদি চলছে। একমাত্র সৎ ও চরিত্রবান দায়িত্বশীল নাগরিকের অভাবে দেশ আজ বিদেশী অর্থ নির্ভর হয়ে পড়েছে। দেশ আজ বিকিয়ে দেয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সাথে একমাত্র কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানের ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই জাতিকে নৈতিক চরিত্রবান করে গড়ে তোলা সম্ভব। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ জন্যে সরকার গঠনের আগে সৎ লোক তৈরীর কাজ করছে। নবী করিম সা.ও মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত মক্কায় ১৩ বছর শুধু সৎ লোক তৈরীর কাজ করেছেন।

ইসলামী বিপ্লবের দেশ ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর সর্বপ্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে তারা আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ফলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ইসলামের দুশমনদের চতুর্মুখী হামলা এবং আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও জনগণের সহায়তায় ইসলামী আইন অনুযায়ী সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে। আল্লাহপাক ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের হেফাজত করুন, তাদের জনগণের উপর রহমত বরকত দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

www.nagorikpathagar.org